উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮১,৫৯৬.৬৩ (+৪১০.১৯)

নিফটি : ২৪,৮১৩.৪৫ (+১২৯.৫৫)

রেষারেষি ভুলে হাত মেলানোর বার্তা » ১০

ইডি'র দাবি

ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতিতে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন বলে দাবি করল ইডি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩১°	৩১°	৩১°	৩১°
সর্বনিম্ন	২২°	২৩°	২৪°	২২°

উত্তরবঙ্গেও সন্দেহজনক গতিবিধি জ্যোতির » ৭

৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 22 May 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 4

জঙ্গি ঢুকছে না তো?

বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছে চা শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার। ছবি : খোকন সাহা

সীমান্তে নজর দিতে নির্দেশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ মে : উত্তরবঙ্গের ঘাড়ের কাছে পাকিস্তান নেই তো কী হয়েছে! বাংলাদেশ তো আছে। ফলে নিশ্চিন্ত থাকার যে জো নেই, তা স্পষ্ট করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরের আট জেলায় তাই সতর্ক থাকার জন্য একইসঙ্গে নির্দেশ দিলেন পুলিশ ও নিজের দলকে। গ্রামে গ্রামে পুলিশি টহল বাড়াতে পরামর্শ দিলেন। চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, চোপড়া, ইসলামপুরের সীমান্ত দিয়ে লোক ঢুকছে না তো?

শেখ হাসিনা যতই কড়া থাকুন না কেন, তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালেও বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী, মৌলবাদী তৎপরতা ছিল। ২০১৪ সালে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের

উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ প্রমাণিত হয়েছিল। গত এপ্রিলে মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা পরিস্থিতির পিছনেও বাংলাদেশ-যোগের অভিযোগ উঠেছিল। উত্তরবঙ্গের আট জেলার মধ্যে ছয় জেলাতেই বাংলাদেশ সীমান্ত থাকায় তাই এত উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী।

শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যায় বুধবার প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি তাই অনুপ্রবেশ ও জঙ্গিদের আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি জোর দেন। জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের তিনি বলেন, 'পুলিশকে সতর্ক থাকতে বলছি, কোনও জঙ্গি যেন আশ্রয় নিতে না পারে।' টহলদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন টহলদারি কম হচ্ছে। নজরদারি ভ্যান ঘুরলে মানুষ বুঝতে পারবে পুলিশ সক্রিয় আছে।'

শুধু বিএসএফের ওপর নির্ভরতার মানসিকতা ছাড়তে পুলিশের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, 'বিএসএফ আছে বলে নিজেরা বসে থাকবেন না। এই তো ক'দিন আগে শীতলকুচি থেকে একজনকে তুলে নিয়ে গেল। পাড়ার ক্লাবগুলোকে হাতে রাখুন।' বাইরে থেকে এসে লোকে এলাকার তথ্য নিয়ে চলে যাচ্ছে জানিয়ে মমতা সাধারণ মানুষকেও পরামর্শ দেন, 'অথরাইজড লোক ছাড়া কাউকে নিজের নথিপত্রের বিস্তারিত দেবেন না। অন্য রাজ্য থেকে লোকজন

এরপর দশের পাতায়

মমতা উবাচ

দাঙ্গা নয়

দাঙ্গা হচ্ছে কেন? অপারেশন দাঙ্গা থেকে সতর্ক থাকুন, কেউ করলেই আমাকেও করতে হবে?

পুলিশেও গ্রুপবাজি!

তোমরা নিজেরাই যদি নিজেদের মধ্যে গ্রুপ করে নাও, তা হলে কী হবে? সে কাজ করতে চায়, তবু কাজ করতে দেবে না, এ আবার কী?

গ্রামের রাস্তায় ট্রাক কেন?

রাজীব, আমি কতবার বলব এক কথা? হাউ মেনি টাইমস? এক কথা বারবার বলতে ভালো লাগে না। কেউ টাকা খেয়ে গ্রামীণ রাস্তায় ট্রাক ঢোকাবে, সেটা চলবে না। আইসি-রা কী করছে?

ঢুকছে ভেজাল ওষুধ

গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ভেজাল ওষুধ এসেছে। সেগুলি যাতে ব্যবহার না হয়, তা দেখতে হবে।

ওরা কারা?

বাইরে থেকে ঢুকে অনেকে ভোটার কার্ড, আধার কার্ডের তথ্য নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের দলের অনেকের সঙ্গেও এটা হয়েছে। কেউ চট করে কাউকে কোনও ডিটেলস দেবেন না।

সাবধান থাকুন

সাবধান থাকতে হবে। বাইরে থেকে এসে কোনও জঙ্গি যেন শেলটার নিতে না পারে।

শোকজের জবাব দিল না স্বনির্ভর গোষ্ঠী

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২১ মে : র‍্যাশন জালিয়াতিতে অভিযুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী সৃষ্টি ক্লাস্টার সংঘ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শোকজের জবাব দিল না। বৃহস্পতিবার আবার একটি নোটিশ পাঠানো হতে পারে ওই সংঘের কাছে। সেই চূড়ান্ত নোটিশের পরেও উত্তর না পেলে পরবর্তীতে কড়া পদক্ষেপ করার ইঙ্গিত দিয়েছে মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের দপ্তর। খাদ্য নিয়ামক নাওমি লেপচা বলেন, 'এখনও সংঘের শোকজের জবাব আসেনি। আমরা আবার তাদের নোটিশ পাঠাব।' তবে সৃষ্টি ক্লাস্টার সংঘের সদস্যা সুচিত্রা মিঞ্জ এদিন বলেন, 'আমরা ফুড কন্ট্রোলারের সঙ্গে কথা বলে নেব।'

গত বুধবার রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজা বাগানের পাকা লাইনে র‍্যাশন দুর্নীতি বড় চক্র ফাঁস হয়। ওই বাগানের র‍্যাশনের দায়িত্বে ছিল সৃষ্টি ক্লাস্টার সংঘ। ওজনে কারচুপি ও নির্ধারিত মূল্যের থেকে বেশি দাম নেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাদের বিরুদ্ধে। পরদিন মাল মহকুমার খাদ্য নিয়ামক ওই সংঘকে শোকজ করেন। সাতদিনের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়। ওইদিন থেকেই সংঘকে র‍্যাশন বণ্টনের দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়। খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সৃষ্টি ক্লাস্টারকে

র‍্যাশন দুর্নীতি

সাসপেন্ড করা হয়েছে। তবে এখনও তাদের রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্স বাতিল করা হয়নি।

সূত্রের খবর, গত বৃহস্পতিবার সরেজমিনে তদন্ত করতে রাজা বাগানে গিয়েছিলেন মাল ব্লকের ফুড ইনস্পেকটর। তিনি র‍্যাশনের গোডাউনে গিয়ে দুটো স্বয়ংক্রিয় ওজন যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখেন। পরীক্ষার সময় দেখা যায়, সরকারি ওজন যন্ত্রে ২১ কেজি থাকলেও তাদের নিজস্ব ওজন যন্ত্রে কারচুপি করা আছে। প্রায় ৬০০ গ্রামের হেরফের রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সংঘের ওজন যন্ত্রে ২১ কেজি চাল মেপে দিলেও সেটা অন্য দোকানের ওজন যন্ত্রে পরিমাপ করলে ওজনে ২ কেজি কম আসছে। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে এভাবেই র‍্যাশন জালিয়াতি করছে এই সংঘ। এর আগে কয়েকজন প্রতিবাদ জানানোয় সংঘের মহিলাদের তাঁদের ধমকে চুপ করিয়ে দেন। এমনকি মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, পঞ্চায়েত প্রধান অশোক চিকবড়াইকের নাম করে প্রতিবাদীদের চুপ করিয়ে রাখা হয়।

রাজা বাগানের জঙ্গবাহাদুর শর্মা বলেন, 'সৃষ্টি ক্লাস্টার সংঘের লাইসেন্স বাতিল করা উচিত। তাদের সাসপেন্ড করে জনগণের চোখে ধুলো দিচ্ছে প্রশাসন।' ছয় বছর ধরে যে র‍্যাশন থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন, সেই সামগ্রী কীভাবে পাবেন, সেই প্রশ্নও তুলছেন স্থানীয়রা।

তীব্র কটাক্ষ করছে বিরোধীরাও। বিজেপির মাল বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী বলেন, 'সংঘের মাথায় প্রভাবশালীদের হাত আছে, তাই তারাও অকুতোভয়।' জাতীয় কংগ্রেসের মাল ব্লক সভাপতি সৈকত দাস বলেন, 'যদি খাদ্য বিভাগ এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না করে, তবে জনগণ বুঝবে এই দুর্নীতিতে তারাও যুক্ত।'

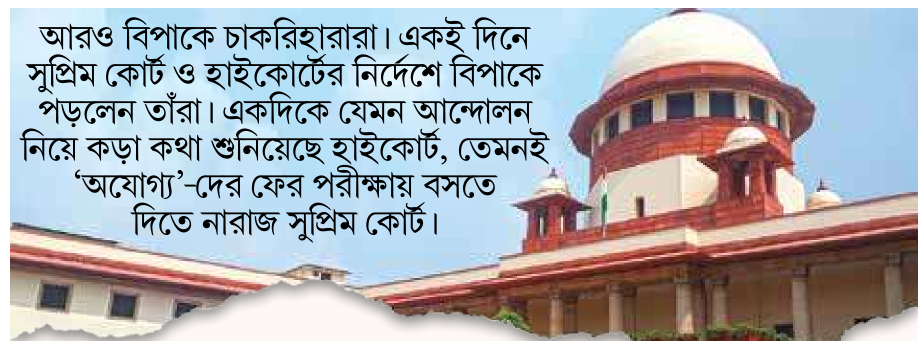

র‍্যাংক জাম্পে পরীক্ষার সুযোগ নয়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২১ মে : একে তো অনিশ্চিত চাকরি। তার ওপর একদিনে জোড়া বিড়ম্বনা নামল আদালতের নির্দেশে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশের ওপর। দুটি বিড়ম্বনাই আদালতের নির্দেশে। প্রথম নির্দেশটি সুপ্রিম কোর্টের। যাতে র‍্যাংক জাম্প করে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্যত থমকে গেল। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল, র‍্যাংক জাম্প করে নিযুক্ত শিক্ষকরা আর নতুন নিয়োগ পরীক্ষা হলেও তাতে অংশ নিতে পারবেন না। তাঁদের আর কোনও সুযোগই দেওয়া হবে না।

দ্বিতীয়ত কলকাতা হাইকোর্টের আরেক নির্দেশ বিকাশ ভবনের সামনে ধর্নারত যোগ্য শিক্ষকদের আরেক অস্বস্তির কারণ হয়ে গেল। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বুধবার চাকরিহারাদের কার্যত সতর্ক করে বলেন, 'আপনারা শিক্ষক। শিক্ষকসুলভ আচরণ করুন। আদালত আপনাদের যন্ত্রণা অনুভব করছে। তবে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও ভাঙচুর, পুলিশের ওপর আক্রমণ, সরকারি আধিকারিকদের কাজে বাধা ইত্যাদি মেনে নেবে না আদালত।'

ধর্না নিয়েও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। তাতে বুধবার থেকেই আর একসঙ্গে ৫০ থেকে ১০০ জনের বেশি ধর্নায় বসতে পারবেন না। ধর্নাও বিকাশ ভবনের একদম সামনে থেকে সরাতে হবে। একদিনে এই দুই ধাক্কা চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ভবিষ্যৎকে আরও অনিশ্চয়তায় ফেলে দিল।

র‍্যাংক জাম্প করে নিযুক্তরা যদি আর পরীক্ষা দিতে না পারেন, তাহলে তাঁদের আর শিক্ষকের চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যাঁদের কারণে প্রকৃত মেধাবীদের নিয়োগও বাতিল হয়ে গিয়েছিল শীর্ষ আদালতে।

আদালতের নির্দেশ

বেআইনিভাবে মেধাতালিকার স্বাভাবিক ক্রম ভেঙে নিযুক্তরা আইনত 'অযোগ্য'। চাকরি বাতিলের পর তাঁদের আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার নেই

বুধবার থেকেই আর একসঙ্গে ৫০ থেকে ১০০ জনের বেশি ধর্নায় বসতে পারবেন না

ধর্নাও বিকাশ ভবনের একদম সামনে থেকে সরাতে হবে

সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও ভাঙচুর, পুলিশের ওপর আক্রমণ, সরকারি আধিকারিকদের কাজে বাধা ইত্যাদি মেনে নেবে না আদালত

বুধবারের নির্দেশে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁদের কারও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে বিকাশ ভবনের সামনে ধর্নারত যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'ওরা তো অযোগ্যই। অযোগ্যদের চাকরি যাওয়াই তো স্বাভাবিক। তবে যোগ্যদের চাকরি বহাল রাখা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে ভাবতে অনুরোধ করব।'

২০১৬ সালে নিযুক্ত ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি খারিজে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নির্দেশ যথাযথ বলেও বুধবার উল্লেখ করে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ। দুই বিচারপতির মতে, বেআইনিভাবে মেধাতালিকার স্বাভাবিক ক্রম ভেঙে নিযুক্তরা আইনত 'অযোগ্য'। চাকরি বাতিলের পর তাঁদের আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার নেই। আদালতে চিহ্নিত 'অযোগ্য'দের তিনটি ভাগ আছে। প্রথমত, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, দ্বিতীয়ত, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলে বা প্যানেল বহির্ভূতভাবে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন ও তৃতীয়ত, র‍্যাংক জাম্প করে যাঁরা নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ চললেও যোগ্য শিক্ষকদের দাবির কোনও সুরাহা এখনও হয়নি। সুরাহার তেমন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। বরং প্রতিদিন বিড়ম্বনা বাড়ছে। সম্প্রতি বিকাশ ভবনের গেট ভাঙা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় একাধিক শিক্ষককে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করেছিল পুলিশ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আলাদাভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে তিনজনকে চিহ্নিত করে তাঁদের শোকজ করেছে।

পুলিশি তলবের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেও যোগ্য শিক্ষকরা পুরোপুরি রেহাই পেলেন না।

এরপর দশের পাতায়

অল্পের জন্য রক্ষা পেল দিল্লি-শ্রীনগর বিমান। খারাপ আবহাওয়ার জেরে বিমানের অবতরণে সমস্যা তৈরি হয়। যদিও পাইলটের দূরদর্শিতায় নির্বিঘ্নেই সেটি রানওয়ে ছোঁয়। বিমানটিতে ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন সহ তৃণমূলের ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল। এই দলটি এদিন দেখা করে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে।

ছত্তিশগড়ে নিকেশ ৩০ মাওবাদী

রায়পুর, ২১ মে : ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শীর্ষ সিপিআই (মাওবাদী) নেতা নাম্বালা কেশবরাও ওরফে বাসবরাজু রয়েছেন। তাঁর মাথার দাম ছিল দেড় কোটি টাকা। সূত্র অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে আরও রয়েছেন দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটির নেতা মধুও।

হত বাসবরাজু

গত ৫০ ঘণ্টা ধরে নারায়ণপুর ও বিজাপুর জেলার সীমানাবর্তী আবুজমাড় অঞ্চলে মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে। নারায়ণপুর, দান্তেওয়াড়া, বিজাপুর ও কন্দাগাঁও জেলার রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) জওয়ানরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান শুরু করেন। অভিযানে লক্ষ্য ছিল মাওবাদীদের মাড় ডিভিশনের শীর্ষনেতারা।

বাসবরাজু আগে মাওবাদী সংগঠনের সেন্ট্রাল মিলিটারি

এরপর দশের পাতায়

শিলিগুড়ির আইনজীবীদের চেপে ধরার ছক

বিরোধের পারদ চড়ছে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ মে : মামলা হস্তান্তর নিয়ে জলপাইগুড়ি কোর্টে কাজ করা শিলিগুড়ির আইনজীবীদের অবস্থান জানতে চায় জলপাইগুড়ির বার অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালত থেকে শিলিগুড়িতে মামলা হস্তান্তরের বিরোধিতা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে তদারকি কমিটি গঠন করেছে তারা। এদিন বারের বৈঠকে ঠিক হয়েছে যে, জলপাইগুড়ি বারের সদস্য শিলিগুড়ির ৬৫ জন আইনজীবীর কাছে জানতে চাওয়া হবে, যে তাঁরা মামলা হস্তান্তরের পক্ষে না বিপক্ষে। উত্তর পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন।

রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে উত্তরবঙ্গের সমস্ত এসটিএফ অর্থাৎ স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের সমস্ত মামলা শিলিগুড়ি এসিজেএম এবং অতিরিক্ত জজ কোর্ট (২)-এ করার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এসটিএফ মামলা উত্তরবঙ্গের সংশ্লিষ্ট জেলা আদালতগুলিতেই করার দাবিতে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বার অ্যাসোসিয়েশনকে সংগঠিত করে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে জলপাইগুড়ি বারের বৈঠকে।

শিলিগুড়ি বারের ৬৫ জন আইনজীবী জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালতে মামলা লড়েন বলে তাঁরা জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ নিয়েছেন অনেক আগেই। এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয় যে, শিলিগুড়ির সেই আইনজীবীদের কাছে জানতে চাওয়া হবে, তাঁরা জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়িতে মামলা হস্তান্তরের পক্ষে না বিপক্ষে। মামলা হস্তান্তরের বিরোধিতা করে লেখা রেজোলিউশনে শিলিগুড়ির সেই আইনজীবীদের স্বাক্ষর করার আবেদন করা হবে। তাহলেই বোঝা যাবে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য শিলিগুড়ির সেই আইনজীবীদের কে কে মামলা হস্তান্তরের পক্ষে আর কে কে বিপক্ষে। এদিনের আলোচনায় অনেক আইনজীবীকে বলতে শোনা গিয়েছে, শিলিগুড়ির আইনজীবীরা আদৌ আমাদের রেজোলিউশনে স্বাক্ষর করেন কি না, তা দেখার বিষয়।

এরপর দশের পাতায়

বুধবার জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে বৈঠক।

বারের কৌশল

- জলপাইগুড়ি আদালতে শিলিগুড়ির ৬৫ জন আইনজীবী নিয়মিত প্র্যাকটিস করেন
- জলপাইগুড়ি বার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মামলা হস্তান্তরের বিরোধিতা করবে
- ওই রেজোলিউশনে শিলিগুড়ির আইনজীবীদের স্বাক্ষর করতে অনুরোধ করা হবে
- তাঁদের সিদ্ধান্ত দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ

তিস্তার বাঁধ কেটে ডাম্পার চলাচল

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ২১ মে : তিস্তা ব্যারেজের গুরুত্বপূর্ণ অ্যাফ্লাক্স বাঁধ দখল করে গড়ে উঠেছে জনবসতি। কোথাও আবার বাঁধ কেটে ডাম্পার চলাচলের সুবিধার জন্য রীতিমতো রাস্তাও তৈরি করা হয়েছে। বাঁধের ওপর দিয়ে দিনভর লোডেড ডাম্পার চলাচল করছে। এভাবেই দিনের পর দিন জবরদখলকারী এবং ওভারলোডেড ডাম্পার চলাচলের দৌরাত্ম্য চললেও সম্পূর্ণ উদাসীন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। অ্যাফ্লাক্স বাঁধ হল বাঁধ বা ব্যারেজের উজানে তৈরি একটি বাঁধ, যা সাধারণত নদীর জলধারা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণ মূল বাঁধের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং জলপ্রবাহের উচ্চতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই গুরুত্বপূর্ণ বাঁধই এখন কার্যত দখল হয়ে গিয়েছে।

মরচে ধরা নোটিশ বোর্ডে এখনও পড়া যাচ্ছে তিস্তা ব্যারেজের লেফট অ্যাফ্লাক্স বাঁধটির উচ্চতা বাড়িয়ে আরও শক্তিশালী করার কাজ শেষবার করা হয়েছিল ২০১৭ সালে। গ্রামীণ পরিকাঠমো উন্নয়ন তহবিলের (আরআইডিএফ) বরাদ্দ অর্থে ওদলাবাড়িতে জাতীয় সড়কের আন্দাঝোরা সেতুর শূন্য কিলোমিটার থেকে তিস্তা ব্যারেজ পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ সংস্কারের কাজে সেবার খরচ হয়েছিল ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৬৭৬ টাকা। ব্যাস,ওখানেই শেষ। তৈরির পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বাঁধটি কী অবস্থায় রয়েছে তা দেখার কেউ নেই। আর এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছেন কিছু স্থানীয় মানুষ এবং কিছু ব্যবসায়ী। ওদলাবাড়িতে তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার সুনীলকুমার ঠাকুরের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। জবাব দেননি টেক্সট মেসেজেরও। তবে তিস্তা ব্যারেজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস মৌলিক বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী বাস্তুকারকে এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ করার জন্য বলব।'

ওদলাবাড়ির বুক চিরে যাওয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের আন্দাঝোরা সেতু থেকে গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ সেতু পর্যন্ত দীর্ঘ বাঁধজুড়ে এমন দৃশ্যে হতবাক স্থানীয়রা। তিস্তা ও ঘিস নদীর ভাঙনের হাত থেকে ওদলাবাড়ি এবং গজলডোবাকে রক্ষা করার জন্য কয়েকদশক আগে তিস্তা ব্যারেজ তৈরির সময় বিশাল এই বাঁধ নির্মাণ করেছিল সেচ দপ্তরের তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশন। ২০১৭ সালের পর থেকে বাঁধের বড় অংশ দখল হতে শুরু করে। এখন একাধিক জনবসতি, একাধিক গ্যারাজ, দোকানপাট গজিয়ে উঠলেও কোনওরকম হেলদোল নেই তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশন কর্তৃপক্ষের।

এরপর দশের পাতায়

অ্যাফ্লাক্স বাঁধ কেটে ডাম্পার চলাচলের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The Deputy Director of Agriculture (Admn), Malda has invited e-Tender Notice NIT SL No.-23 & Tender Reference No : AGRI/MLD/e-NIT-13/2025-26 Date-21/05/2025 for Civil Works. Tender ID :- 2025_DOA_850161. Bid submission date starts from 21.05.2025 at 10.00 A.M. onwards & Bid submission closing date 09.06.2025 at 6.00 P.M. Details will be available from the office of the undersigned on any working day between 11 A.M. and 4 P.M. or visit e-tender portal of Govt. of West Bengal.
Sd/-
Deputy Director of Agriculture (Admn), Malda

পূর্ব রেলওয়ে
চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/অ্যাডমিন., পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এর জুন, ২০২৫ মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচী।
নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৫-২৬ তারিখ: ২০.০৫.২০২৫

ক্র.নং.	ডিপো/ডিভিশন	অধিকারক্ষেত্র	তারিখ		
১	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশন	০৪.০৬.২০২৫	১৭.০৬.২০২৫	২৬.০৬.২০২৫
২	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিশন	০৫.০৬.২০২৫	১৮.০৬.২০২৫	২৭.০৬.২০২৫
৩	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো ও মালদা টাউন ডিভিশন	০৬.০৬.২০২৫	১৩.০৬.২০২৫	২৪.০৬.২০২৫
৪	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	১১.০৬.২০২৫	১৮.০৬.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫
৫	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	০৩.০৬.২০২৫	১৭.০৬.২০২৫	২৬.০৬.২০২৫
৬	শিয়ালদহ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	১২.০৬.২০২৫	২৫.০৬.২০২৫	-
৭	মালদা টাউন ডিভিশন	মালদা টাউন ডিভিশন	০৬.০৬.২০২৫	২৩.০৬.২০২৫	-

STORES-12/2025-26 চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/অ্যাডমিন.
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) এতদ্বারা মালদা ডিভিশনের ভাগলপুর (বিজিপি), সুজনিপাড়া (এসপিএলই), নিমতিতা (এনআইএলই) ও নাথনগর (এনএটি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
অকশন ক্যাটালগ নং.: পার্কিং-০৬-২৫
ক্রমিক নং, লট নং, স্টেশন : (১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-টিডব্লু-৭১-২৫-১, ভাগলপুর, (২) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১, সুজনিপাড়া, (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স-৫৪-২৩-১, নিমতিতা, (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২, নাথনগর। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়: ০৫.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে (প্রত্যেকটির জন্য)। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-66/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নুন-হলুদে ঘুমের ওষুধ চোরেদের

পুলিশের জালে ৩ দুষ্কৃতী

ছবি : এআই

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ মে : কথায় বলে, সর্ষের মধ্যে ভূত। তা বলে নুন আর হলুদের মধ্যে ঘুমের ওষুধ! এই কীর্তিই করে আসছিল এক আন্তঃজেলা দুষ্কৃতীচক্র। খাবারের মধ্যে রাসায়নিক মিশিয়ে দেওয়ার পর সেই খাবার খেয়ে বাড়ির লোকজন যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখনই চুরি করত তারা। তবে শেষরক্ষা হল না। নাগরাকাটা থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সেই চক্রের ৩ জন। পুলিশ সূত্রের খবর, সেই চক্রে মেখলিগঞ্জ, কুচলিবাড়ি, মালবাজার, নাগরাকাটা এলাকার কয়েকজন রয়েছে।

গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা, মেটেলি, ক্রান্তি থানার বেশ কয়েকটি গ্রামীণ এলাকায় একাধিক বড় মাপের চুরির ঘটনা ঘটে। তদন্তে নেমে নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকারের নেতৃত্বে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে পুলিশ বলছে, এই অপকর্মের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত। আত্মগোপনকারী ওই দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। জেলার পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'চক্রটিকে চিহ্নিত করা ও গ্রেপ্তারের পাশাপাশি চুরি যাওয়া সামগ্রীর কিছুটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আমরা লেগে রয়েছি।'

পুলিশ বলছে, ধৃত দুষ্কৃতীরা চুরির একটি অভিনব কৌশল নিয়েছিল। চুরির আগের দিন সুযোগ বুঝে টার্গেট করা বাড়ির রান্নাঘরে রাখা নুন বা হলুদের মধ্যে ঘুমের ওষুধ বা মাদক জাতীয় কিছু মিশিয়ে দিত। তা দিয়ে রান্নাবান্নার পর নৈশভোজ শেষে বিছানায় যাওয়ার আগেই ঘুমে ঢলে পড়তেন পরিবারের সকলে। তাঁদের গভীর ঘুমের সুযোগে গভীর রাতে সেরে ফেলা হত অপারেশন। কার্যত বিনা প্রতিরোধে চুরি করে চম্পট দিত দুষ্কৃতীরা। তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রাখার ওই ওষুধ বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে। যে বাড়িগুলি দুষ্কৃতীদের চুরি করার তালিকায় থাকত সেখানে রীতিমতো রেইকি করে কাজটি করা হচ্ছিল।

তদন্তে নেমে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ দেখতে পায়, চুরি যাওয়া পরিবারগুলির বাড়িঘর যথেষ্ট ভালো। তবে রান্নাঘর একেবারেই নড়বড়ে। কোথাও জানলা থাকলে, দরজা ভাঙা বা জীর্ণ। আবার কোথাও দরজা শক্তপোক্ত থাকলেও জানলার পরিস্থিতি সঙ্গিন। আর সবকয়টি ক্ষেত্রেই রান্নাঘরগুলি মূল বাড়ির বাইরে। এই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছিল চক্রটি। চক্রের মূল চাঁইদের সঙ্গে কমিশনের ভিত্তিতে স্থানীয় এজেন্টও কাজ করত। তারাই খোঁজখবর দিত।

পুলিশ জানাচ্ছে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির ঘটনাগুলির পরপরই প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকার যে সমস্ত বাড়ির রান্নাঘরগুলির পরিকাঠামো ভালো নয় সেখানে সচেতনতা শুরু হয়। গৃহস্থরা নুন, হলুদ সহ রান্নার সামগ্রী সরিয়ে রাখতে শুরু করে।

চুরির নিশানা
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির রান্নাঘর একেবারেই নড়বড়ে
- কোথাও জানলা থাকলে, দরজা ভাঙা বা জীর্ণ
- আবার কোথাও দরজা শক্তপোক্ত থাকলেও জানলার পরিস্থিতি সঙ্গিন
- সবকটি ক্ষেত্রেই রান্নাঘর মূল বাড়ির বাইরে

> চক্রটিকে চিহ্নিত করা ও গ্রেপ্তারের পাশাপাশি চুরি যাওয়া সামগ্রীর কিছুটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আমরা লেগে রয়েছি।
>
> **খান্ডবাহালে উমেশ গণপত**
> *পুলিশ সুপার, জলপাইগুড়ি*

ঠিকাদারদের বিশেষ সুযোগ
পেভার ব্লক রোডের সরকারি ঠিকাদারি কাজে 50% Partnership চুক্তিতে টাকা লগ্নি করতে ইচ্ছুক। T & C appl. BGPL 9434054095. (C/116527)

NOTICE
Notice is hereby given to Public in general, Financial Institutions, Banks, etc., that my client is going to purchase a vacant land measuring in total 3.23 Acres, in the Plot No. 286 & 287 (R.S.) & (L.R.), recorded in Khatian No. 2814 (R.S.) 2311, 2313, 2317, 2318, 2829 & 2836 (L.R.), Land situated at Nauwapara, Near Canal Road, in Mouza-Binnaguri, Sheet No.09 (R.S.) & (L.R.) J.L. No. 03, P.S. New Jalpaiguri, Dist. Jalpaiguri, W.B., from **Sri Lalit Marda & Sri Sushil Marda** S/o Mr. Jiwan Ram Marda of Naya Bazar, Siliguri, P.O. Siliguri Bazar- 734005, P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B., **Sri Rahul Agarwal** S/o Sri Mahesh Kr. Agarwal of Sevoke Road, Siliguri, P.O. Sevoke Road-734001, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, W.B., **Sri Kallol Roy** S/o Late Khitish Chandra Roy of Mother Terisa Sarani, P.O. & P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, W.B., **Sri Subhankar Saha** S/o Sri Ratan Saha Nibedita Road, P.O. & P.S. Pradhan Nagar, Dist. Darjeeling, W.B., **Sri Anil Kumar Agarwal** S/o Sri Chhaju Ram Agarwal of Punjabi Para, P.O. Sevoke Road-734001, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, W.B., **Smt. Kabita Mondal Malakar** W/o Biswajit Malakar of APC Sarani, Deshbandupara, P.O. & P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B., **Smt. Bhaswati Majumdar** W/o Sri Nihar Majumdar of Sri Pally, Kathaltola, Road No. 01, P.O. Siliguri Bazar-734005, P.S. Jalpaiguri, Dist. Jalpaiguri, W.B., The said Sale shall be confirmed by the legal heirs of **Late Radha Kishan Kanu @ Gupta** S/o Late Nathuni Ram Kanu of M.R. Road, Siliguri, P.O. Siliguri Bazar-734005, P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B. If any person/persons have any objection or claim in the above stated land may contact in the below mentioned address within 15 (Fifteen) days of these notice.
Yours Faithfully,
(RAJESH KUMAR AGARWAL)
ADVOCATE
Nehru Road, Siliguri,
(Near Krishna Bhog Atta)
P.O. & P.S. Siliguri, Pin-734005,
Dist. Darjeeling.
Cell-9832093380, 9434093380

কর্মখালি
অলরাউন্ডার ম্যানেজার ও কুক (হোটেল), মল-এর জন্য পরিশ্রমী লোক চাই। Gangtok. 94341-17292. (C/113357)
•
শিলিগুড়ি ফুলবাড়ি পাইস হোটেলের জন্য কর্মঠ যুবক চাই। থাকা, খাওয়া সহ মাহিনা 10,000. ফোন -7908742879. (C/110987)

আচার্য/আচার্যা নিয়োগ
রায়গঞ্জ, সুদর্শনপুর সারদা শিশুতীর্থে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য আচার্য-আচার্যা নিয়োগের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। আগামী ৩১/০৫/২০২৫, শনিবার। সময়- সকাল ১০.৩০ মিঃ। যোগ্যতা- B.Sc বা তদুর্ধ্ব (D.El.Ed/ B.Ed -প্রশিক্ষণ আবশ্যিক)। (C/116529)

লোন
পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোক করাই। (M) 79086-31473. (C/113357)

বিক্রয়
3 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে 1056 sq.ft. (সম্পূর্ণ সজ্জিত) 2nd floor front side গ্যারাজ সহ। শিলিগুড়ি অরবিন্দপল্লি বরদাকান্ত হাইস্কুলের নিকট। লিফট নেই। (M) 82501-58252. (C/116357)

অ্যাফিডেভিট
D.L. No - WB6920050000365-এ ভুল নাম থাকায় ১৫/০৫/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD. EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Haripada Madak, থেকে Haripada Modak হলাম। Haripada Madak এবং Haripada Modak হলাম একই ব্যক্তি। (C/115573)

বাধ না মানা শৈশবের আনন্দে।। কোচবিহারের তোর্ষা নদীর পাড়ে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

রক্তদান ও কেরিয়ার কাউন্সেলিং

বাগডোগরা, ২১ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ, উত্তরবঙ্গ দার্শনিক পরিষদ, শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয় ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির ও কেরিয়ার কাউন্সেলিং কর্মশালা। বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে হওয়া ওই আয়োজনে জলপাইগুড়ি মহারাজা অগ্রসেন লায়ন্স ম্যাগনাম ব্লাড সেবাও সহায়তা করেছে। একই সঙ্গে এদিন বিভাগে একটি কেরিয়ার কাউন্সেলিং শিবিরও আয়োজিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিযুক্ত হওয়ার নানান দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়। এদিন রাইস এডুকেশন, ফ্রাঙ্কফিন, জিডি গোয়েঙ্কা হেলথকেয়ার অ্যাকাডেমি ও বন্ধন স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি শাখা) প্রভৃতি সংগঠন উপস্থিত ছিল।

এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ৫০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কান্তিলাল দাস বলেন, 'এই ধরনের উদ্যোগ 'ন্যাক' মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়াও 'রক্তদান জীবনদান' এই বার্তা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি পালিত হল।' বিভাগের এক অধ্যাপিকা দীপা ভট্টাচার্য মণ্ডল জানান, এই উদ্যোগে ভালো সাড়া মিলেছে।

মূর্তি বসাবে পঞ্চায়েত

পতিরাম, ২১ মে : ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সম্মান জানাতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত। জেলা পরিষদ মার্কেটের সামনেই বসানো হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি। সম্পূর্ণ উদ্যোগটি পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে বাস্তবায়িত হবে।

এছাড়া রানিবাজার মার্কেট এলাকার নেতাজির মূর্তিটিও সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'সবকিছু এখনও পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে। আমরা খতিয়ে দেখছি কী কী করা সম্ভব'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

NARCOTICS CONTROL BUREAU
SILIGURI ZONAL UNIT
E-mail: slgzu-ncb@gov.in
Appointment of Public Prosecutor for Narcotics Control Bureau on contract basis (at NCB Siliguri Zonal Unit)
Applications are hereby invited from eligible Advocates for appointment as Public Prosecutor (PP) in Narcotics Control Bureau, at Siliguri Zonal Unit on contract basis. The eligibility criteria and other details are available on website of Narcotics Control Bureau, www.narcoticsindia.nic.in. The eligible advocates may apply in the requisite Proforma by 25.06.2025, by email at slgzu-ncb@gov.in.
Zonal Director

উত্তর পূর্ব রেলওয়েতে ট্রাফিক ব্লকের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ
ব্রিজ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের লখনৌ ডিভিসনে জফরাবাদ-অযোধ্যা ক্যান্ট. শাখায় জাফরগঞ্জ ও আকবরপুর স্টেশনের মধ্যে আপ লাইনে ২৪.০৫.২০২৫ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ২৩ দিন (সপ্তাহে ৪ দিন অর্থাৎ, শনিবার, রবিবার, সোমবার ও বুধবার) প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে (সকাল ১১.৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত) ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি নিম্নোক্তমতো পথিমধ্যে নিয়ন্ত্রিত হবে : নিয়ন্ত্রণ : • ১৫৭৪৩ বালুরঘাট-ভাটিন্ডা জংশন ফরাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৫, ২৫.০৫, ২৭.০৫, ৩০.০৫.২০২৫, ০১.০৬, ০৩.০৬, ০৬.০৬, ০৮.০৬, ১০.০৬, ১৩.০৬, ১৫.০৬, ১৭.০৬, ২০.০৬, ২২.০৬, ২৪.০৬, ২৭.০৬ ও ২৯.০৬.২০২৫) পথিমধ্যে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। • ১৩০০৯ হাওড়া-যোগ নগরী ঋষিকেশ দুন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৫, ২৪.০৫, ২৫.০৫, ২৭.০৫, ৩০.০৫, ৩১.০৫.২০২৫, ০১.০৬, ০৩.০৬, ০৬.০৬, ০৭.০৬, ০৮.০৬, ১০.০৬, ১৩.০৬, ১৪.০৬, ১৫.০৬, ১৭.০৬, ২০.০৬, ২১.০৬, ২২.০৬, ২৪.০৬, ২৭.০৬ ও ২৯.০৬.২০২৫) পথিমধ্যে ২ ঘণ্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ক্যারাটের বাংলা দলে আলিপুরদুয়ারের তিন

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২১ মে : ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল আলিপুরদুয়ারের তিন স্কুল পড়ুয়া। শুভাঙ্গি রায়, শ্রীপর্ণা পাল ও অমিত সাহা নামে ওই তিন খেলোয়াড় সম্প্রতি কলকাতায় ন্যাশানাল খেলার বাছাই পর্বে নির্বাচিত হয়েছে। আগামী ১১ থেকে ১৫ জুন উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে তারা ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে যোগদান করবে। মঙ্গলবারই তারা কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ারে ফিরেছে। খেলায় বাংলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে তিনজনেই উচ্ছ্বসিত। তবে এখন তাদের মূল লক্ষ্য ন্যাশনালে ভালো খেলা। তাদের এই সাফল্যে অন্যান্য ক্যারাটে শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষক সহ পরিবার সকলেই বেশ খুশি।

তিনজনের মধ্যে শুভাঙ্গি এই নিয়ে পঞ্চমবার ন্যাশনাল খেলার সুযোগ পেল। প্রথম সুযোগ আসে ২০১৯-এ। ২০২৩-এর দিল্লি ও দেরাদুনে ন্যাশনালে সে সোনা ও ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। আলিপুরদুয়ারের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ার বাসিন্দা শুভাঙ্গি শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। তবে তার ধ্যানজ্ঞান হল ক্যারাটে। চার বছর বয়সে শ্যাডো ফাইটিং থেকে তার শেখার শুরু। শুভাঙ্গি জানাল, প্রতিদিন দুই থেকে তিন ঘণ্টা করে সে অনুশীলন করে।

২০১৫ ও ২০১৮ সালে ডুয়ার্স কাপে কাতা ও কুমি বিভাগে সে সোনা জেতে। পাশাপাশি ২০১৯-এ কলকাতায় পঞ্চম ইন্টারন্যাশনাল ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপেও কাতা ও কুমি বিভাগে সোনা পেয়েছে। শুভাঙ্গি ২০১৭ সালে ব্ল্যাকবেল্টের প্রথম ডিগ্রি এবং ২০২১-এ দ্বিতীয় ডিগ্রি পেয়েছে।

শ্রীপর্ণা পাল, অমিত সাহা ও শুভাঙ্গি রায়।

শুভাঙ্গির কথায়, 'এবার নির্বাচিত হওয়ার আগেই খুব উৎসাহিত ছিলাম। তবে একটু ভয়ও ছিল। যখন সোনা পেলাম তখন বাবার কথা মনে পড়ছিল। এই সুযোগে আমার প্রশিক্ষকের গুরুত্বও অপরিসীম। শুভাঙ্গির মা চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ও চান মেয়ে ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করুক। তবে ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে বেস্ট প্লেয়ার ও অলিম্পিকে সোনা জেতার স্বপ্ন দেখে সে।

অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শামুকতলা এলাকার বাসিন্দা শ্রীপর্ণা পাল এই প্রথম ন্যাশনাল খেলবে। সুযোগ পেয়ে সে উচ্ছ্বসিত। শ্রীপর্ণা বলে, 'প্রথমে স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বাড়ি থেকে ক্যারাটেতে ভর্তি করিয়েছিল। তারপর এটা ভালো লেগে যায়। আমি পাঁচ বছর ধরে ক্যারাটে শিখছি।' ২০২২-এ ইস্ট জোন ক্যারাটেতে এবং বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে দু'বার শ্রীপর্ণা সোনা জিতেছে। তার বাবা সুরঞ্জিত পাল ও মা সুতপা পাল মেয়ের সাফল্যে খুশি।

এছাড়া তার কোচ চন্দন দেবনাথও উচ্ছ্বসিত। বড় হয়ে আইএএস হতে চায় ওই পড়ুয়া।

আরেক প্রতিযোগী অমিত সাহা এনিয়ে দ্বিতীয়বার ন্যাশনাল খেলতে যাবে। আগেরবার সে তৃতীয় রাউন্ডে উঠে আর এগোতে পারেনি। এবার সে সেই অধরা স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। শোভাগঞ্জের বাসিন্দা অমিত তিন বছর ধরে ক্যারাটে শিখছে। সে প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা ধরে অনুশীলন করে। অমিত এর আগে সিকিম ও ডুয়ার্স কাপে সোনা পেয়েছে। অমিত বলে, 'আমি নিজের সেরাটা দেব। ভবিষ্যতে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে আমি দেশের সেবা করতে চাই।' মা অণিমা সাহাও এবার ছেলের সাফল্য নিয়ে আশাবাদী। সুভাঙ্গি ও অমিতের কোচ সুমন্ত দাসও চান, তাঁর দুই খেলোয়াড় আরও এগিয়ে যাক।

আজ টিভিতে

প্ল্যানেট আর্থ : টু সন্ধে ৭.১৯ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দাদাঠাকুর, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.০০ কে তুমি নন্দিনী, সন্ধে ৭.০০ অপরাধী, রাত ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, ১.০০ গোলেমালে পিরিত কোরো না
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বিয়ের লগ্ন, বিকেল ৪.২০ হার জিত, সন্ধে ৭.৩০ দেবা, রাত ১০.২০ জোর
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ গুরুদক্ষিণা, দুপুর ২.০০ মেজবউ, বিকেল ৫.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ১০.৩০ বৌমার বনবাস, ১.১০ হারানো প্রাপ্তি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আপন পর
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সপ্তমী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩১ ভীমা, দুপুর ২.২১ মঙ্গলবার, বিকেল ৫.৩০ আচার্য্য, সন্ধে ৭.৫৫ অখণ্ড, রাত ১১.০৮ চেন্নাই ভার্সেস চায়না
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১২.০০ চান্স পে ডান্স, ২.১৫ এক্সকিউজ মি, বিকেল ৪.৪৫ খিচড়ি-দ্য মুভি, সন্ধে ৬.৪৫ টিউবলাইট, রাত ৯.০০ সনম রে, ১১.০০ নকশা-আনলক দ্য মিস্ট্রি
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১১ স্টেজ অফ সিজ-টেম্পল অ্যাটাক, বিকেল ৪.২০ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, সন্ধে ৭.০৬ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, রাত ৯.০০ সত্যপ্রেম কি কথা, ১১.২৮ বদলাপুর
মুভিজ নাউ এইচডি : দুপুর ১২.০০ টুম্ব রেইডার, ১.৫৫ ট্রান্সপোর্টার-টু, বিকেল ৩.২৫ আই রোবট, ৫.১৫ গোল্ডেন আই, রাত ৮.৪৫ আইস এজ : কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ১০.১০ ফাইনাল স্কোর, ১১.০৫ ট্রেসার্স

মেগ-টু : দ্য ট্রেন্ড রাত ৯.০০ স্টার মুভিজ এইচডি

বোঝেনা সে বোঝেনা রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

রেড অ্যাপল ডেজার্ট এবং চিহাল কাবাব তৈরি শেখাবেন গীতা দেবনাথ। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। বন্ধুর কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়ে ব্যবসায় উন্নতি। **বৃষ :** উচ্চশিক্ষার্থীদের আশানুরূপ সাফল্য মিলবে। লটারি সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। **মিথুন :** স্বাস্থ্যের কারণে ব্যয় বাড়বে। বিদেশে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। **কর্কট :** কর্মপ্রার্থীরা খুব ভালো সুযোগ পেতে পারেন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় সুফল পাবেন। **সিংহ :** ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হতে পারে। অসতর্কতায় ছোটখাটো আঘাত লাগতে পারে। **কন্যা :** সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় সুফল লাভের সম্ভাবনা কম। ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। **তুলা :** কোনও নিকট আত্মীয়ের দ্বারা চাকরি নিয়ে প্রতারিত হতে পারেন। রক্তচাপ সমস্যায় ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসার সম্ভাবনা। **ধনু :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। লটারি বা ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। **মকর :** দীর্ঘমেয়াদি কোনও মামলার নিষ্পত্তি হতে পারে। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। **কুম্ভ :** ব্যবসায়িক কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **মীন :** পারিবারিক কোনও সমস্যা নিয়ে বাবার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পায়ে আঘাত লাগতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ১ জ্যৈষ্ঠ, ২২ মে, ২০২৫, ৭ জেঠ, সংবৎ ১০ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৩ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১১। বৃহস্পতিবার, দশমী রাত্রি ৮।৩৫। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ১।৪০। বিষ্কুম্ভযোগ সন্ধ্যা ৬।২০। বণিজকরণ দিবা ৯।৩৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৮।৩৫ গতে ববকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১।৪০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।৩৫ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি- ২।৫৩ গতে ৬।১১ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩৪ গতে ১২।৫৫ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৯।৩৪ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৯।৩৪ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয় কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দশমীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব দিবস(২২ মে)। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ মধ্যে ও ৯।২২ গতে ১১।১০ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪০ গতে ৬।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ২।১৬ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জাতীয় সড়ক ছেয়েছে পার্থেনিয়ামে

রাজগঞ্জ, ২১ মে : দশদরগা মোড় থেকে ভুটকিহাট পর্যন্ত ৩১ডি জাতীয় সড়কের দু'পাশ বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছে ছেয়ে গিয়েছে। এই গাছ মানুষের শরীরের ক্ষতি করে। ফলে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জোরালো হয়েছে।

উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজগঞ্জ হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি শেখ ওমর ফারুক বলেন, 'প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে প্রচুর মানুষ ও পড়ুয়া যাতায়াত করেন। রাস্তার ধারে পার্থেনিয়াম গাছ থাকায় সবারই ক্ষতি হতে পারে।' সমস্যা মেটাতে তিনি প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। জাতীয় সড়কের যে এলাকায় পার্থেনিয়ামের ঝোপ রয়েছে, সেই মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত দত্ত বলেন, 'বিষয়টি দেখভালের দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। এই বিষাক্ত গাছ দ্রুত কেটে ফেলার দাবি জানিয়েছি।'

৩১ডি জাতীয় সড়কের দেখভালের দায়িত্বে থাকা এলঅ্যান্ডটি কোম্পানির কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার প্রহ্লাদ মণ্ডল জানালেন,

সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা

এই গাছটি এক মাসের মধ্যেই বড় হয়ে যায় এবং গাছে ফুল চলে আসে। তিনি বললেন, 'আমাদের ৬০ থেকে ৭০ জন কর্মী জটিয়াকালী থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত প্রতিদিন এই রাস্তার দেখভাল করেন। মার্চ মাসের শেষের দিকে রাস্তার ধারে থাকা পার্থেনিয়াম গাছগুলি কাটা হয়েছিল। কিন্তু এই কয়েক মাসে গাছগুলি আবার গজিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি রাস্তার দু'পাশে থাকা পার্থেনিয়াম গাছগুলি কেটে ফেলা হবে।'

বন্ধুনগরের গ্রামীণ চিকিৎসক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের বন্ধুনগর কেন্দ্রের সম্পাদক স্বপন দাস জানান, পার্থেনিয়াম গাছের ফুল খুব ছোট ও হালকা হয়। এই গাছের ফুলের রেণু চোখে পড়লে তীব্র চুলকানি শুরু হয়। সঠিক সময়ে এর চিকিৎসা না করলে চোখের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া এই ফুল গায়ে পড়লে একজিমার মতো ত্বকের রোগ হয়। এক্ষেত্রে গায়ে লালচে দাগ হয়। গা জ্বালা করে। শ্বাস নেওয়ার সময় এই ফুলের রেণু শরীরে প্রবেশ করলে শ্বাসকষ্ট বা হাপানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পার্থেনিয়াম গাছ বাচ্চাদের শরীরের জন্য খুব ক্ষতিকারক বলেও তিনি জানান। রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায় বললেন, 'ছোট থাকতেই এই জাতীয় গাছগুলি অবশ্যই কেটে ফেলা উচিত।'

শহিদ স্মরণ

চালসা, ২১ মে : বুধবার সারা ভারত কৃষকসভার মেটেলি থানা কমিটির উদ্যোগে তেভাগা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হল। এদিন বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়ি এলাকায় আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে তেভাগা আন্দোলনের শহিদ স্মৃতি স্মারকে ফুল দেওয়া হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক আশিস সরকার। ২০২২ সালে কলাবাড়িতে তেভাগা আন্দোলনের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তেভাগা আন্দোলনের শহিদদের উদ্দেশ্যে স্মারক স্থাপন করা হয়েছিল। এদিন ওই স্মারকেই শ্রদ্ধা জানান সকলে।

নতুন কমিটি

জলপাইগুড়ি, ২১ মে : বাবুপাড়ার সুভাষ ভবনে বুধবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বঙ্গীয় সম্প্রীতি মঞ্চ গঠিত হয়। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সম্পাদক মলয়কুমার রায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই মঞ্চটি গঠিত হয়েছে।

পাইকারি বাজার স্থানান্তরিত হওয়ায় সমস্যা

ক্ষতির মুখে ব্যবসায়ীরা

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২১ মে : হাটের ইজারাদারদের সঙ্গে পাইকারি হাট ব্যবসায়ীদের অশান্তির জেরে প্রায় আট মাস ধরে ধনতলা হাটের পাইকারি বাজার মৌলানিতে জেলা পরিষদের হাটে বসছে। বৃহস্পতি এবং রবিবার এই দু'দিন ধনতলায় পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালিত সাপ্তাহিক হাট বসত। এই হাটের ওপর নির্ভরশীল এলাকার বহু বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ী। পাইকারি বাজার চলে যাওয়ায় সাপ্তাহিক হাটের দিনগুলো খাঁখাঁ করছে হাট চত্বর। ধনতলা হাটের পাইকারি বাজার পুনরায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মাল মহকুমার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ধনতলা হাট। পাইকারি বাজার এই হাটের মূল সম্পদ। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ সবজি কিনতে এখানে ভিড় জমান। হাট ব্যবসায়ীদের তো বটেই, পাইকারি বাজার অন্যত্র চলে যাওয়ায় কৃষকদেরও ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। ক্রান্তি, চৌরিঙ্গ, চাঁপাডাঙ্গার কৃষকদের মাঠের উৎপন্ন ফসল মৌলানিতে নিয়ে যেতে অধিক খরচ হচ্ছে। এককথায়, দীর্ঘদিনের পাইকারি বাজার স্থানান্তরিত হওয়ায় স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসা মার খাচ্ছে। দাবি উঠেছে যত শীঘ্র সম্ভব বাজার ফিরিয়ে আনার।

ক্রেতার দেখা নেই ধনতলা বাজারে। -সংবাদচিত্র

স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম মণ্ডল বলেন, 'হাটে একেবারেই লোকজনের আনাগোনা নেই। বাইরের মানুষ একেবারেই আসছে না। সব বিবাদ মিটিয়ে পাইকারি বাজার এখানে আনা হোক।' ঘুগনি বিক্রেতা হিজয় রায় ২০ বছর ধরে দোকান দিয়ে আসছেন। তাঁর কথায়, 'বিক্রি খুবই কম হচ্ছে। আমরা চাই, পুনরায় এখানে পাইকারি বাজার চালু করা হোক।'

পাইকারি বাজার ফের নিয়ে আসার বিষয়ে প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে পাইকারি সবজি বিক্রেতাদের দফায় দফায় আলোচনা হলেও জট খোলেনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পাইকারি সবজি ব্যবসায়ী জানান, দীর্ঘদিন ধরে হাটের ইজারাদারের কাছ থেকে বাজে ব্যবহারের শিকার হচ্ছিলেন তাঁরা। টাকাও বেশি নেওয়া হচ্ছিল। বিষয়টি প্রশাসনের গোচরে আনা হলেও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। তিতিবিরক্ত হয়ে তাঁরা মৌলানিতে স্থানান্তরিত হয়েছেন।

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা জেলা পরিষদের কাছে চিঠিও করেছি। আলোচনার টেবিলেও বসা হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের বিষয়ে যথাসাধ্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।' স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য কৃষ্ণা রায়ের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতী টুডুও। তিনি বলেন, 'হাটটি অত্যন্ত প্রাচীন। হাটের পাইকারি বাজার পুনরায় ধনতলাতে নিয়ে আসার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছে।'

জট কাটেনি

- বর্তমানে ধনতলা হাটের পাইকারি বাজার মৌলানিতে জেলা পরিষদের হাটে বসছে
- হাটের ইজারাদারদের সঙ্গে পাইকারি হাট ব্যবসায়ীদের অশান্তির জেরে আট মাস ধরে এমনটা চলছে
- ব্যবসা মার খাচ্ছে স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের, কৃষকরাও সমস্যায় পড়ছেন
- প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে পাইকারি সবজি বিক্রেতাদের দফায় দফায় আলোচনা হলেও জট খোলেনি
- দ্রুত পাইকারি বাজার আগের স্থানে ফিরিয়ে আনার দাবি উঠছে

সাত বছরেও জ্বলেনি পথবাতি

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২১ মে : ময়নাগুড়িতে এশিয়ান হাইওয়ের পাশে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক পথবাতি লাগানো হয়। সাত বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু একদিনও সেই বাতিগুলি জ্বলেনি বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। আগামীতে কবে পথবাতি জ্বলবে তাও স্পষ্ট নয়। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বলেন, 'অনেকদিন ধরে পথবাতিগুলি রাস্তার পাশে লাগানো রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। পথবাতিগুলি জ্বললে এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধা হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, এশিয়ান হাইওয়ে সম্প্রসারণ হওয়ার পর ময়নাগুড়ি থেকে চ্যাংরাবান্ধা পর্যন্ত অংশে ময়নাগুড়ি ব্লকের বটেশ্বর, জল্পেশ মোড়, রাজারহাট মোড়, ভোটপাট্টি ও ব্রহ্মপুর সহ অন্তত ১০টি জায়গায় নতুনভাবে বাসস্ট্যান্ড তৈরি হয়। এরপর সেখানে এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি করে। সেসময় প্রতিটি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের আগে ও পরে অত্যাধুনিক পথবাতি লাগানো হয়। অভিযোগ, পথবাতি লাগানো হলেও সেগুলি জ্বালানো তো দূরের কথা, সেগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগই করা হয়নি। ময়নাগুড়ি জল্পেশ মোড় এলাকার বাসিন্দা সমর দাসের কথায়, 'বাতি লাগানোর পর একদিনের জন্যও তা জ্বালানো হয়নি। এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের গাফিলতি এজন্য দায়ী।' আরেক স্থানীয় সত্যম সেনগুপ্ত জানান, বছরের পর বছর বাতিগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় থাকার ফলে নষ্টের মুখে। যদি এখন এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ আলো জ্বালানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হয় তবে কতগুলি বাতি জ্বলবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তবে বিষয়টি নিয়ে এশিয়ান হাইওয়ের কোনও আধিকারিক মন্তব্য করতে চাননি।

এশিয়ান হাইওয়ের ধারে পথবাতি লাগানো হলেও সেগুলি জ্বলে না।

> অনেকদিন ধরে পথবাতিগুলি রাস্তার পাশে লাগানো রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। পথবাতিগুলি জ্বললে এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধা হবে।
>
> **-কুমুদরঞ্জন রায়** *সভাপতি, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি*

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পথবাতিগুলি লাগানো হলেও তা কোনও কাজে আসছে না। আলো না থাকায় রাতেরবেলা এশিয়ান হাইওয়ে অন্ধকারে ডুবে থাকে। ময়নাগুড়ি রাজারহাট মোড় এলাকার অবনিশ অধিকারীর বক্তব্য, 'লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় হয়েছে। পথবাতি যদি জ্বালানো না হয় তবে সেগুলি লাগানোর দরকার ছিল না। প্রশাসনের উচিত এব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ করা।' বাতিগুলি জ্বালানো হলে পথচারী ও স্থানীয়রা উপকৃত হবেন। দুর্ঘটনাও কমবে বলে মত স্থানীয় ব্যবসায়ী তিলক রায়ের।

জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে কালভার্ট

লাটাগুড়ি, ২১ মে : তিন বছর আগে কালভার্ট জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। গ্রামবাসীর দীর্ঘ দাবির পরেও ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মাটিয়ালি খকতরিয়াপাড়ায় এখনও নতুন কালভার্ট তৈরি হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা স্বেচ্ছাশ্রমে কালভার্টের জায়গায় সাঁকো তৈরি করেছিলেন। সেটিও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভেঙে গিয়েছে। এর জেরে আগামী বর্ষায় ময়নাগুড়ি ব্লকের সঙ্গে ক্রান্তি ব্লকের প্রায় হাজার গ্রামবাসীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রণজিৎ রায় সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'ওই কালভার্টটি যাতে নতুন করে তৈরি করা যায় সেই চেষ্টা চলছে।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা

> ওই কালভার্টটি যাতে নতুন করে তৈরি করা যায় সেই চেষ্টা চলছে।'
>
> **-রণজিৎ রায়** *প্রধান, মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েত*

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পাকা কালভার্ট তৈরি হয়। এই কালভার্ট দিয়ে আশপাশের এলাকার বিভিন্ন খেতের জল নেওড়া নদীতে গিয়ে পড়ে। তিন বছর আগে বৃষ্টির জেরে এই কালভার্টের একাংশ ভেঙে যায়। তারপর থেকে এই রাস্তায় যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ। এই পথ দিয়েই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ময়নাগুড়ি ব্লকের বৌলবাড়ি, রামশাই ও মৌলানির যোগাযোগ রক্ষা হত। খকতরিয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা যতীন রায়ের কথায়, 'সঠিক নিয়ম মেনে কালভার্টটি তৈরি না হওয়ায় নির্মাণের কয়েক বছরের মধ্যে কালভার্টটি ভেঙে পড়ল। অথচ এই কালভার্ট পেরিয়ে এলাকার কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিভিন্ন হাটবাজারে নিয়ে যান। দ্রুত প্রশাসনের তরফে পুনরায় কালভার্ট তৈরি করা হোক।'

রাজীব স্মরণ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২১ মে : বুধবার ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির প্রয়াণ দিবস ছিল। সেই উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি শহরের রাজীব ভবন ও সমাজপাড়ায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মূর্তিতে ফুল দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি নির্মল ঘোষদস্তিদার, জেলা সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত প্রমুখ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কার্যালয়ে আয়োজিত প্রয়াণ দিবস অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অম্লান মুন্সি, দলের নেতা অজয় দে, হরিপদ সামন্ত সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে ময়নাগুড়ি শহরে দিনভর নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। সকালে শহিদ বেদিতে মাল্যদানের পর দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন এবং রাজীব গান্ধির ছবিতে ফুল দিয়ে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ ঘোষাল, প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য শক্তি চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য বিপুল দত্ত প্রমুখ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি অঞ্চল কংগ্রেস কমিটির পক্ষে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অজিতকুমার রায় দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। দলের তরফে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কৃতীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ২১ মে : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যের বিরুদ্ধে বুধবার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করল জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত জানান, পহলগাম ঘটনার পর থেকে অপারেশন সিঁদুর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে সহযোগিতা করেছে জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু সম্প্রতি বিজেপির আইটি সেলের প্রধান রাহুল গান্ধির সঙ্গে পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের ছবি জড়িয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করে কংগ্রেস কর্মীদের ভাবাবেগে আঘাত করেছেন।

পদ্মের সমাহার।। বুধবার জলপাইগুড়িতে তোলা ছবি। -সংবাদচিত্র

ক্রান্তিতে নিত্যদিনের যানজটে ভোগান্তি

টোটো ও ছোট গাড়ির স্ট্যান্ড নেই

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ২১ মে : টোটো বা ছোট গাড়ির কোনও স্ট্যান্ড নেই, বাজারের ব্যস্ততার মধ্যে বাধ্য হয়ে রাজ্য সড়কেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি ছোট গাড়ি এবং টোটো। আর সেখানেই ওঠানামা চলছে যাত্রীদের। যার জেরে ক্রান্তি বাজারে যানজটের সমস্যা যেমন দীর্ঘ হচ্ছে তেমনি দেখা দিচ্ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও। এই অবস্থায় গাড়ি দাঁড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে। স্থানীয় প্রশাসনও বিষয়টি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, ইতিমধ্যেই স্ট্যান্ড তৈরির জন্য জায়গা খোঁজা শুরু করেছেন বলে খবর।

ক্রান্তি-ওদলাবাড়িগামী রাজ্য সড়কের দু'পাশে ক্রান্তির মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্রান্তি বাজার। এই বাজারের ওপর শুধু ক্রান্তি নয়, বরং পার্শ্ববর্তী রাজাডাঙ্গা, চেংমারি, চাঁপাডাঙ্গা ছাড়াও ডামডিম এমনকি চালসার কয়েক হাজার মানুষ নির্ভরশীল। প্রতিদিনের বাজারের পাশাপাশি মঙ্গলবার সেখানে হাটও বসে। ওই সমস্ত এলাকার মানুষের যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম ছোট গাড়ি কিংবা টোটো। অথচ সেগুলোর জন্য ক্রান্তিতে কোনও নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড নেই। এদিকে, ক্রান্তিতে প্রতিদিন প্রায় ৫০টির কাছাকাছি ছোট গাড়ি ছাড়াও কমবেশি এক হাজারের ওপর টোটো চলাচল করে। আর সেগুলো সবই বাজারের কেন্দ্রস্থল ক্রান্তি-ওদলাবাড়িগামী রাজ্য সড়ক প্রায় দখল করে দাঁড়িয়ে থাকে ফলে অনেক সময় সেখানে ব্যাপক যানজট দেখা যায়, হয়রানির শিকার হতে হয় বহু মানুষকে। আর শুধু যানজটই নয়, এর জেরে মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটছে।

ক্রান্তি বাজারে নিত্যদিনের যানজট। -সংবাদচিত্র

এই অবস্থায় বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেছেন অনেকে। এবিষয়ে ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতী টুডুকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, দ্রুত পুলিশ, প্রশাসন ও ছোট গাড়ির চালক ও টোটোচালকদের নিয়ে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি ক্রান্তি দেবীঝোরা হাইস্কুল ও ভান্ডানি মন্দিরের আশপাশে স্ট্যান্ড তৈরির জন্য দুটি জায়গাও খোঁজা হচ্ছে। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়ও একই কথা জানিয়েছেন। ক্রান্তি ম্যাক্সি ট্যাক্সি মোটরকর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক ক্ষীরোদ অধিকারীকে বিষয়টি জানালে তিনি বলেন, 'অতীতে আমরাই প্রশাসনের কাছে এবিষয়ে দাবি জানিয়েছিলাম। যদি স্ট্যান্ড তৈরি হয় তাহলে আমাদের সুবিধাই হবে।' অন্যদিকে, ক্রান্তি টোটো ইউনিয়নের সভাপতি স্বপন বিশ্বাসের অভিযোগ, একদিকে প্রশাসন যেমন কোনও পার্কিং জোন তৈরি করেনি তেমনি অনেক টোটোচালক নিয়মের তোয়াক্কা না করে রাস্তার মাঝখানে টোটো দাঁড় করিয়ে দেয়, ফলে যানজট নিত্যদিনের সঙ্গী। প্রশাসনের উচিত এবিষয়েও পদক্ষেপ করা।

ক্রান্তির ট্রাফিক ওসি ফারুক আলমের কাছে এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'ক্রান্তি বাজারে সময় বেঁধে নির্দিষ্ট সংখ্যক টোটো থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারপরও সেখানে কিছু সমস্যা রয়েছে, আগামীতে স্থানীয় প্রশাসন এবং টোটো ও ছোট গাড়ির চালকদের সঙ্গে বসে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

যাত্রী নেই ভিস্টাডোমে, নয়া রুটের ভাবনা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২১ মে : যাত্রী নেই ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন ভিস্টাডোমে। ফলে ট্রেন চালিয়ে উঠছে না খরচ। এমনই দাবি রেলমন্ত্রকের। আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে কখনও উঠছে হাতেগোনা কয়েকজন যাত্রী, কখনও আবার বিনা যাত্রীতেই যাত্রা করছে ভিস্টাডোম। বুধবার যেমন আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে পাঁচজন যাত্রীতে ওই ট্রেনে উঠতে দেখা গিয়েছে। এমনটা চলতে থাকলে এনজেপি-মাল-আলিপুরদুয়ার জংশন রুটে ট্রেনটি আর কতদিন পরিষেবা দিতে পারবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে অবাক হচ্ছেন পর্যটকরাও। এদিন কথা হচ্ছিল অশোক দাস নামে হুগলির এক পর্যটকের সঙ্গে। বললেন, 'ভিস্টাডোমে চড়ে ডুয়ার্সের জঙ্গল দেখার ইচ্ছে ছিল। তবে দেখছি আমাদের পরিবার ছাড়া কোচে আর কোনও যাত্রী নেই। এমনটা আশা করিনি।' তবে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরেই এই সমস্যা সামনে আসছে। যার জন্য ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের তরফে সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে নতুন দুটি রুটে ভিস্টাডোম চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে রেল বোর্ডের কাছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সপ্তাহে তিনদিন এনজেপি থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত চলবে ভিস্টাডোম। বাকি চারদিন এনজেপি থেকে লাটাগুড়ি হয়ে চ্যাংরাবান্ধা রুটে চালানো হবে। প্রাথমিকভাবে প্রস্তাব পাঠালেও রেল বোর্ড থেকে কোনও অনুমতি মেলেনি। এ ব্যাপারে এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছেন না রেলকর্তারা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিসিএম (ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার) অভয় গণপত সনপ বলেন, 'আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ভিস্টাডোমে যাত্রী সংখ্যা তেমন হচ্ছে না। তবে রেল বোর্ডের অনুমতি পেলে নতুন রুটে ভিস্টাডোম চলবে।'

এদিকে ১৬ জুন থেকে জঙ্গল বন্ধ হয়ে যাবে। অন্যান্য বছর এই সময়ের আগ দিয়ে উপচে পড়া ভিড় দেখা যেত পর্যটকদের। তবে চলতি বছর সেই দৃশ্য উধাও। আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুর অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, 'বর্ষাকালে ধসজনিত কারণে পাহাড় ও জঙ্গল পথে অনেকে আগ্রহ দেখান না। এই সময়টা ডুয়ার্সের পাহাড়ি পথে যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়তে হয়। সিকিমের জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় একাংশ পর্যটক ডুয়ার্সমুখী হচ্ছেন না। আগে লাভা লোলেগাঁও যাওয়ার পর ডুয়ার্সের জঙ্গল রুটে চলে আসতেন। তবে এখন তা আর হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই পর্যটক কমেছে।'

পর্যটক কমে যাওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে ভিস্টাডোমেও তার প্রভাব পড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে নতুন রুটে চালিয়ে ভিস্টাডোমের চাহিদা ধরে রাখতে চাইছেন রেলকর্তারা।

পেশাদারি কোর্সে ঝোঁক বাড়ছে

উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবার ভাবনা কোন কলেজে কী বিষয় নিয়ে পড়া যায়। তার ওপর ভর্তি নিয়ে আলাদা চাপ। কলেজে ফর্ম ফিলআপের অনলাইন ওয়েবসাইট যেহেতু এখনও খোলেনি তাই কোন কলেজে অনার্স ও পাশে কতগুলো সিট আছে তা-ও বুঝতে পারছে না পড়ুয়ারা। তাদের মুশকিল আসান করতে জলপাইগুড়ি জেলার কলেজগুলোতে খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

জেলায় মোট উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী (রেগুলার) : ১৩৭০৮
পাশ করেছে (রেগুলার) : ১১১১৪

কলেজভিত্তিক আসন সংখ্যা

জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজ
মোট সিট : ৩৫৪৬
বিএসসি অনার্স : ৩৩৯
বিএ অনার্স : ৯০১
বিএ পাশ : ২০৩১
বিএসসি পিওর পাশ : ১৭৮
বিএসসি বায়ো পাশ : ৯৭

প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়
মোট সিট : ২৩৫৬
বিএসসি অনার্স : ১৯৪
বিএ অনার্স : ৯৯৪
বিএ পাশ : ১০৩৯
বিএসসি পিওর পাশ : ৪০
বিএসসি বায়ো পাশ : ৪০
বিবিএ : ৪৯

জলপাইগুড়ি আইন মহাবিদ্যালয়
মোট সিট : ১৮০
অনার্স : ৬০
পাশ : ১২০

আনন্দ চন্দ্র কলেজ অফ কমার্স
মোট সিট : ৮৭৮
বিএ অনার্স : ১৫৮
বিকম অনার্স : ১৩৪
বিএ পাশ : ৪০৩
বিকম পাশ : ১৮৩

ময়নাগুড়ি কলেজ
মোট সিট : ৪২৮২
বিএ অনার্স : ৫৬৪
বিএসসি অনার্স : ১৮
বিএসসি পাশ : ৪০
বিএ পাশ : ৩৬৬০

ধূপগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়
মোট সিট : ৮৬২
বিএ অনার্স : ২৫১
বিএ পাশ : ৬১১

পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয় মালবাজার
মোট সিট : ৩১৫৩
বিএ অনার্স : ৬৮৬
বিকম পাশ : ৬০
বিএসসি পাশ : ২৪
বিএ পাশ : ২৩৮৩

বানারহাট কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি গভর্নমেন্ট কলেজ
মোট সিট : ৫৮১
বিএ অনার্স : ২৭৮
বিএ পাশ : ৩০৩

সুকান্ত মহাবিদ্যালয় ধূপগুড়ি
মোট সিট : ৩৬৮৪
বিএ অনার্স : ৮৮৭
বিএসসি অনার্স : ১৭১
বিএ পাশ : ২৫৪০
বিএসসি পিওর পাশ : ৩০
বিএসসি বায়ো পাশ : ২৬
বিবিএ : ৩০

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়ুয়ারা চলবে এটা মেনে নিতেই হবে। বর্তমান সময়ে জেনারেল লাইন থেকে পেশাদারি কোর্সে তাড়াতাড়ি চাকরির সুযোগ মিলছে এমনটা ওরা বিভিন্নভাবে জানছে। হয়তো সেই কারণেই এমন অবস্থা।
-সুদীপ্তা শিকদার, প্রধান শিক্ষিকা, সেন্ট্রাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

এটা ঠিক যে অনার্সের ক্ষেত্রে সিট কিছুটা থেকে যায়। বিশেষ করে সায়েন্সে। আমার মনে হয় মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে নার্সিং কিংবা পেশাদারি বিভিন্ন কোর্সের প্রতি ভালোবাসা। সে কারণেই জেনারেল লাইনে না এসে কিছু স্ট্রিম নিয়ে এগোতে চাইছে পড়ুয়ারা।
-ডঃ দেবাশিস দাস, অধ্যক্ষ, আনন্দ চন্দ্র কলেজ

এই মুহূর্তে আমরা সিট বাড়াচ্ছি না। যেগুলো বাড়ানো হয়েছিল, সেগুলো কিছু বছর আগে আমাদের কলেজগুলোর চাহিদার উপর ভিত্তি করে বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, অনার্স কোর্সে ভর্তির চেয়ে শিক্ষার্থীরা ভোকেশনাল কোর্স নিতে বেশি পছন্দ করছে। সেজন্য কিছুটা হলেও আসন ফাঁকা থাকছে কলেজগুলোতে।
-ভৈরব বর্মন, জয়েন্ট কনভেনার, উচ্চমাধ্যমিক, জলপাইগুড়ি জেলা

কিছু বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়া জয়েন্ট পড়তে চলে যাচ্ছে। কিছু পড়ুয়া আবার বিভিন্ন ভোকেশনাল কোর্স করছে। আবার অনেকেই আছে যারা কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনা করতে চাইছে। যাতে পড়াশোনার পাশাপাশি তারা কাজও করতে পারে। তবে খুব বেশি আসন ফাঁকা থাকে না কলেজগুলোতে।
-ডঃ নীলাংশুশেখর দাস, অধ্যক্ষ, সুকান্ত মহাবিদ্যালয়

ছাব্বিশের আগে আর কিছু নয়

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে জল্পনা তুঙ্গে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২১ মে : এ যাত্রায় মমতার উত্তরবঙ্গ সফরের শেষ দিনে উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়ের উদ্দেশে করা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে জল্পনা ছড়িয়েছে ধূপগুড়িতে। প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তৃণমূল সহ রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরেও।

এদিন প্রশাসনিক সভায় ধূপগুড়ির বিধায়ক কয়েকটি প্রস্তাব দেওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনই মুখ্যমন্ত্রী বলে ওঠেন, 'অনেক করে দেওয়া হয়েছে। একদম যা চেয়েছেন তাই। এখন শুধু খাওয়াদাওয়া করে শরীর সুস্থ রাখতে হবে ব্যাস। আর কিচ্ছু না। আর কিচ্ছু হবে না। এখন বসুন। অনেক হয়েছে। আবার জিতবেন। তারপর আবার হবে। একবারে সব খেয়ে নিলে হজম হবে না।' এই মন্তব্যের পর বিধায়ক আর নিজের প্রস্তাব বলতেই পারেননি। হাসিমুখে নিজের বরাদ্দ চেয়ারে বসে পড়েন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এমন মন্তব্য সাড়া ফেলেছে ধূপগুড়ি মহকুমাজুড়ে।

এদিন কোন কোন কাজের কথা বলতে চেয়েছিলেন নির্মল? পরবর্তীতে বিধায়কের সঙ্গে আলোচনায় জানা গেল, এদিন তিনি নাথুয়া হয়ে ডায়না নদীর ওপর সেতু গড়ার প্রস্তাব দিতে চেয়েছিলেন। তাতে শিলিগুড়ির সঙ্গে দূরত্ব কমত। তবে শেষপর্যন্ত সেই প্রস্তাব আর দেওয়া হয়নি তাঁর।

এদিকে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পর, আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে পর্যন্ত আর কিছুই মিলবে না বলে আওয়াজ তুলতে শুরু করেছে বিরোধীরা। বিজেপির বিধানসভা কমিটির আহ্বায়ক চন্দন দত্ত বলেন, 'উপনির্বাচন জিততে মহকুমা গঠনের টোপ দেওয়া ছাড়া বাস্তবে রাজ্য সরকার কিছুই দেয়নি ধূপগুড়িকে। হাসপাতালের পরিকাঠামো বাড়ছে মহকুমা হিসেবে। তবে এদিন বোঝা গেল, স্থায়ী এসডিও বা এসডিপিও অফিস, ট্রেজারি, আদালত সহ মহকুমা অফিসগুলো আর হবে না।' '২৬ সালের পর তো তাঁর বিধায়ক আর সরকার কোনওটাই থাকবে না। তখন ধূপগুড়ির প্রকৃত উন্নয়ন হবে।'

মহকুমা নিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলনের শিরোনামে থাকা নাগরিক মঞ্চের তরফেও মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত বলেন, 'এটা গণতন্ত্র না রাজতন্ত্র চলছে, তা এইসব মন্তব্য শুনলে গুলিয়ে ফেলি। উন্নয়ন এবং কাজ মানুষের দাবিতে, সময়ের দাবিতে হোক এমনটাই চাইছি। আজ মনে হল এটা যেন গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে কিছুটা হলেও হতাশ ও দুঃখিত আমরা।'

তবে নির্মল কিন্তু একে ইতিবাচক হিসেবেই দেখতে এবং বোঝাতে চাইছেন। ধূপগুড়ির বিধায়ক বলেন, 'এতটুকু তো বোঝা গেল যে, নির্মল রায় ধূপগুড়ির জন্যে ক্রমাগত চেয়ে গিয়েছে। হয়তো সেজন্যেই দুটো হাসপাতাল সহ একশো কোটি টাকার ওপর প্রকল্প এই দেড় বছরে আমাদের বিধানসভা এলাকায় হয়েছে। রইল বাকি অফিস আদালতের কথা, সেগুলো চলমান প্রক্রিয়া হিসেবেই হবে।' তাঁর আশ্বাস, 'ধূপগুড়ির উন্নয়ন থামবে না।'

তবে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আগামী বছর ফের যে নির্মলই ধূপগুড়ি আসনে দলীয় প্রার্থী হচ্ছেন, তা কার্যত স্পষ্ট হয়ে গেল বলে মনে করছেন তৃণমূলের নেতারা। এই কারণে এদিন উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে দলের নির্মল-ঘনিষ্ঠ নেতাদের মধ্যে।

উপনির্বাচন জিততে মহকুমা গঠনের টোপ দেওয়া ছাড়া বাস্তবে রাজ্য সরকার কিছুই দেয়নি ধূপগুড়িকে। এদিন বোঝা গেল, স্থায়ী এসডিও বা এসডিপিও অফিস, ট্রেজারি, আদালত সহ মহকুমা অফিসগুলো আর হবে না।
চন্দন দত্ত, আহ্বায়ক বিজেপির বিধানসভা কমিটি

এটা গণতন্ত্র না রাজতন্ত্র চলছে, তা এইসব মন্তব্য শুনলে গুলিয়ে ফেলি। উন্নয়ন এবং কাজ মানুষের দাবিতে, সময়ের দাবিতে হোক এমনটাই চাইছি।
অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত
সম্পাদক, নাগরিক মঞ্চ

নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি মধুপর্ণা বাগানের শ্রমিকদের

রাজগঞ্জ, ২১ মে : চা বাগানে বহিরাগত লোক ঢুকিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। মধুপর্ণা চা বাগানের বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ আনলেন শ্রমিকরা। বুধবার এই মর্মে শ্রমিকরা জলপাইগুড়ির সহকারী লেবার কমিশনার, জেলা শাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরে চিঠি দিয়েছেন। এছাড়া অবিলম্বে বাগান খোলার দাবিও জানানো হয়েছে। অন্যদিকে অভিযোগ মানতে নারাজ মালিকপক্ষ। শ্রমিকদের দাবি, কিছুদিন ধরে বহিরাগত লোক নিয়ে এসে মালিকপক্ষ বাগানে কাজ করাচ্ছে। বাগানের শ্রমিকরা সেই কাজে বাধা দিলে তারা মারামারি করবে। ফলে শ্রমিকদের নানা ধরনের কেসে ফাঁসিয়ে দিয়ে হয়রানি করতে সুবিধা হবে। যদিও এপ্রসঙ্গে মধুপর্ণা চা বাগানের অন্যতম মালিক গোপাল আগরওয়াল বলেন, 'আমরা এরকম কোনও কাজ করিনি। বাগানটি আমরা শেয়ারে কিনেছি। শ্রমিকরা মিথ্যে কথা বলছেন। তাঁরা পিএফ-এর সমস্ত টাকা সহ বাগান ছেড়ে দেওয়ার জন্য এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা করে নিয়েছে।'

মধুপর্ণা চা বাগানের এক শ্রমিক বিধান রায় বলেন, '২০২৩ সালে কয়েকজন ব্যবসায়ী নিজেদের বাগানের মালিক পরিচয় দিয়ে নিয়মিত কাজের প্রতিশ্রুতি দিলে বাগান খুলে যায়। কিন্তু তার কিছুদিন পরেই নিয়মিত কাজের মৌখিক চুক্তিভঙ্গ করে মালিকপক্ষ বাগান বন্ধ করে দেয়। সেই থেকে শ্রমিকরা নিজেদের পরিশ্রমে বাগানের পরিচর্যা করি। কাঁচা পাতা বিক্রি করে দিন চালাই। এই অবস্থায় এমন ঝামেলায় বাধ্য হয়ে লেবার কমিশন, জেলা শাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারকে চিঠি দিয়ে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আবেদন করেছি।' জলপাইগুড়ির শ্রম দপ্তরের সহকারী শ্রম কমিশনার রাহুল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। অন্যদিকে, এবিষয়ে আইএনটিইউসির জেলা সভাপতি দেবব্রত নাগ বলেন, 'মালিকপক্ষই মিথ্যে বলছে। তারা দালালদের দিয়ে কিছু শ্রমিককে টাকা পাইয়ে দিয়ে কাজ না করার মুচলেকা লিখিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স-এর শ্রমিকরা তাঁদের প্রাপ্য পিএফ-এর টাকা বাদে অন্য টাকা নেয়নি।'

নতুন কমিটি

নাগরাকাটা, ২১ মে : নাগরাকাটা ব্যবসায়ী সমিতির নতুন কমিটি গঠন করা হল বুধবার। এদিন একটি সভার মধ্য দিয়ে ওই কমিটি গঠন করা হয়। এতে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত হয়েছেন কৃষ্ণকুমার ছওছড়িয়া, নরেশ আগরওয়াল ও ঋষভ মিত্তাল। কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, ব্যবসায়ীদের নানা সমস্যা ও এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে তাঁরা কাজ করবেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বৃষ্টিভেজা বিকেলে।। *গজলডোবা সেতুর ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ি শহরের আনন্দপাড়ার অরুণিমা চক্রবর্তী।*

গ্রুপবাজিতে ধমক পুলিশ সুপারকে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২১ মে : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পাশাপাশি তিনি পুলিশমন্ত্রীও। কিন্তু সেই পুলিশের কাজকর্ম নিয়ে তিনি যে মোটেও সন্তুষ্ট নন তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। কোথাও 'গ্রুপবাজি' আবার কোথাও 'টাকা খাওয়া' নিয়ে তিনি পুলিশের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দিলেন। বুধবার শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহার জেলা পুলিশকে কার্যত হুঁশিয়ারি দেন। ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) চন্দন দাসকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তুলেছেন। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের দিকে তাঁর অভিযোগের তির। অন্যদিকে, বড় লরি যাতায়াতের জন্য গ্রামীণ এলাকার রাস্তা ভেঙেচুরে যাচ্ছে বলে এদিনের বৈঠকে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া মুখ্যমন্ত্রীকে

ক্ষোভ মমতার

জানান। এরপরই ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বারবার বলেছি গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে লোডেড ট্রাক যাবে না। কেন পুলিশ এটা করছে না? এক কথা কতবার বলব? এটা পুলিশের দায়িত্ব। কেউ টাকা খেয়ে গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে ট্রাক ঢোকাবেন না।'

গত ২ জানুয়ারি প্রশাসনিক বৈঠকে কোচবিহার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। বুধবারও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। একাধিক ইস্যুতে তিনি পুলিশের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) চন্দন দাসকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন। সভামঞ্চেই পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তবে ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) সেখানে ছিলেন না। কেন তাঁকে বৈঠকে আনা হয়নি বলে মমতা প্রশ্ন তোলেন। এরপর তিনি পুলিশ সুপারের উদ্দেশে বলেন, 'উনি (চন্দন দাস) হেডকোয়ার্টার দেখেন। অথচ তুমি (দ্যুতিমান ভট্টাচার্য) তাঁকে কোনও কাজ দাও না। তোমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে গ্রুপ তৈরি করে নিচ্ছ।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'ওনাকে কাজে লাগাবে। শীতলকুচি, দিনহাটা, বর্ডার এরিয়ায় কাজে লাগাও। উনি কাজ করতে চান, তুমি করতে দাও না। পুলিশ কি নিজেদের মধ্যে গ্রুপ করে নাকি? আমরা পলিটিক্যাল লোকেরা বেশি গ্রুপ করি। এতদিন তাই জেনে এসেছি।'

দিল্লি পুলিশ দিনহাটায় এসে এখানকার পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিল। অথচ জেলা পুলিশের তরফে সেই খবর রাজ্যে জানানো হয়নি। যা নিয়ে গত ২ জানুয়ারি প্রশাসনিক বৈঠকে জেলা পুলিশকে মুখ্যমন্ত্রীর তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল। ফের পুলিশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। চন্দন দাস ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত কোচবিহারে ডেপুটি পুলিশ সুপারের (ট্রাফিক) দায়িত্ব সামলেছিলেন। এরপর তিনি অন্যত্র বদলি হয়ে যান। পরবর্তীতে ২০২২ সালের এপ্রিলে ফের কোচবিহারে ডেপুটি পুলিশ সুপারের (সদর) দায়িত্ব নিয়ে কাজে যোগ দেন। কিন্তু পুলিশের অন্দরে 'লবি' তৈরি করে তাঁকে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেভাবে কাজ করতে দেওয়া হত না। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁকে 'বসিয়ে রাখা' হত। যদিও এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে চন্দন সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ফোন তোলেননি। মেসেজ করা হলেও জবাব না দেওয়ায় এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

মথুরায় তীর্থে গিয়ে জখম ৫

ময়নাগুড়ি, ২১ মে : উত্তরপ্রদেশের মথুরায় তীর্থ করতে গিয়ে ময়নাগুড়ি শহরের দেবীনগরের বাসিন্দা দুই পরিবারের পাঁচজন পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন।

দেবীনগর

আহতরা একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার তাঁরা অটোতে করে বৃন্দাবন থেকে মথুরা যাচ্ছিলেন। গোবর্ধন থানার রাধাকুণ্ড রোডে একটি ট্রাক ওই অটোটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। সেই সময় ওই পাঁচজন জখম হন। আহতদের মধ্যে এক মহিলার ডান পায়ের বেশ কিছুটা অংশ অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয়েছে। তাঁদের ফিরিয়ে আনতে আত্মীয়স্বজনরা ইতিমধ্যেই মথুরায় পৌঁছে গিয়েছেন।

কমিটি গঠন

মৌলানি, ২১ মে : ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি দক্ষিণ মাটিয়ালি কৃষি সমবায় সমিতির পরিচালন কমিটি গঠিত হল বুধবার। ওই সমবায় সমিতির ছয়টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা সব আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পান। এদিন পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সম্পাদক মনোনীত হলেন যথাক্রমে লালুমোহন রায়, হেমন্ত রায়, লালমোহন রায়। আগামীদিনে এই সমবায় সমিতি এলাকার কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহাদেব রায়।

দুর্ঘটনায় জখম

গয়েরকাটা, ২১ মে : বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক তরুণ। বুধবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে গয়েরকাটা থেকে বীরপাড়াগামী এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮'এর ওপর, আম্বাডিপারের কাছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, জখম ব্যক্তির নাম জয়দেব দে। তিনি পূর্ব গয়েরকাটার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, জয়দেব রাস্তা পার হচ্ছিলেন। তখন দ্রুতবেগে ছুটে আসা একটি বাইক তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন জয়দেব। এর পর স্থানীয়রা উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ।

খেতে দাঁতাল

মালবাজার, ২১ মে : মঙ্গলবার মধ্যরাতে সাইলি চা বাগানের চাকলা বস্তিতে ভুট্টার জমিতে দুটি দাঁতাল দেখতে পান গ্রামবাসীরা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খেত বাঁচাতে বিভিন্ন ধরনের বিকট শব্দ করেন। এরপরও ভুট্টা খাওয়ার পর হাতি দুটি চা বাগান পার করে জঙ্গলের পথে চলে যায়। খবর পেয়ে মালবাজার বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

অসময়ে ধান কাটা চাষিদের

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২১ মে : প্রায় প্রতিদিনই এলাকায় তাণ্ডব চালাচ্ছে হাতির দল। কোনওদিন তাদের পেটে যাচ্ছে ভুট্টা। কোনওদিন ধান গাছ মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ধান পাকলে হাতির পালের আনাগোনা আরও বাড়বে। বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে চাষিদের। সেই ভয়ে ধান পাকার আগেই ধান কেটে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন চাষিরা। এতে ক্ষতির পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু বড় ক্ষতি তো এড়ানো যাবে!

সম্প্রতি গজলডোবার মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুধিয়া ও মহারাজঘাট এলাকায় হাতির তাণ্ডব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ১৪ মে হাতির হানা রুখতে বেলাকোবা রেঞ্জ অফিসে স্মারকলিপি দিতে গিয়েছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। সেদিনই বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি একজনকে শুঁড়ে তুলে আছাড় দিয়ে মারে। হাতির দল একাধিকবার দিনেরবেলাতেও গ্রামে ঢুকে ব্যাপক ক্ষতি করেছে। ভুট্টা সহ ধানখেতের এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসী।

ধান পাকার আগেই তাই দুধিয়া, টাকিমারির চর, মিলনপল্লি, বীরেনবস্তি ইত্যাদি এলাকার চাষিরা বাধ্য হয়ে বিঘার পর বিঘা বোরো ধান কেটে নিচ্ছেন। যাতে হাতির আক্রমণ থেকে তাঁদের পরিশ্রম বেঁচে যায়। ধানচাষি দিলীপ মল্লিক জানান, এই চর এলাকায় ১৫-২০ হাজার পরিবার আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নিয়ম করে একপাল হাতি আসে। কিছুটা আক্ষেপ করে বললেন, 'আমাদের জমির পাট্টা নেই, থাকলে ফসলের ক্ষতিপূরণ পেতাম। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী অনেক জায়গায় এমনকি চা বাগানেও পাট্টা দিয়েছেন। কিন্তু আমরা সেই সুবিধা পাইনি। তাই তো ১৫ দিন আগেই ধান কেটে নিচ্ছি।' এতে তো ক্ষতি হবে। উত্তর এল, 'চার ভাগের এক ভাগ ফসল পাব।'

ধান কাটতে ব্যস্ত চাষিরা।

চাষিরা জানালেন, সময়ের আগে ফসল কেটে নেওয়ায় ফলনের পরিমাণ কমছে। এতে ধানের পরিবর্তে তুষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক ক্ষতিও পোহাতে হবে। কিন্তু হাতির উৎপাতে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

এলাকায় বনকর্মীরা মাঝেমধ্যে টহল দিলেও বুনোর উৎপাত সামাল দিতে তা যথেষ্ট নয় বলেই অভিযোগ করলেন আরেক কৃষক সহদেব মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, 'এই এলাকার প্রায় সবাই কৃষিকাজ করে সংসার চালান। ফলে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এই এলাকায় চাষাবাদ অসম্ভব হয়ে পড়বে। তখন কী করে পেট চালাব, জানি না।' জেলার অ্যাগ্রিকালচার ডেপুটি ডিরেক্টর দুলালচন্দ্র সাহার সঙ্গে একাধিকবার মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

বসল না মদ, জুয়ার হাট

ক্রান্তি, ২১ মে : উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে বুধবার ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুন্দুরমিলের মদ, জুয়ার হাট বসল না। এদিন খবর প্রকাশ হলে ক্রান্তি পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে হাট বন্ধের জন্য হাট চত্বরে অভিযানে নামা হয়। তবে, এদিন ওই চত্বরে কোনও হাট বসেনি।

ক্রান্তি ফাঁড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তায় ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুন্দুরমিলের মাঠে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চলছিল মদ ও জুয়ার হাট। ক্রান্তি ও পার্শ্ববর্তী মাল, ময়নাগুড়ির অনেকে এখানে এসে হাজার হাজার টাকার জুয়া খেলেন। পাশাপাশি চলে দেশি-বিদেশি মদ ও হাঁড়িয়া বিক্রি। স্থানীয়দের তরফে অভিযোগ উঠেছে, দীর্ঘদিন ধরে এই হাট চললেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশনপ্রদীপ দেশমুখ বলেন, 'পুলিশের তরফে এদিন ওই এলাকায় অভিযানে নামা হয়। তবে এলাকায় গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। কোনও হাটও ছিল না।

জন্তুর পায়ের ছাপে আতঙ্ক

ধূপগুড়ি, ২১ মে : অজানা জন্তুর পায়ের ছাপকে ঘিরে বুধবার আতঙ্ক ছড়িয়েছে ধূপগুড়ি ব্লকের পারকুমলাই এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে বাসিন্দারা ওই এলাকায় চা বাগানে কোনও বন্যপ্রাণীর পায়ের ছাপ দেখতে পান। এতেই চিতাবাঘ বা অন্য প্রাণী হতে পারে বলে অনুমান করছেন তাঁরা। মোরাঘাট রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'পায়ের ছাপ দেখে প্রাথমিকভাবে চিতাবাঘ বা বনবিড়াল মনে হচ্ছে। তবে এখনই নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাবে না।'

গরমের ছুটিতে স্কুল সাজাচ্ছে পড়ুয়ারা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২১ মে : শুরু হয়েছে গরমের ছুটি। অনেকেই ছুটিটা নিজেদের মতো করে কাটাচ্ছে। কেউ ঘুরতে বেরিয়েছে পরিবারের সঙ্গে। তবে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির রিয়া পাল, প্রীতি কর্মকার, সংগীতা রায়, স্মৃতিকণা মহন্ত, সৌমিতা মজুমদাররা তাদের ছুটিটা একেবারে অন্যভাবে কাটাচ্ছে।

ছুটিতেও চরম ব্যস্ততা তাদের। আসতে হচ্ছে স্কুলে। কেননা তাদের হাতের ছোঁয়ায় বিদ্যালয়ের দেওয়ালে ফুটে উঠছে বিভিন্ন টিচার্স লার্নিং মেটেরিয়াল সহ কলকা।

কেউ আবার কিচেন গার্ডেনের বেগুন, মিষ্টি কুমড়ো, ঢ্যাঁড়শ গাছ পরিচর্যা করছে। গাছে জল দিতে দিতে স্মৃতিকণা বলে, 'গাছগুলোর প্রতি একটা আলাদা ভালোবাসা জন্মেছে। প্রতিদিন এসেই ছুটে যাই। আশা করছি স্কুল খুললে কিচেন গার্ডেনের নতুন নতুন সবজি আমাদের পাতে পড়বে।'

তবে ঠিক কী কারণে এই উদ্যোগ?

প্রধান শিক্ষিকা কোয়েলি রায় বর্মনের কথায়, 'ছুটির দিনগুলো ওদের মোবাইলের প্রতি আসক্তি অনেকটাই বেড়ে যায়। তাই এই ধরনের প্রয়াস। ওরা রাজি হওয়ায় স্কুলকে অন্যরকমভাবে সাজিয়ে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছি।'

যেখানে প্রতিদিনই প্রায় শোনা যাচ্ছে সরকারি স্কুলগুলোতে পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে বসেছে। কিংবা পরিকাঠামোর অভাব। সেখানে সামর্থ্য অনুযায়ী স্কুলকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি ছুটির দিনেও পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করার উদ্যোগকে প্রশংসা করেছেন অনেকেই। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত প্রধান শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তারা স্কুলকে নানাভাবে সাজিয়ে তুলছে।

প্রীতি বলে, 'কোনওদিনও আঁকা শিখিনি। মাঝেমধ্যে বড়দি এঁকে দিচ্ছেন দেওয়ালে পেন্সিল দিয়ে। আমরা রং করছি। আবার যে আঁকতে পারে সেও আঁকছে।' প্রীতির কথায় সায় দিয়ে সংগীতা বলে, 'মোবাইলের খুব নেশা হয়েছিল ছুটির পর। প্রায় এক সপ্তাহ মোবাইল ছাড়া কিছুই বুঝতাম না। এখন বেশ ভালো লাগছে স্কুলে সবার সঙ্গে। মাঝেমধ্যে বড়দি পড়াশোনায় সমস্যা হলে বুঝিয়েও দিচ্ছেন। এর থেকে বড় সুযোগ বাড়িতে বসে থাকলে পেতাম না।'

দেওয়ালে কারুকার্যে পড়ুয়ারা। মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ে।

বিকশিত ভারতের অমৃত স্টেশন

দেশ ব্যাপী

পুনর্বিকশিত ১০৩ টি অমৃত স্টেশন

উদ্বোধন

যার মধ্যে রয়েছে

পশ্চিমবঙ্গের ৩ টি অমৃত স্টেশন

কল্যাণী ঘোষপাড়া

পানাগড়

জয়চণ্ডী পাহাড়

সুবিধা

- স্টেশনগুলিকে সিটি সেন্টারের মত করে গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে রয়েছে রুফ প্লাজা, বিশ্রামঘর, প্রশস্ত সার্কুলেটিং এলাকা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা
- ভিরাসত ভি বিকাশ ভি - ভবনের নকশা স্থানীয় স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত
- আলাদা প্রবেশ ও প্রস্থান দ্বার, উন্নততর পার্কিং, লিফট, এস্কালেটর, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ওয়েটিং এরিয়া, ট্র্যাভেলেটর এবং দিব্যাঙ্গজন-বান্ধব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা
- মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি সহযোগে এই স্টেশনগুলি এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে
- পরিবেশগত প্রভাব কমাতে স্টেশনগুলিতে জ্বালানি সাশ্রয়কারী ব্যবস্থা ও সবুজায়ন

প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদী

দ্বারা

(ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে)

বৃহস্পতিবার, ২২ মে, ২০২৫ | সকাল ১০.৩০ মিনিট

গৌরবময় উপস্থিতি

ডাঃ সি. ভি. আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী

অর্জুন রাম মেঘওয়াল
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), আইন ও বিচার এবং সংসদীয় বিষয়ক

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ

ভারতীয় রেল

DD NEWS ডিডি নিউজে ইভেন্টটি লাইভ দেখুন

www.indianrailways.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন /RailMinIndia

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

অসুস্থ পরিবেশ

শাসক ও বিরোধীর মধ্যে যুক্তিযুক্ত আলোচনা, সমালোচনা না থাকলে গণতন্ত্রের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। তার ওপর সরকার যদি বিরোধীদের সমালোচনাকে দেশ বিরোধিতার নামান্তর ধরে নেয় তাহলে আরও বিপজ্জনক। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে ভারতের অপারেশন সিঁদুরকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছে বিজেপি বিরোধী সব দল। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে কেন্দ্রীয় সরকারের জিরো টলারেন্স নীতিতে সায় দিয়েছে প্রত্যেকে।

অপারেশন সিঁদুরের জবাবে পাকিস্তানি সেনার সীমান্তবর্তী এলাকায় গোলাবর্ষণে যুদ্ধ পরিস্থিতি পেকে উঠেছিল। তার মোকাবিলায় ভারতের প্রত্যাঘাতকেও কুর্নিশ জানিয়েছে সব বিরোধী দল। সেই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের ডাকা সর্বদল বৈঠকগুলিতে বিরোধীরা সবাই শামিল হয়ে সরকারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছিল। যদিও ওই বৈঠকগুলির একটিতেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে হাজির ছিলেন না। বিরোধীরা তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেও অহেতুক হল্লা পাকায়নি।

দু'পক্ষের এমন দায়িত্বশীল ভূমিকা দেখে খানিকটা সময়ের জন্য মনে হয়েছিল, প্রয়োজনে উভয় শিবির পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত। কিন্তু সেই ভাবনার কাচের ঘরে এবার ঢিল পড়তে শুরু করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। পাকিস্তানকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দেওয়া এবং মার্কিন চাপে ভারত পিছু হটল কি না, জানতে চেয়ে কেন্দ্রকে চেপে ধরেছে বিরোধীরা।

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রত্যাঘাতের খবর আগাম পাকিস্তানকে জানানো সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের একটি মন্তব্য। এ নিয়ে সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ক্ষুব্ধ বিজেপি পালটা রাহুল পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছেন বলে বিষোদ্গার করেছে। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে রাহুলের ছবি মিশিয়ে প্রচারের সুর সপ্তমে তুলেছে। তাঁকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান দেওয়া উচিত বলে কটাক্ষও করছে।

পালটা মুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ছবি মিশিয়ে পালটা প্রচার শুরু করেছে হাত শিবির। তাদের বক্তব্য, কংগ্রেস কখনও ভারতীয় সেনার শৌর্যকে অসম্মান করেনি। বরং ভারতীয় সেনার বীরত্বে বাকি দেশবাসীর মতো কংগ্রেসও গর্বিত। শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে, প্রশ্ন তুলেছে তারা। দেশের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে বলে কংগ্রেসের দাবি।

সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তের সমালোচনা, বিরোধিতার অধিকার শুধু বিরোধী দলের নয়, সব নাগরিকের আছে। জনতার ভোটে নির্বাচিত সরকারের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার নাগরিক মাত্রেরই আছে। বরং সরকারের উচিত, নিজেদের অবস্থান দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট করা। অপারেশন সিঁদুর এবং পাকিস্তানের আক্রমণ ভেস্তে দিয়ে প্রত্যাঘাত নিয়ে সেনাবাহিনী আগেই অবস্থান স্পষ্ট করেছে। কিন্তু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগগুলির উত্তর এখনও দিতে পারেননি সরকারের মুখপাত্রেরা।

সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতকে একই বন্ধনীতে ফেলে দেওয়ার যে দুঃসাহস মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেখিয়েছেন, তা নিন্দনীয়। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনা হতে পারে না। স্বাধীনতার গত সাত দশকের বেশি ভারত দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিগুলির একটিতে আসতে সক্ষম হয়েছে। এহেন একটি দেশের সঙ্গে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের সামনে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা দেশের তুলনা টানা যায় না। অথচ সেটিই করেছেন ট্রাম্প।

মোদি সরকার কিন্তু এই ন্যারেটিভকে খারিজ করেনি। আন্তর্জাতিক দরবারে পাকিস্তানের যাবতীয় কাঁদুনির কঠোর কূটনৈতিক প্রত্যাঘাত করাও জরুরি ছিল কেন্দ্রের তরফে। তা করার বদলে কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করাই যেন শাসক শিবিরের মুখ্য কাজ হয়ে উঠেছে। শাসক-বিরোধীদের রাজনৈতিক লড়াই, চাপানউতোরে দু'পক্ষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে পরস্পরকে পাকিস্তানের দোসর বলে কলতলার ঝগড়ার মতো অসুস্থ পরিবেশ তৈরি করলে দেশের ভাবমূর্তিই কলুষিত হবে।

অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে- যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

-স্বামী বিবেকানন্দ

হিমন্তর ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে অসমে

অসমে পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীরা বিধ্বস্ত। তৃণমূলের দশা আরও খারাপ। বিধানসভা নির্বাচনের সুরটা যেন বাঁধা হয়ে গেল।

দেবজ্যোতি চক্রবর্তী

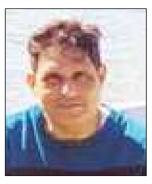

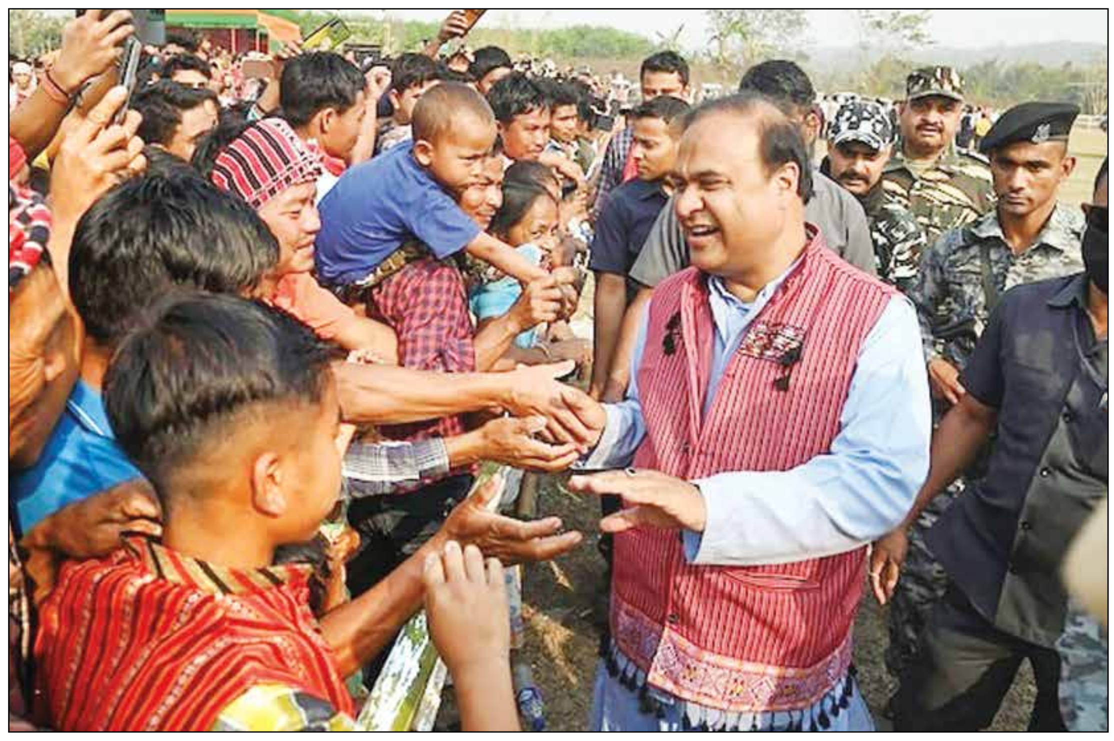

দেখতে দেখতে অনেকদিন বাংলা ছেড়ে অসমে। তবে এই গুয়াহাটি-বাসে এখনও পর্যন্ত সেভাবে চোখে পড়ল না রাজনৈতিক আন্দোলন, কোনও ব্যস্ত জনজীবন এবং বিরোধীদের আছড়ে পড়া প্রতিবাদ। পঞ্চায়েত নির্বাচন কোথা দিয়ে এল এবং চলেও গেল। তার কোনও প্রভাব সেভাবে চোখেই পড়েনি।

অসম রাজ্যে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে সেটা একমাত্র বোধ হল ১১ মে। যেদিন নির্বাচনের গণনা শুরু হয়েছিল। আর দিন গড়াতেই মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, গ্রাম্য জনজীবনও সেই পদ্মফুল এবং তার সঙ্গী রাজনৈতিক দলগুলির ওপরেই ভরসা রাখছে।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আধিপত্য থাকা জোরহাটে বিজয়কেতন উড়িয়েছিল। মোটের ওপর হিমন্ত-ঝড়ের সামনে কংগ্রেসের ফল ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু, পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেই জোরহাটে পর্যুদস্ত কংগ্রেস। ২০১৪ সাল থেকেই জোরহাট লোকসভা কেন্দ্রটি নিজেদের দখলে রেখেছে বিজেপি। মূলত মফসসল এলাকা হিসাবে পরিচিত এই আসনটিতে বিজেপি আধিপত্য তৈরি করেছিল হিন্দুত্বের জিগির তুলে।

সেই জোরহাটে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের গৌরব গগৈ-এর জয় বলতে গেলে বিরোধীদের পালে খানিকটা ভরসা জোগায়। কারণ, জোরহাটে কংগ্রেসের ভোট শেয়ার ছিল প্রায় ৫৫ শতাংশ। সেই জোরহাটে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস গোহারা হেরেছে। জোরহাটে ১৬টি জেলা পরিষদের সবক'টিতেই জয় পেয়েছে বিজেপি জোট। আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে জোরহাটে মোট আসন ৮৬, এর মধ্যে বিজেপির জয় ৮৩টি আসনে। বাকি ৩টি আসন গিয়েছে কংগ্রেসের দখলে।

অসমের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল ২০২৩ সালে। কিন্তু শ্রীভূমির নির্বাচন ক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাস নিয়ে হাইকোর্টে মামলা এবং ২০২৫-এ অসম বোর্ডের ১০ ও ১২ ক্লাসের পরীক্ষা থাকায় এবার পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। অসমের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ভোটদাতা ছিলেন ১ কোটি ৮০ লক্ষ ১৪ হাজার ৯১৩। এবারই প্রথম গাঁও পঞ্চায়েতে কোনও রাজনৈতিক দলের সিম্বল ব্যবহার হয়নি। কারণ, অসম পঞ্চায়েত সংশোধনী অ্যাক্ট ২০২৩ অনুযায়ী গাঁও পঞ্চায়েতের নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক সিম্বলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

সর্বশেষ যে ফল সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, জেলা পরিষদের ৩০১ আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। কংগ্রেসের দখলে ৭২টি জেলা পরিষদ আসন। বদরউদ্দিন আজমলের এআইইউডিএফ পেয়েছে ৮টি জেলা পরিষদ আসন। অখিল গগৈ-এর রাইজোর দল ৩টি জেলা পরিষদ আসনে জয়ী। নির্দল প্রার্থীরা ১৩টি জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হয়েছে। অখিল গগৈ-এর রাইজোর দল প্রথমবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করতে নেমে ১৭টি আসনে জয়লাভ করেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস? অসমে প্রথমবার পঞ্চায়েতে নির্বাচনে লড়াই করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি রমেন বরঠাকুরের নেতৃত্বে ৪ আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে জয়ী হয়েছে। অসম জাতীয় পরিষদে জয়ী হয়েছে ৩টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি জয়ী হয়েছে ১টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে। নির্দল প্রার্থীরা ১৭৩টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে জয়ী হয়েছে।

এই ফল বলে দিচ্ছে যে, অসমের গ্রাম্য স্তরে এবং ব্লক স্তরে বিজেপি কতটা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। কারণ, ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদে বিজেপির আসন শেয়ার ছিল ৫০.৪৮ শতাংশ। ২০২৫-এ বিজেপির সেই আসন ৬৮.৫১ শতাংশ। ২০১৮ সালে আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে বিজেপির আসন ছিল ৪৬.৬৬ শতাংশ, ২০২৫-এ সেই আসন ৫৭.৭০ শতাংশ। বিজেপি এবং তার দুই সঙ্গী অসম গণ পরিষদ, গণশক্তি এবং রাভা হাসোং যৌথ মঞ্চ যেভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের উড়িয়ে দিয়েছে, ২০২৬-এর নির্বাচনে অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গিয়েছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মারা।

অসমের বুকে বিজেপির এই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার জন্য কতগুলি উন্নয়ন প্রকল্পকে তুলে ধরছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এই প্রকল্পগুলোর ফায়দা হাতেনাতে পাচ্ছেন সমাজের নীচুতলার মানুষ। যেমন- অরুণোদয় যোজনা, নিজুত ময়না, মহিলা উদয়মিতা প্রকল্প। এছাড়াও হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন এনডিএ অসম সরকার যেভাবে সরকারি স্তরে গ্রেড-থ্রি ও গ্রেড-ফোর'এর নিয়োগে একটা বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান করেছে, তা-ও একটা অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে। এর ফলে সমাজের নীচুতলার শিক্ষিত তরুণরা সরকারি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন।

একদিকে সরকারের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ফায়দা, তার সঙ্গে শাসকদলের প্রচার। অন্যদিকে, বিরোধী কংগ্রেস বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি কোনও সুস্পষ্ট বিরোধিতার হাওয়া তৈরি করতে ব্যর্থ। যার ফল ভোটব্যাংকে গেরুয়া শিবিরকে এগিয়ে দিচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। না হলে যে জোরহাটে মাত্র কয়েক মাস আগে লোকসভায় জয় পাওয়া গৌরব গগৈ, পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটিও জেলা পরিষদ আসন জয় করতে পারেননি।

সম্প্রতি অহোম রাজনীতির মঞ্চে অহোমিয়া অস্মিতাকে সামনে রেখে উত্থান হয়েছে অখিল গগৈ-এর। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অখিলের দল রাইজোর প্রথমবার লড়াই করতে নেমেছিল। তাদের নির্বাচনি ফল ভরসাযোগ্য নয়। এমনকি, যে শিবসাগর এলাকা রাইজোরের ঘরের মাঠ বলে পরিচিত, সেখানে ১২টি জেলা পরিষদ আসনের মধ্যে ১১টিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি, বাকি একটি আসনে জয়ী বিজেপির জোটসঙ্গী অসম গণ পরিষদ।

অথচ, ২০২১ সালে এই শিবসাগর বিধানসভা থেকে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন অখিল গগৈ। তাদের আরও এক ঘরের মাঠ ডিমাও বিধানসভা ক্ষেত্রে ৮২টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে মাত্র ১টি আসনে জয় এসেছে। দেখা যাচ্ছে, অখিলরা যে ৩টি জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হয়েছেন সেগুলি বরাবর বিজেপি-বিরোধীদের জায়গা বলেই পরিচিত।

এমনকি, অখিলরা যে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে জয়ী হয়েছেন সেগুলো ধুবড়ি, বরপেটা এবং মরিগাঁও জেলায়। আর এই এলাকাগুলি মূলত কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর বলে পরিচিত।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপি হিন্দুত্ব লাইনের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস ও বাকি বিরোধী দলগুলি। কিন্তু, এর পরিবর্তিত আউটলাইনটা কী হতে পারে তার কোনও সন্ধানই এরা দিতে পারছে না। এমনকি, এই বিরোধীরা এমন এমন সব বিষয়ে কথা বলছেন, গুরুগম্ভীর ইস্যু খাড়া করছেন যে, তা সমাজের নীচুতলার মানুষকে প্রভাবিত করতে পারছে না।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেভাবে প্রচারই করেনি বিজেপি। অথচ, ভোটবাক্সে তাদের বিপুল জয়। এমনকি, বরাক উপত্যকায় যে এআইইউডিএফ-এর আধিপত্য ছিল তাকে এবার নস্যাৎ করে দিয়েছে বিজেপি। বলতে গেলে বরাক এখন গেরুয়াময়। এর অন্যতম কারণ হিসাবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা তুলে ধরেছেন বিজেপির সাধারণ মানুষের মনের কথা অনুযায়ী সরকার চালানোর প্রক্রিয়াকে। একদিকে উন্নয়নের প্রকল্পের ফায়দা তুলে দেওয়া নীচুতলার মানুষকে, অন্যদিকে, একাধিক উন্নয়ন পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে রাজ্যের আর্থিক হালকে স্বাস্থ্যবর্ধক করার মতো কাজ- যার সুবিধা ভোগ করছেন শহরাঞ্চলের মানুষ থেকে বণিক মহল।

এই যে সকলের জন্য কাজ করার মতো একটা ভাবমূর্তি সরকারের তৈরি, তাতে অনেকটাই সফল হিমন্ত বিশ্বশর্মা, বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক থেকে শুরু করে প্রবীণ সাংবাদিকরাও। সেইসঙ্গে এঁদের মতে, এই মুহূর্তে বিরোধী শিবিরে তেমনভাবে কোনও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা দেখা যাচ্ছে না, যিনি সঠিকভাবে বিজেপির এই উন্নয়নের লাইনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তৃণমূল কংগ্রেস ঢাকঢোল পিটিয়ে কী করল? উত্তর খোঁজা খুব সোজা। ১) পার্টির কোনও সংগঠন নেই। ২) কোনও গ্রহণযোগ্য নেতা নেই। ৩) বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকাতেও পায়নি ভোট। ৪) অসমিয়ারা পার্টিকে নিজের ভাবেনইনি। ৫) সামান্য ভোট দিয়েছেন মুসলিমরা, খুব অল্প জায়গায়।

হিমন্তময় অসমে অসমের তৃণমূল নিয়ে কোনও আলোচনার মানেই হয় না।

(লেখক সাংবাদিক। গুয়াহাটির বাসিন্দা)

আজ

১৭৭২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন রাজা রামমোহন রায়।

১৯৫০

অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কেন ৫০০ জন বসে আছেন, আজ থেকে ৫০-১০০ জন বসতে পারবেন। আপনারা শিক্ষক, এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন? আপনাদের অবস্থানে কোর্ট বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু অন্যের সমস্যা যাতে না হয়, সেটা আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে। বিশৃঙ্খলা করা যাবে না।

- বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ

ভাইরাল/১

একদল মেয়ের মারামারির ভিডিও ভাইরাল। ইন্দোরের বিজয়নগরে নাইট ক্লাব থেকে ফিরছিলেন নেহা ও তাঁর বন্ধু। পথে একদল ছেলেমেয়ে তাঁদের পিছু নেয়। দলের একটি ছেলে তাঁদের অশ্লীল মন্তব্য করে। প্রতিবাদ করায় শুরু হয় ঘুসি, লাথি, চুলোচুলি ও অকথ্য গালিগালাজ।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামে বাড়ির টয়লেটের ট্যাংক পরিষ্কার করার সময় মালিক হঠাৎ দেখেন, ভেতরে কিলবিল করছে সাপ। কোনওটা ট্যাংকের গায়ে বা নীচে, কোনওটা ওপরে ঘুরছে। পরে ৭০টিরও বেশি সাপ উদ্ধার করে বন দপ্তর।

জনমন জনমত

পুলিশ এত নিষ্ঠুর হয় কী করে!

২১ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'ছেলেকে দিয়ে দেহ তোলাল পুলিশ' শীর্ষক খবরটি পড়ে কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। আমার জীবনে এমন অনেক পুলিশ প্রশাসনে যুক্ত মানুষের সান্নিধ্যে এসেছি যাঁদের ব্যবহার সত্যি প্রশংসনীয়। কিন্তু বুধবার প্রকাশিত খবর পড়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী এতটা নিষ্ঠুর হলেন কী করে? হয় তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না, নয়তো তাঁর মধ্যে মানবিকতা, মূল্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান লোপ পেয়েছে। এই ধরনের পুলিশকর্মীকে অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিত বলে মনে করছি। জানি না প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে আদৌ কোনও পদক্ষেপ করবে কি না।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

বিশেষ দিন নয়, গুরুত্ব পাক মানুষটি

আজকাল নানারকম দিবস বা ডে'র কথা শোনা যায়। মাদার্স ডে, ফাদার্স ডে, সিস্টার্স ডে -এমন আরও কত কী! প্রশ্ন হল, যে বিশেষ প্রিয় মানুষটিকে কেন্দ্র করে উৎসব, সেই মানুষটিকে কি আমরা সারাবছর ঠিক এভাবেই মনে রাখি? ক'দিন আগেই গেল মাদার্স ডে। এই উপলক্ষ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় কত ছবি, কত ভালো ভালো কথা! অথচ সারা বছর হয়তো সেই মানুষটিকে কারও মনেই পড়ে না। মানুষটির দিন কাটে চোখের জলে, সুদিনের অপেক্ষায়। শুধু মা বলেই নন, সবার ক্ষেত্রেই একই কথা। তাই যে প্রিয় মানুষটিকে ঘিরে বিশেষ দিনের আয়োজন, তাঁকে ভালোবাসুন জীবনভর। কেউ কোনও উপহার চায় না, সারা বছরের জন্য চায় শুধু সহানুভূতি আর একটু সম্মান।

গার্গী কর হালদার
ডিফেন্স কলোনি, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি।

এআই ছবিতে বিভ্রান্তি

বাস্তবতা আর বিশ্বস্ততার আরেক নাম সংবাদপত্র। সেখানে প্রকাশিত খবরের সঙ্গে থাকা ছবিটিকেও সমান মনোযোগ দিয়ে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু ইদানীংকালে দেখছি 'ছবি : এআই' নামক এক অপ্রয়োজনীয় চমক তৈরি করা হচ্ছে, যা আসলে সংবাদপত্রের গুরুত্ব বা মানকে কমিয়ে দিচ্ছে বলেই আমার মনে হয়। গোটা সমাজ যখন মুখ আর মুখোশের ছলনায় জর্জরিত, তখন মুদ্রিত গণমাধ্যম অন্তত সত্য খবরের সঙ্গে কাল্পনিক ছবি ছাপানো থেকে বিরত থাকবে, একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে এটুকু দাবি রাখি।

শুভশ্রী ব্যানার্জি
সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জগদীশচন্দ্র-সত্যেন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরসূরি

আকাশে হারিয়ে গেলেন বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার। প্রতিভার বর্ণচ্ছটায় রঙিন বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের রূপকার।

শুভংকর ঘোষ

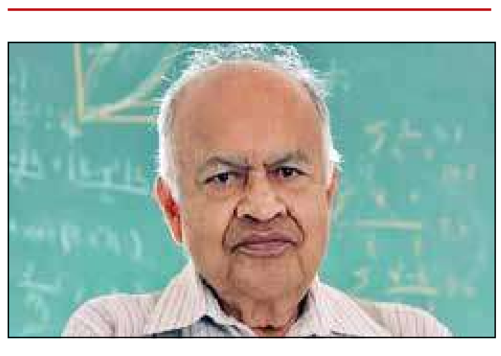

প্রথম পরিচয়ে জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার চিরকালই থাকবেন বিশ্বের অন্যতম সেরা জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষক। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ষাটের দশকে যখন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েলের সঙ্গে মহাবিশ্ব সৃষ্টির মহাবিস্ফোরণের তত্ত্বকে না মেনে স্থির স্থিতিশীলতার নতুন তত্ত্বের মধ্যে মহাকর্ষের নতুন ধারণা অবতারণা করেছিলেন, কেউ ভাবতে পারেনি তিনি ভারতেই ফিরে আসবেন। সত্তরের দশকের প্রথমে যোগ দিলেন মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে। ভারতীয় বিজ্ঞান পেল একজন প্রখ্যাত গবেষক, প্রশাসক, শিক্ষক-মেন্টর, বিজ্ঞান লেখক, কল্পবিজ্ঞানের সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের সার্থক রূপকারকে।

সদ্যপ্রয়াত নারলিকারের বিজ্ঞানীসত্তায় ছিল প্রতিভার রামধনুর নানা বর্ণচ্ছটা। যেমন কল্পবিজ্ঞান কাহিনী ও সাধারণ বিজ্ঞানের গল্প লেখক হিসেবে যিনি নিজের মাতৃভাষা মারাঠিতে অসামান্য অবদান রেখে গেলেন। মারাঠা সাহিত্য অ্যাকাডেমি তাদের বার্ষিক সম্মেলনে এই প্রথম কোনও বিজ্ঞানীকে বরণ করে নিয়েছিলেন সভাপতি পদে। ভারতীয় বিজ্ঞানের পুরোধা জগদীশচন্দ্র বসু এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুর যোগ্য উত্তরসূরি তিনি।

জগদীশ বসুর অব্যক্ত, পলাতক তুফানের মতো নারলিকারের 'বামন ফিরে এল' ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও সমান আকর্ষণের রচনা হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রবর্তনের মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার যে মহান চেষ্টা নিহিত ছিল তাই যেন বিংশ শতকের শেষে নারলিকারের বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ কর্মসূচিতে আরও প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে গেল।

নারলিকার হয়ে উঠেছিলেন মানুষ গড়ার ব্যতিক্রমী কারিগর। বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে আছেন থানু পদ্মনাভন, সঞ্জীব ধুরন্ধর অজিত কেম্ভাবি, তরুণ সৌরদীপ। রমন অনুসন্ধান সংস্থানের বর্তমান নির্দেশক তরুণ সৌরদীপ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঘটনাটা। বিশ্বজুড়ে গবেষণা সংস্থাগুলোয় একটি প্রবণতা ভীষণ লক্ষ করা যায়। গবেষণায় সরাসরি কোনও অবদান না রেখে শুধু প্রোজেক্ট, বিভাগ এবং সংস্থার প্রধান থাকার কারণে কৃতিত্ব এবং সংশ্লিষ্ট মেধায় ভাগ বসাতে কুণ্ঠিত হন না বেশিরভাগ মানুষ।

এ ব্যাপারে এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর এতই সুনাম যে তিনি সঠিকভাবে জানেন না যে কতগুলো এমন গবেষণাপত্রের অংশীদার তিনি। অথচ সৌরদীপ যখন তাঁর একটি গবেষণায় শিক্ষক মেন্টর নারলিকারের নাম দিতে চাইলেন, নারলিকার 'না' করে দিলেন। কারণ সৌরদীপের গবেষণার কৃতিত্ব পুরোপুরি তারই, অনৈতিকতার পথে তিনি পা দেবেন না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের জন্য আধুনিক দূরবীক্ষণ টেলিস্কোপ বা দূরবিন অত্যন্ত দামি যন্ত্র। নারলিকার উদ্যোগ নিলেন যাতে দেশের সব শিক্ষার্থীরা এবং গবেষকরা একটি সহজলভ্য সংস্থানের মধ্যে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ পায়। গড়ে তুললেন আইইউকা-ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। নিজের শিল্পসত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরিয়াকে ডেকে নিয়েছিলেন ক্যাম্পাসে বিজ্ঞানের নানা যুগান্তকারী ধারণায় রূপ দিতে। প্যারিস বা লন্ডনে যাওয়ার দরকার পড়বে না-বিখ্যাত ফুকো দোলকের দেখা মিলল এখানেই। বৌদ্ধ দর্শনের অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে এই সংস্থানের নানা কর্মসূচি প্রস্তাবিত হয়েছিল।

তাই মনে হয়, সবকিছু অবাক করে মিলিয়ে দিয়ে নারলিকার রেখে গেলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উত্তরাধিকার।

(লেখক কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৬

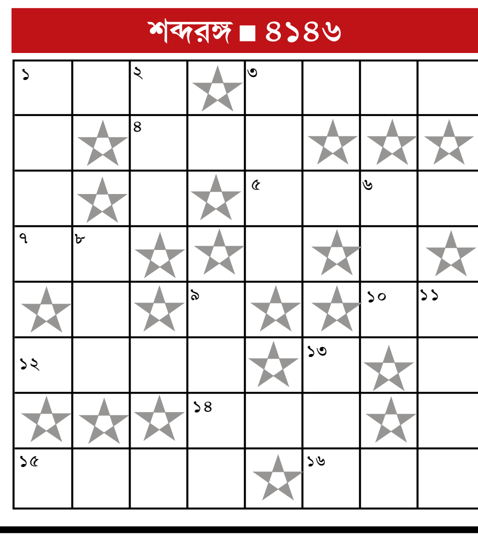

পাশাপাশি : ১।স্বার্থ, প্রয়োজন, যত্ন ৩। যে পোকার পা গুনে শেষ করা যায় না, বিছে, কেন্নো ৪। অবস্থা, দশা, হাল, উপায় ৫। কোনওরকমে, ঠিক ঠিক, কমও নয় বেশিও নয় ৭। মনসাগাছ ১০। শাঁখ কাটার অস্ত্র, শাঁখের করাত ১২। কিংবদন্তি, গুজব, জনপ্রবাদ ১৪। গন্ডার, অন্তরায়, একটি নদীর নাম ১৫। এদিক-ওদিক ১৬। সাহায্য, সহযোগিতা।

উপর-নীচ : ১। দীর্ঘসূত্রতা, আলসেমি ২। পৃথিবী, বিশ্ব, ভুবন, সমাজ ৩। শকট-দৈত্যের বধকারী শ্রীকৃষ্ণ ৬। তাজা, সতেজ, তরুণ ৮। জমি ৯। মনের ভাব, অভিপ্রায় ও চেষ্টা ১১। তৃপ্ত-এর কোমল রূপ ১৩। প্রকার, ধরন, রীতি, হাবভাব।

সমাধান ■ ৪১৪৫

পাশাপাশি : ২। মধুবনি ৫। জগতি ৬। বলভরসা ৮। নক্র ৯। ছন ১১। নাড়িনক্ষত্র ১৩। বাচিক ১৪। ময়দান।

উপর-নীচ : ১। গজরানি ২। মতি ৩। বখিল ৪। ভরসা ৬। বক্র ৭। ভজন ৮। নন্দন ৯। ছত্র ১০। শশিকর ১১। নাপাক ১২। ক্ষত্রিয় ১৩। বান।

বিন্দুবিসর্গ

সিট রিপোর্টের ভরসায় হিন্দু ভোট দখলে মাঠে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ মে : মুর্শিদাবাদ হিংসায় সিটের রিপোর্টকে হাতিয়ার করে হিন্দু ভোট দলের ঝুলিতে টানতে ঝাঁপাচ্ছে বিজেপি। এদিন আদালত নির্দিষ্ট বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিটের রিপোর্ট হাতে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ও পহলগামের হিংসাকে অভিন্ন হিন্দু নিধন বলে দাবি করেছে বিজেপি। মুর্শিদাবাদের হিংসায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বিজেপির অভিযোগে সিটের সিলমোহর পড়ায় পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হামলায় বহিরাগত যোগ নিয়ে মিথ্যা বিবৃতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে সুর চড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সিটের রিপোর্ট আদালতে পেশ হওয়ার পরেই দিল্লি থেকে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু দ্বিবেদী বলেন, 'পহলগামে বেছে বেছে যেভাবে হিন্দু নিধন হয়েছে, মুর্শিদাবাদেও একইভাবে বেছে বেছে হিন্দু ঘরবাড়ি ও সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে।' দ্বিবেদীর সওয়াল, পাক জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসে ভারতের হামলার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কী দরকার বলে সহানুভূতি দেখালেও, ওয়াকফ আইনের বিরোধিতার আন্দোলনে সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে মরতে হবে কেন এই প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়নি তৃণমূলকে। হিন্দু নিধন কেন এই প্রশ্ন করেনি।

সামশেরগঞ্জের ঘটনায় তৃণমূলকে হিন্দু বিরোধী সরকার হিসেবে তুলে ধরে রাজ্যজুড়ে প্রচারে মুর্শিদাবাদকে মডেল করতে উদ্যোগী হয়েছে বিজেপি। জেলা সফরে গিয়ে মুর্শিদাবাদের হিংসায় বহিরাগত যোগ দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষত উত্তরপ্রদেশ সহ বিজেপিশাসিত কিছু রাজ্যকে এই ব্যাপারে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। এদিন সিটের রিপোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর সেই দাবি কার্যত খারিজ করে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'হামলায় বহিরাগত যোগের মিথ্যা দাবি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর জন্য মানুষের কাছে ওঁকে ক্ষমা চাইতে হবে।' তমলুকে তিরঙ্গা যাত্রার শেষে শুভেন্দু বলেন, 'লজ্জা থাকলে পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের মদতে হিন্দু নিধন হয়েছে।'

তিনদিনের বাস ধর্মঘট স্থগিত

কলকাতা, ২১ মে : বাস ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলি। বুধবার পরিবহণ দপ্তর ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর তারা ঘোষণা করে, ২২, ২৩ ও ২৪ মে বাস ধর্মঘট স্থগিত করা হচ্ছে। এদিন বেসরকারি বাস মালিকদের সঙ্গে পরিবহণ সচিব, কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, জয়েন্ট সিপি (ক্রাইম) সহ ট্রাফিক পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের বৈঠক হয়। তাঁদের দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট তুলে নেয় তাঁরা। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের আহ্বায়ক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা আপাতত ধর্মঘট স্থগিত রাখছি। সাধারণ মানুষের পরিষেবার কথাও মাথায় রয়েছে। কিন্তু আমাদের দাবিদাওয়া পূরণ না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হচ্ছে।' পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'ওঁদের দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখে আমরা পূরণ করার চেষ্টা করব। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

আইনের দ্বারস্থ বিকাশ ভবন

কলকাতা, ২১ মে : স্নাতকস্তরে ভর্তি নিয়ে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চরম দোলাচলে। সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি সংরক্ষণ মামলা বিচারাধীন থাকায় স্নাতকে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন প্রতিষ্ঠান প্রধানরা। জটিলতা কাটাতে বিকাশ ভবনের তরফে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরও আইনি পরামর্শ নেওয়া শুরু করে দিয়েছে।

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির অভিন্ন পোর্টালও তৈরি হয়ে গিয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ এলেই ভর্তির কাজ শুরু হয়ে যাবে। বুধবার থেকে এই পোর্টাল চালু হওয়ার কথা থাকলেও ওবিসি মামলার জটিলতায় পোর্টালের কাজ স্থগিত করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। জটিলতা কাটাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যেই আইনজীবীদের দ্বারস্থ হয়েছে।

কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজও আছে। বুধবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

মুর্শিদাবাদ : হাইকোর্টের কমিটির রিপোর্ট

প্রশাসন ও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বই দায়ী

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ মে : ওয়াকফ ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনার নেপথ্যে পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, প্রশাসনিক সহযোগিতার অভাব ও শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট গঠিত তিন সদস্যের কমিটির রিপোর্টে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াকফ ইস্যুতে মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় সম্প্রতি আদালতে রিপোর্ট পেশ করেছে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। ওই রিপোর্টের পাঁচ নম্বর পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে, স্থানীয় কাউন্সিলার মেহবুব আলমের নেতৃত্বে ১১ এপ্রিল হামলা চালানো হয়। তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা করা হয়েছে। বিধায়কের উপস্থিতিতে ভাঙচুর হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা দেখে ঘটনাস্থল থেকে চলে গিয়েছিলেন বলে জানানো হয়েছে। আমিরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তিনি গ্রামে এসে দেখেন হামলায় কোন কোন বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। পরে সেগুলিতে বেছে বেছে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আমিরুল ইসলাম স্থানীয় বিধায়ক।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রেজিস্ট্রার (আইন) যোগিন্দর সিং, পশ্চিমবঙ্গ লিগাল সার্ভিস অথরিটির সদস্য সচিব সত্য অর্ণব ঘোষাল, পশ্চিমবঙ্গ জুডিশিয়াল সার্ভিসের রেজিস্ট্রার সৌগত চক্রবর্তী

কী অভিযোগ

- ঘটনার নেপথ্যে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা
- স্থানীয় কাউন্সিলার মেহবুব আলমের নেতৃত্বে হামলায় স্থানীয় বিধায়কও ঘটনাস্থলে ছিলেন
- আমিরুল ইসলামের নির্দেশে অগ্নিসংযোগ
- গয়না, সম্পত্তি, গোরু-বাছুর লুট, জল সংযোগ বিচ্ছিন্ন

মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত এলাকাগুলি পরিদর্শন ও ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলার পর এই রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, শুধুমাত্র বেতবোনা গ্রামে ১১৩টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, পুলিশ ৩০০ মিটার দূরে থানা, তবুও নিষ্ক্রিয় ছিল পুলিশ। শুক্রবার বিকেল ও শনিবার স্থানীয়রা পুলিশকে ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। সরকারের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের খাবার দেওয়া হয়েছিল। বিডিও অফিস থেকে ত্রিপল, বাক্স ও টিনের শেড দেওয়া হয় যা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল না। গয়না, সম্পত্তি, গোরু, বাছুর দেদার লুট করে জামাকাপড় ও গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট করা হয়েছে। এমনকি ওই সময় পারলালপুর হাইস্কুলে আশ্রিতদের জেলা প্রশাসন জোরপূর্বক ক্যাম্প ছাড়তে বাধ্য করে। বাড়ি, দোকানগুলি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে যা পুনরায় তৈরি করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই।

দুষ্কৃতীদের দ্বারা বিএসএফ আধিকারিক আক্রান্ত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তরা স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর দাবিও জানিয়েছেন। জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল, যাতে আগুন না নেভানো যায়। এই ঘটনায় বাবা ও ছেলে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে দরজা ভেঙে বাড়ি থেকে টেনে বের করে পিছন দিক থেকে কুঠার মারা হয়েছিল। যতক্ষণ না তাঁদের মৃত্যু হয় একজন দুষ্কৃতী সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। স্থানীয় একটি শপিংমলেও লুট করা হয়েছিল। ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বৃহত্তরভাবে পরিকল্পনামাফিক মুর্শিদাবাদের দৃশ্যপট তৈরি করা হয়েছে। হাইকোর্টে কমিটির রিপোর্ট পেশের পরে বিজেপির স্থানীয় নেতারা যে রাজনীতি করতে শুরু করেছেন তা নতুন নয়। মুর্শিদাবাদ নিয়ে বিদ্বেষমূলক ও প্ররোচনামূলক অপপ্রচার করছে বিজেপি। এটি একটি বৃহত্তর চক্রান্ত।'

কলকাতার আকাশে রহস্যময় চার ড্রোন

কলকাতা, ২১ মে : সংঘর্ষ বিরতির পর আবার কলকাতার আকাশে উড়ল রহস্যময় ড্রোন! স্বাভাবিকভাবেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কলকাতা পুলিশের কপালে। গত সোমবার রাত পৌনে ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ভবানীপুর, ময়দান ও রবীন্দ্র সদন সহ কলকাতার একাধিক এলাকায় এই ড্রোনের দেখা মিলেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে আকাশে এই ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছিল।

এই ড্রোন কোথা থেকে এল, কারাই বা এই ড্রোন ওড়াল, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ভিক্টোরিয়া থেকে ব্রিগেডের ওপর দিয়ে কমপক্ষে ৪টি ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছে এদিন। বেশিরভাগ ড্রোনই বিজয়দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়াম)-এর আশপাশে উড়েছে। এই 'রেড জোন'-এ কীভাবে ড্রোনের মতো নিষিদ্ধ জিনিস উড়ল,

সেই নিয়েই রহস্য দানা বেঁধেছে। রাস্তায় ডিউটিতে থাকা পুলিশ আধিকারিকরা ড্রোনগুলি দেখে ওই রাতে লালবাজারে খবর দেন। তৎক্ষণাৎ লালবাজার কন্ট্রোল রুম ওই অঞ্চলের সমস্ত থানায় ড্রোন সতর্কতা জারি করে।

সেনা, বায়ুসেনা ও কলকাতা পুলিশ মিলিতভাবে এই ড্রোন রহস্যের তদন্তে নেমেছে। তাদের প্রাথমিক অনুমান, মেটিয়াবুরুজ বা বজবজ এলাকা থেকে এই ড্রোনগুলি ওড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ড্রোন ওড়ানোর পিছনে ব্যক্তিগত কারণ রয়েছে নাকি নাশকতার ছক রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ৩

কলকাতা, ২১ মে : কলকাতায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হলেন তিনজন। একজনকে আটক করা হয়েছে এজেসি বোস রোড উড়ালপুলের কাছে। বাকি দু-জনকে তপসিয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর আবহে এমন ঘটনায় দুশ্চিন্তায় পড়েছে কলকাতা পুলিশ।

ধৃতদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র এল কীভাবে, সেই নিয়ে তদন্ত চলছে। এজেসি বোস রোড উড়ালপুলের কাছ থেকে ধৃত তরুণের নাম সাদ্দাম হোসেন। আনন্দপুরের বাসিন্দা।

তপসিয়া রোড থেকে ধৃত দুই তরুণের নাম মহম্মদ ফাহিম এবং মহম্মদ ফাইয়াজ। দু-জনেই আনন্দপুরের বাসিন্দা। মঙ্গলবার পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একটি ৭ এমএম পিস্তল, ম্যাগাজিন এবং দুটি কার্তুজ উদ্ধার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ। ঘটনায় মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে তপসিয়া থানার পুলিশ।

সোনিয়া-রাহুল পান ১৪২ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ২১ মে : ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতিতে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন বলে দাবি করল ইডি। বুধবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতের বিশেষ বিচারক বিশাল গোগনের এজলাসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, অবৈধভাবে ওই টাকা পেয়েছিলেন গান্ধিরা। বুধবার ইডির কৌঁসুলি অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় দাবি ইডি'র

এসভি রাজু বলেন, 'সোনিয়া ও রাহুল গান্ধি ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতির মাধ্যমে ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। দু-বছর আগে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ন্যাশনাল হেরাল্ডের ৭৫১.৯ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আগে পর্যন্ত অভিযুক্তরা ওই টাকা ভোগ করেছিলেন। গান্ধিরা শুধু টাকা নয়ছয় করেননি, নিজেদের কাছে সেই টাকা ও সম্পত্তি রেখে অপরাধ চালিয়ে গিয়েছেন।'

ইডি জানিয়েছে, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির পাশাপাশি স্যাম পিত্রোদা, সুমন দুবে এবং অন্যরাও যে এই দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন, প্রাথমিকভাবে তার প্রমাণ রয়েছে।

বালোচিস্তান

পাক অভিযোগ ওড়াল ভারত

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২১ মে : পহলগামে নিরপরাধ পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার ঘটনায় পাক-যোগের অভিযোগ তুলে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল ভারত। ওই ঘটনাকে সামনে রেখে ভারতের সামরিক ও কূটনৈতিক শক্তিপ্রদর্শনের জবাবে এবার বালোচিস্তানের খুজদার শহরে একটি স্কুলবাসে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের ঘটনায় নয়াদিল্লির হাত রয়েছে বলে সুর চড়িয়েছে ইসলামাবাদ। যদিও পাকিস্তানের ওই অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে ভারত।

বুধবার সকালে বালোচিস্তানের খুজদারে একটি স্কুলবাসে আত্মঘাতী গাড়িবোমা হামলা চালায়। বিস্ফোরণে চারটি শিশুসহ মোট ৬ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহত ৩৮ জন। হামলার পরই ভারতের দিকে আঙুল তোলে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং পাক সেনাবাহিনী। ভারতীয় জঙ্গিরা পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসবাদের বীজ বুনছে। আমজনতা ও নিষ্পাপ শিশুদের নিশানা করা হচ্ছে বলে দাবি করে পাক সেনা। জঙ্গি হামলায় শিশুদের নিহতের খবরে শোকপ্রকাশ করে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আজ সকালে খুজদারের ঘটনায় ভারতের যোগ থাকার যে ভিত্তিহীন অভিযোগ পাকিস্তান তুলেছে তা আমরা খারিজ করছি। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের উৎসকেন্দ্র হিসেবে যে বদনাম তারা কুড়িয়েছে তা থেকে নজর ঘোরাতে এবং নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে পাকিস্তান নিজেদের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য ভারতকে দোষারোপ করাটা পাকিস্তানের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।'

পাক মুখোশ খুলতে বিদেশে টিম মোদি

জাপান যাত্রা শুরু অভিষেকদের দলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ মে : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই এখন শুধু আর সীমান্তে সীমাবদ্ধ নয়, এবার বিশ্বের ৩৩টি দেশের রাজধানীতেও শুরু হল ভারতের কূটনৈতিক প্রত্যাঘাত পর্ব। বুধবার জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় ঝা-এর নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলটি জাপানের উদ্দেশে রওনা দেয়। তাদের প্রধান কাজ হল, বিশ্বের কাছে ভারতের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান তুলে ধরা এবং পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী চেহারার মুখোশ খুলে দেওয়া। ওই দলেই রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছাড়া ওই দলটির বাকি সদস্যরা হলেন বিজেপির অপরাজিতা সারেঙ্গি, প্রধান বড়ুয়া, হেমাঙ্গ যোশি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সলমন খুরসিদ, সিপিএমের জন ব্রিটাস এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মোহন কুমার।

মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর ফোনালাপের পর ওই প্রতিনিধিদলে দলীয় সাংসদ ইউসুফ পাঠানের পরিবর্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শামিল করা হয়। এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় সরকার শামিল করায় অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি। সেই অস্বস্তি কাটাতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'কাকে পাঠানো হবে সেটা কেন্দ্রের ব্যাপার। কিন্তু বাঙালি হিসেবে আমরা লজ্জিত। কারণ এমন একজন ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে

জাপান সফরের আগে নয়াদিল্লির বিমানবন্দরে প্রতিনিধিদল।

যাচ্ছেন, যাঁর পাসপোর্ট ইডির কাছে জমা রাখতে হয়, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নিয়ে বিদেশ যেতে হয়। এরকম একজন ব্যক্তি আর যাই হোক, ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না।'

জাপান ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুরেও যাবে এই দল। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি সাতটি প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিলেন। জাপান যাত্রার আগে সঞ্জয় ঝা বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ হল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতি। এটাই সবথেকে বড় ইস্যু। আমাদের প্রতিনিধিদল সারাবিশ্বের সামনে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দেবে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদকে মদত দেয়।' অপরদিকে জন ব্রিটাস বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বকে যে একজোট হতেই হবে সেই বার্তাই দেবে ভারত। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের পাশে থাকার সময় এসে গিয়েছে।' অন্যদিকে বিজেপির অপরাজিতা সারেঙ্গির কথায়, 'পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য, ওরা নিশ্চয়ই প্রচার চালাবে। আমাদের তাই উচিত, একজোট হয়ে, সমস্ত রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে বিশ্ববাসীর সামনে ভারতের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। এখন সময় মিনতি নয়, বার্তা পাঠানোর। এক কণ্ঠে, দৃঢ় ভাষায়।'

প্রশ্ন উঠেছে এই ৩৩টি দেশকেই কেন বেছে নিয়েছে কেন্দ্র। বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি মঙ্গলবার প্রতিনিধিদলগুলিকে তার ব্যাখ্যায় জানান, এই ৩৩টি দেশ নির্বাচনের পিছনে রয়েছে সুস্পষ্ট কৌশল। তাঁকে উদ্ধৃত করে বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা সারেঙ্গি জানান, এর মধ্যে অন্তত ১৫টি দেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সদস্য (স্থায়ী ও অস্থায়ী), ৫টি ভবিষ্যৎ সদস্য দেশ ছাড়াও অনান্য কিছু দেশ রয়েছে।

বুকার পেল কন্নড় ভাষার গল্পের বই

লন্ডন, ২১ মে : ইতিহাস গড়ল বানু মুস্তাকের 'হার্ট ল্যাম্প'। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সম্মানিত হল ভারতের আঞ্চলিক একটি ভাষা। এই প্রথম বুকার পুরস্কার জয় করল কন্নড় ভাষায় লেখা গল্পের বই।

লন্ডনের টেট মডার্ন আর্ট গ্যালারিতে বিচারকদের প্রধান ম্যাক্স পোর্টার যখন বললেন, 'এই বইটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়, শোনার শিক্ষা দেয়, আর নীরব কণ্ঠগুলিকে ভাষা দেয়', তখনই যেন আঁচ করা গিয়েছিল, বিজয়ী বইটি বানু মুস্তাকের 'হার্ট ল্যাম্প' ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

কন্নড় ভাষায় লেখা এই সাহসী ছোটগল্পগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন দীপা ভাস্থি। তিনিও এই পুরস্কারের অংশীদার। বইটিতে ১৯৯০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে লেখা মোট ১২টি গল্প রয়েছে। গল্পগুলিতে দক্ষিণ ভারতের মুসলিম সমাজের সাধারণ মেয়েদের জীবনের টানাপোড়েন, পরিবার ও সমাজের টানাপোড়েন খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। এর একটি বিখ্যাত গল্প 'কালো গোখরো' অবলম্বনে গিরীশ কাসারভল্লি নির্মাণ

করেছিলেন 'হাসিনা' ছবিটি।

পুরস্কার পেয়ে উচ্ছ্বসিত বানু মুস্তাক বললেন, 'এই মুহূর্তটা যেন এক আকাশে হাজার হাজার জোনাকি একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে।' তিনি আরও বললেন, 'আমার গল্প আসলে বিশ্বাসের এক প্রেমপত্র। আমি বিশ্বাস করি, কোনও গল্পই নিছক স্থানীয় নয়। আমার গ্রামের বটগাছের নীচে জন্ম নেওয়া গল্পও আজ রাতের এই মঞ্চে আলো ফেলতে পারে। আপনি আমার কন্নড় ভাষাকে একটি 'অংশীদার ভাষা' করে তুলেছেন – এই ভাষা সহনশীলতা আর সূক্ষ্মতার গান গায়।'

ওয়াকফ দানমাত্র

ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য অংশ নয় : কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২১ মে : ওয়াকফ আসলে একটি দানের প্রক্রিয়া এবং এটি ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য বা আবশ্যিক অংশ নয়। বুধবার শীর্ষ আদালতে এ কথাই জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'ওয়াকফ বোর্ডের কাজ ধর্মীয় নয়, বরং সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। এতে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্তিতে কোনও বাধা নেই।'

মঙ্গলবারের পর বুধবারই দীর্ঘক্ষণ ধরে ওয়াকফ মামলার শুনানি চলল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে। বুধবার মূলত কেন্দ্রের বক্তব্য শুনল সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, ওয়াকফ বোর্ডের ভূমিকা ধর্মনিরপেক্ষ। মামলাকারী পক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

নতুন ওয়াকফ আইনে কী কী সুবিধা রয়েছে তা এদিন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চকে বোঝানোর চেষ্টা করেন মেহতা। কপিল সিবাল মঙ্গলবার দাবি করেছিলেন, ওয়াকফ বোর্ড একটি ধর্মীয় বিষয়। সেই দাবিরও বিরোধিতা করেন মেহতা। মেহতা জানান, ওয়াকফ বোর্ডের ভূমিকা ধর্মনিরপেক্ষই। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবহার করলেই তার ওপর মৌলিক অধিকার জন্মায় না। ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে ওয়াকফ কোনও আবশ্যিক অংশ নয় বলেও সুপ্রিম কোর্টে জানান সলিসিটর জেনারেল। আদালতে তিনি জানান, অনেক মুসলিমই আছেন, যাঁরা আর্থিকভাবে সচ্ছল নন। তাঁরা যদি ওয়াকফে সম্পত্তি দান না করেন, তবে কি তাঁরা মুসলিম নন? কোনও কিছু দান করা যে কোনও ধর্মের অঙ্গ, কিন্তু তা আবশ্যিক নয়। তিনি আশ্বস্ত করেন, নতুন ওয়াকফ আইন ইসলাম ধর্মের কোনও আবশ্যিক কর্তব্যের উপর হস্তক্ষেপ করে না। বৃহস্পতিবার ফের শুনানি।

আফগানিস্তানেও এবার সিপেক

বেজিং, ২১ মে : সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানকে সামরিক ও কূটনৈতিক দিক থেকে প্রত্যাঘাত করেছে ভারত। এর জবাবে নয়াদিল্লির চাপ বাড়িয়ে এবার চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর বা সিপেকের গণ্ডি আফগানিস্তানেও ছড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল ইসলামাবাদ ও বেজিং। বুধবার পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইশহাক দার, চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং লিং এবং আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি একটি বৈঠক করেন। সেখানেই আফগানিস্তানকে

সিপেকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান, চিন এং আফগানিস্তান আঞ্চলিক শান্তি, স্থায়ীত্ব এবং সমৃদ্ধির ব্যাপারে একজোট। তিন নেতার একটি ছবিও পোস্ট করেছেন দার। পাক বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তিন বিদেশমন্ত্রী বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে সহযোগীতা আরও গভীরে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আফগানিস্তানে সিপেক নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে এর আগে পাকিস্তানের দাবি উড়িয়ে ভারতকে সমর্থন করেছিল আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। সম্প্রতি মুত্তাকির সঙ্গে টেলিফোনে কথাও হয়েছিল ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের। ভারত-আফগানিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার বার্তাও দিয়েছিলেন তিনি।

ব্যারাকপুর থেকে বাগডোগরা, সন্দেহজনক গতিবিধি জ্যোতির

চণ্ডীগড় ও কলকাতা, ২১ মে : পাকিস্তানের চর সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছেন ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা। খবর, জ্যোতি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় ভারতের ব্ল্যাকআউট সংক্রান্ত স্পর্শকাতর তথ্য পাকিস্তানে পাঠিয়েছিলেন। তদন্তে উঠে এসেছে, তিনি পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর এক সদস্য 'দানিশ'-এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

জ্যোতির ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ও ডায়েরি খতিয়ে দেখে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। গোয়েন্দাদের অনুমান, বাংলাদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা তৈরিই ছিল জ্যোতির।

জ্যোতির পশ্চিমবঙ্গ সফর নিয়েও এখন গভীর তদন্ত চলছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, তিনি একাধিকবার বাংলায় এসেছিলেন শুধু তা-ই নয়, টো টো করে ঘুরেওছিলেন ব্যারাকপুর, শিলিগুড়ি, নদিয়া ও উত্তরবঙ্গের সীমান্তঘেঁষা গুরুত্বপূর্ণ একাধিক এলাকায়।

তাঁর ব্লগে কলকাতার শিয়ালদা, হাওড়া, দমদম স্টেশন, গেদে সীমান্ত, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বরানগর মেট্রো স্টেশন, করোনেশন ব্রিজ, কাঁকুড়গাছি ব্রিজ, বালি ব্রিজ, দামোদর ব্রিজ, পার্ক সার্কাসের সেভেন পয়েন্টস ইত্যাদি জায়গার ছবি ও ভিডিও পোস্ট করা রয়েছে। পুলিশের দাবি, তিনি অন্তত বার তিনেক কলকাতায় এসেছেন। একবার শিয়ালদা স্টেশনে নেমে ব্যারাকপুরে গিয়েছিলেন। খাওয়াদাওয়াও করেন সেখানকার জনপ্রিয় রেস্তোরাঁতে।

কলকাতায় ঘোরাঘুরির সময় জ্যোতির সঙ্গী ছিলেন স্থানীয় ব্লগার

পাকিস্তানে আমার বিয়ে দাও, চরের কাছে আবদার

সৌমিত ভট্টাচার্য। গত বছর জানুয়ারিতে অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়। কলকাতায় পৌঁছে জ্যোতি সৌমিত্রকে ফোন করেন। পরে তাঁরা একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করেন। সৌমিত জানিয়েছেন, 'ও পাকিস্তানের

সঙ্গে যুক্ত তা জানলে আমি কলকাতায় ঢুকতেই দিতাম না।' পুলিশ জানায়, দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে তিনি শিলিগুড়ির এক হোটেলে ছিলেন, দাবি করেছিলেন ভুটান যাচ্ছেন। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই সফর চলাকালীন তিনি চিকেনস নেক (শিলিগুড়ি করিডর) এলাকাতেও গিয়েছিলেন, যা কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে রয়েছে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বাগডোগরা ও হাসিমারা ঘাঁটি এবং সুকনায় ৩৩ কোরের সদর দপ্তর। ব্যারাকপুরেও রয়েছে প্রাচীনতম বিমানঘাঁটি ও সেনা-প্রশাসনিক ভবন। কলকাতা হল ইস্টার্ন কমান্ড-এর সদর দপ্তর। সবমিলিয়ে তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, জ্যোতি তাঁর ভ্রমণব্লগার পরিচয়ের আড়ালে ভারত থেকে কোনও গোপন তথ্য পাচার করতেন কি না।

হরিয়ানা পুলিশের তরফে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে অবস্থানকালে জ্যোতি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন তা বিস্তারিতভাবে জানাতে। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, অন্য রাজ্যের তদন্তকারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তদন্ত চলছে।

সম্প্রতি জ্যোতি এবং আলি হাসান নামে এক আইএসআই এজেন্টের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকথনের কিছু অংশ সামনে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ওই আইএসআইয়ের চরকে বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিলেন জ্যোতি। তিনি হাসানকে বলছেন, 'গেট মি ম্যারিড ইন পাকিস্তান' (অর্থাৎ 'পাকিস্তানে আমার বিয়ে দাও')। এই কথার মাধ্যমে তাঁর পাকিস্তানের সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।

দ্বাদশ শ্রেণির পর উচ্চশিক্ষার রোডম্যাপ

সুতপা সাহা, *অধ্যাপক ইংরেজি বিভাগ, সূর্য সেন কলেজ, শিলিগুড়ি*

সায়েন্সের বিষয়গুলি নিয়ে পড়লে অত্যন্ত দ্রুত সাফল্য পাওয়া যাবে অথবা আর্টসের বিষয় নিয়ে পড়লে পরবর্তীতে কোনওরকম সাফল্য পাওয়া যাবে না- এই সমস্ত ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে ভুল। যে কোনও বিষয় নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করলে পরবর্তীতে অবশ্যই সাফল্যলাভ সম্ভব।

আজকের সময়ে বুঝতে হবে যে, গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে পেশাগত ডিগ্রির চাহিদা প্রচুর। নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়তে আজকের দিনে প্রফেশনাল ডিগ্রির চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সায়েন্সের বিষয়গুলি নিয়ে পড়লে অত্যন্ত দ্রুত সাফল্য পাওয়া যাবে অথবা আর্টসের বিষয় নিয়ে পড়লে পরবর্তীতে কোনওরকম সাফল্য পাওয়া যাবে না - এই সমস্ত ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে ভুল। যে কোনও বিষয় নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করলে পরবর্তীতে অবশ্যই সাফল্য লাভ সম্ভব। আগামীদিনে কোনও বিষয় নিয়ে পড়লে অথবা কোনও কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করলে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি সাফল্য পাবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সঙ্গে নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করাও সমান জরুরি। মনে রাখা প্রয়োজন যে উন্নত দেশগুলো গতানুগতিক শিক্ষা থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছে। কারিগরি শিক্ষাকে তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়েন পড়ুয়ারা। বেশিরভাগেরই নিজেদের ইচ্ছের থেকেও বেশি পরিবারের চাপ থাকে ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার। কেউ আবার ভর্তি হতে চান প্রথাগত বিজ্ঞান বিষয়ে বা কলা বিভাগে কিংবা বাণিজ্য শাখায়। মধ্যবিত্ত পরিবারে সরকারি চাকরির সুযোগ একটা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। অনেকেই সেই পথে যোগ্যতা অর্জনে আগ্রহী হন।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে কারণ আজকের দ্রুত ডিজিটালাইজড বিশ্বে অসংখ্য পেশা প্রবেশ করেছে। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, অ্যানিমেশন, ই-সেলিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ইভেন্ট প্ল্যানিং, শেফ, কনটেন্ট রাইটার, কনসালট্যান্ট, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, ডিজিটাল মার্কেটার এবং আরও অনেক পেশা আজকের তরুণদের আকর্ষণ করছে।

আজকালকার দিনে সবথেকে লাভদায়ক কেরিয়ার হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করা। আজকের দিনে এআইয়ের সাহায্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে করে চলা কাজ মাত্র কয়েক মিনিটেই হয়ে যাবে। আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI Technology) এসে যাওয়ায় বহু বড় বড় সংস্থা কর্মী নিয়োগের বদলে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আর এমন কর্মীই চাইছে সংস্থাগুলি যারা এই নয়া প্রযুক্তি (Best AI Course) সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ফলে এই সেক্টরে যাঁরা পড়াশোনা করেছেন, ডিগ্রি রয়েছে, তাঁরা প্রাধান্য পাবেন বেশি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এত

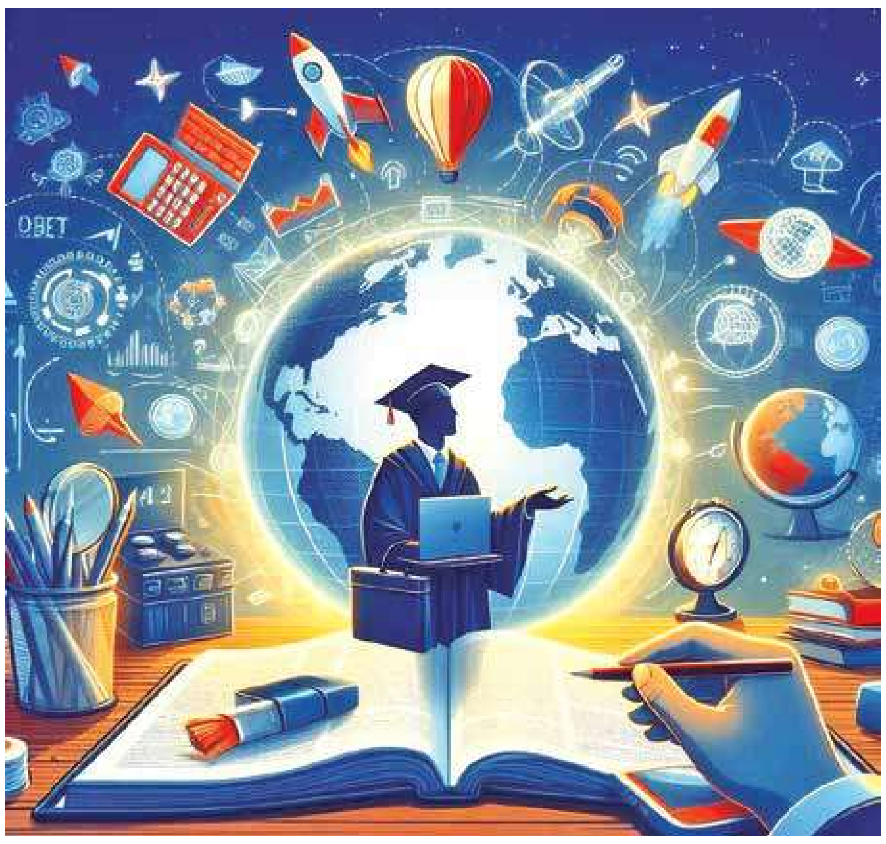

দক্ষতার কারণে বহু সংস্থা তাদের প্রোডাকশন বাড়ানোর জন্য এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এই ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল চ্যাটজিপিটি, গুগল জেমিনি ইত্যাদি। এআইয়ের জগতে দারুণ কেরিয়ার তৈরি করতে গেলে কম্পিউটার সায়েন্স এবং গণিতের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময়ে চালু হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি কোর্স। যার পোশাকি নাম 'লোককথা পর্যটন ও সমষ্টি উন্নয়ন'। মাত্র ২০০০ টাকা খরচ করে ছ'মাসের এই সার্টিফিকেট কোর্সটি করতে পারা যায়। অনলাইন ও অফলাইন দু'ভাবেই করা যায় ক্লাস। বিশেষজ্ঞদের দাবি, আগামীদিনে পর্যটন ও লোকশিল্পের গুরুত্ব আরও বাড়বে। সেক্ষেত্রে এই ধরনের কোর্স করা থাকলে নতুন ধরনের কাজের বাজারে পা ফেলতে সুবিধা হবে তরুণ-তরুণীদের। পর্যটনের স্টার্ট আপ শুরু করার ক্ষেত্রেও এই কোর্সটি সহায়ক হবে বলে মনে করছেন অনেকেই।

প্রতি বছর প্রায় ১৫-২০ লক্ষ শিক্ষার্থী NEET-এ বসেন। MBBS, BAMS, BHMS, BDS-এর মতো মেডিকেল কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য NEET পাশ করা বাধ্যতামূলক। এটি বিশ্বের অন্যতম কঠিন পরীক্ষা এবং এতে উত্তীর্ণ হওয়া খুব সহজ নয়। যদি কেউ NEET-এ অকৃতকার্য হন বা অল্প সময়ে মেডিকেল ক্ষেত্রে কেরিয়ার গড়তে চান, তাহলে স্বল্পমেয়াদি মেডিকেল কোর্স তাদের জন্য ভালো বিকল্প হতে পারে।

আর্টস বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও যদি চিকিৎসা ক্ষেত্রে কাজ করতে চান, তাহলে তারা নার্সিং, ফিজিওথেরাপিস্ট, প্যারামেডিকেল কোর্স বা স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারেন। এছাড়া নার্সিং (GNM), ফার্মাসি, ডিফার্ম প্রভৃতির পাশাপাশি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনলজি (DMLT), ইমার্জেন্সি মেডিকেল টেকনিসিয়ান (EMT), ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান, সার্টিফিকেট ইন জেরিয়াট্রিক কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্স (CGCA), প্রভৃতি কোর্সের খোঁজখবর নিতে পারেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা দ্রুত সাফল্য পেতে চান এবং পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন চাকরির কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলি দিতে চান তাঁরা কিন্তু অবশ্যই পাশ কোর্স নির্বাচন করবেন।

উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পছন্দ অনুসারে ভ্রমণ ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা, ফ্যাশন ডিজাইনিং, অ্যানিমেশন ডিজাইনিং, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের মতো প্রফেশনাল কোর্সগুলিতে ভর্তি হয়ে নিজেদের স্বপ্ন সত্যি করার সুযোগ পেয়ে যান। তবে এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি রয়েছে ফোটোগ্রাফি, ওয়েব ডিজাইনিং, অ্যানিমেশন, জেমোলজি-র মতো বিষয়গুলি। এছাড়াও UGC এবং AICTE-এর তরফে কার্যকরী নানা ধরনের প্রফেশনাল কোর্স রয়েছে। এই সমস্ত কোর্সের আওতায় শিক্ষা গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা নিজের কেরিয়ার তৈরি করতে পারবেন।

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের আগামীকালের অনিশ্চয়তার জন্য প্রস্তুত করা। এটি অভিযোজনযোগ্যতা, সৃজনশীলতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার মতো দক্ষতা প্রদান করে যা পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক দৃশ্যপটে সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জেনে নাও নতুন বিষয় সম্পর্কে

ডঃ বিপুল মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, কালিয়াগঞ্জ কলেজ উত্তর দিনাজপুর*

● ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স :

ডেটা সায়েন্স হল একটি বিশেষ কোর্স, যেখানে বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় থেকে বিভিন্ন ডেটা বা তথ্য সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণ এবং তার প্রক্রিয়াকরণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

উচ্চমাধ্যমিকের পরে করা যেতে পারে বিএসসি ইন ডেটা সায়েন্স। এই কোর্সটি পড়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক এবং রসায়নবিদ্যা বিষয় তিনটি নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। কোর্সে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম বয়সসীমা ১৭ বছর। ভর্তি হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু প্রবেশিকা পরীক্ষাও রয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য এই সমস্ত পরীক্ষা দিতে পারেন। কলকাতায় বেশ কয়েকটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ডেটা সায়েন্সে বিএসসি করা যায়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোর্সটি করতে ১ থেকে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত কোর্স ফি হতে পারে।

এই কোর্স করলে ভবিষ্যতে বড় সংস্থায় বিভিন্ন পদে কাজ করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে অ্যানালিটিক্স এবং ডেটা সায়েন্স-এর মতো বিষয়গুলি সারা বিশ্বের প্রতিটি সংস্থার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে দেশ-বিদেশে দুর্দান্ত কেরিয়ারের সুযোগ রয়েছে। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, উইপ্র, ইনফোসিস, রিলায়েন্সের মতো সংস্থায় চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এই কোর্স করে সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

● আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং :

কম্পিউটার সায়েন্সের অধীনস্থ দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয় হল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং। এই দুটি বিষয় ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম তৈরি করার জন্য শ্রেষ্ঠ। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এদের কার্যাবলি আলাদা। মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা এবং আচরণ হল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। অন্যদিকে, মেশিন লার্নিং হল মেশিনগুলিকে এআই-এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম করা এবং মেশিন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা।

কোর্সটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। কোর্সের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা রয়েছে। সেগুলি উত্তীর্ণ হলেও ভর্তি হওয়া যায়। পাশাপাশি কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেধা অনুযায়ী ভর্তি হওয়া যায়। কলকাতা ছাড়াও রাজ্যের এবং দেশের বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ে বিটেক করার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সাড়ে তিন লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত এই কোর্স ফি হতে পারে।

আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া আমরা অচল। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্র থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য- সর্বত্রই উন্নত সফটওয়্যার, টেকনলজি- ইত্যাদির অবদান অনস্বীকার্য। তাই চাহিদার ওপর নির্ভর করে এই কোর্সটি বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়। গুগল, ফেসবুক, অ্যাপল-এর মতো বিভিন্ন স্বনামধন্য সংস্থাগুলিতে এই কোর্স করে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

অভিব্যক্তির খুঁটিনাটি

মৌমিতা বিশ্বাস, *শিক্ষক শিলিগুড়ি জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠ*

১. অভিব্যক্তি কথার অর্থ কী?

উঃ-স্পেনসার Evolution বা অভিব্যক্তি শব্দটির জনক। ল্যাটিন শব্দ Evolvere থেকে Evolution শব্দটির উৎপত্তি। জীবের সকল ধারাবাহিক ক্রমিক পরিবর্তন যা সরল থেকে উন্নততর জটিল জীবের সৃষ্টি করে একে অভিব্যক্তি বা বিবর্তন বলে।

২. কেমোজেনি বা ' রাসায়নিক বিবর্তনবাদ' কাকে বলে?

উঃ- বিজ্ঞানী হ্যালডেন ও ওপারিন কেমোজেনির পর্যায়গুলিতে লক্ষ করেন প্রাচীন পৃথিবীতে বিভিন্ন অজৈব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থগুলি পারস্পরিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জীব গঠনের উপযুক্ত রাসায়নিক সৃষ্টি করে, একে কেমোজেনি বলে।

৩. হট ডাইলিউট সুপ বলতে কী বোঝো?

উঃ- আদিম পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে 1000^0C-এ নেমে আসলে অজৈব যৌগগুলি সরল জৈব যৌগ গঠন করে। বৃষ্টির জলের এই সরল জৈব যৌগগুলি সমুদ্রের জলে মিশে যে উত্তপ্ত তরল পদার্থ গঠন করে তা হট ডাইলিউট সুপ। হ্যালডেন একে প্রিবায়োটিক সুপ যা আদিকোষ সৃষ্টি করে বলে অভিহিত করেন।

বিষয় পরিচিতি : জন প্রশাসন

সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক ঘোষপুকুর কলেজ, দার্জিলিং

শিক্ষা একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন ও পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান দশকগুলিতে দেখা যাচ্ছে প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। উন্নত দেশগুলিতে অনেকদিন আগে থেকেই গতানুগতিক শিক্ষার বদলে পেশাভিত্তিক অর্থাৎ রোজগারের পথ সুগম হয় এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। আমাদের দেশে নয়া শিক্ষানীতি ২০২০-তে এমনই কারিগরি শিক্ষা অপরিহার্য করা হয়েছে।

যারা সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছ তারা স্নাতক স্তরে জন প্রশাসন বিষয়টি বেছে নিতে পারো। জন প্রশাসন বর্তমান দশকে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। এই বিষয়টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের কাঠামো, কার্যাবলি ও আচরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে। প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটায়, যা আজ কর্মসংস্থানের পথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই বিষয়টি অধ্যয়নের মূল উপযোগিতা হল :

১। নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি।

২। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তন ও উন্নয়ন।

৩। বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা বৃদ্ধি।

৪। আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি।

৫। জনগণকে বিভিন্ন প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান।

জন প্রশাসনের সঙ্গে পরবর্তীতে যদি প্রশাসনিক আইন অধ্যয়ন করা সম্ভব হয় তাহলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় আইনি প্রক্রিয়াগুলি পরিচালনা করা জন প্রশাসকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ফলে কর্তৃত্বের মান বজায় রাখার জন্য আইনি বিষয়গুলি জানা থাকলে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি। যে কোনও নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জন প্রশাসন অধ্যয়ন প্রয়োজন।

জন প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সম্ভব :

১। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় প্রশাসকের পদ।

২। সচিব অথবা প্রশাসনিক সহকারী।

৩। মানবসম্পদ প্রশাসন।

৪। গ্রাহক সেবা প্রতিষ্ঠান।

৫। বাজেট বিশ্লেষক এবং তথ্য বিশ্লেষক।

৬। স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিচালনা বা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা পরিচালনা।

৭। জনজীবন পরিচালনা করা।

নিম্নলিখিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে জন প্রশাসন বিষয়টি পড়ানো হয় এবং উল্লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যায়।

1. Banaras Hindu University (through CUET- UG & PG).
2. Jamia Millia Islamia University (CUET- UG & PG).
3. Tata Institute of Social Science (CUTE- UG & PG).
4. Pondicherry University (CUET- UG & PG).
5. Punjab University (CBSE or equivalent Result).
6. Madras Christian College, Chennai (CBSE or equivalent Result & admission test).
7. Utkal University (CBSE or equivalent Result and admission test).
8. University of Lucknow (CBSE or equivalent Result).

উপরোক্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকার দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে জন প্রশাসন বিষয়টি পড়ানো হয়। যেমন: Amity University (Noida & Ranchi); Adamas University (Kolkata); Lovely Professional University (New Delhi) etc.

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

৪. কোয়াসারভেট কী?

উঃ- আদিম পৃথিবীতে উত্তপ্ত জলে শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও প্রোটিন প্রভৃতির বৃহদাকার জৈব অণুগুলি আন্তরাণবিক বল দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ও মিলিত হয়ে যে বড় কোলয়েড বিন্দু তৈরি করেছিল তাদের কোয়াসারভেট বলে। বিজ্ঞানী ওপারিনের মতে এর থেকেই প্রোটোসেলের আবির্ভাব ঘটে।

৫. কোয়াসারভেট-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উঃ- কোলয়েড বিন্দুগুলি নির্মিত 'পর্দা' বিন্যস্ত হয়ে হট ডাইলিউট সুপ থেকে পৃথক ছিল।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে উপাদানের নির্বাচিত শোষণে এরা সক্ষম হয়।

৬. মাইক্রোস্ফিয়ার কী?

উঃ- বিজ্ঞানী সিডনি ফক্স-এর মতে, হট ডাইলিউট সুপে, লিপিড পর্দাবেষ্টিত ও বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন ছোট ছোট গোলকের আবির্ভাব হয়, যা নিউক্লিক অ্যাসিড ও নিউক্লিও প্রোটিন দ্বারা গঠিত এবং অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা আবৃত এগুলিই মাইক্রোস্ফিয়ার। ফক্স-এর মতানুসারে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি মাইক্রোস্ফিয়ার থেকে হয়, কোয়াসারভেট থেকে নয়।

৭. প্রোটোসেল কী?

উঃ- কোয়াসারভেটের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিডের অনুপ্রবেশ ঘটলে তা প্রথম আদি কোষ বা প্রোটোসেল গঠন করে। মাইক্রোস্ফিয়ারগুলি থেকে প্রোটোসেল সৃষ্টি হয়েছিল।

জ্ঞান ও দক্ষতার ভারসাম্য ভবিষ্যতের পথে গুরুত্বপূর্ণ

রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক
সহকারী অধ্যাপক, শামুকতলা সিধো কানহো কলেজ, আলিপুরদুয়ার

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক তোমাদের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি পরীক্ষা। বিশেষত উচ্চমাধ্যমিকের পর কোন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করবে এটা তোমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

গতানুগতিকভাবে না ভেবে একটু অন্যরকমভাবে ভাবতে হবে বিষয় নির্বাচনে। আমরা শিক্ষক এবং অভিভাবকরা অনেক সময়ই ছাত্রছাত্রীদের পছন্দকে কম গুরুত্ব দিয়ে আমাদের মতকে তাদের উপর চাপিয়ে দিই। এইজন্য অনেক ছাত্রের সফলতা আসে না বা দেরিতে তাদের কর্মসংস্থান হয়। তোমাদের দুটো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে বিষয় নির্বাচনে – ১) কোন বিষয় পড়াশোনা করতে তোমার ভালো লাগে, ২) সেই বিষয়টির বর্তমানে কেমন চাহিদা অর্থাৎ সেই বিষয়টিতে চাকরির বাজার কেমন? যদি এমন হয় যে বিষয়টি তোমার পড়তে ভালো লাগে সেই বিষয়টির বর্তমানে চাহিদা নেই তবে তোমার দ্বিতীয় অপশন বেছে নিতে হবে। যদি দ্বিতীয় অপশনের ক্ষেত্রেও একই হয় তবে তৃতীয় অপশন নিতে হবে। যদি তৃতীয় অপশনের ক্ষেত্রেও একই হয় তবে সেটিও ত্যাগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, তোমার একটা সিদ্ধান্তে তোমার জীবনে অনেক কিছু বদলে যেতে পারে। বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুলে যায় না।

উচ্চমাধ্যমিকের পর কোনও ছাত্রছাত্রী ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, দর্শন, শিক্ষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে অধ্যয়ন করলে বিভিন্ন পেশার সুযোগ থাকে। ইতিহাস নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি, জাদুঘর কিউরেটর, মিউজিয়াম কর্মী, জার্নালিস্ট, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক গবেষণাগারে ও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কাজের সুযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organaisation) বিভিন্ন শাখা অফিসগুলিতে কাজের সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে বিশদে জানতে গৌহাটি UNESCO সেন্টারে খোঁজ নিতে পারো। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে চাইলে NET (National Eligibility Test) অথবা SET (State Eligibility Test) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। NET পরীক্ষায় পাশ করলে ভারতের যে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে পারবে। আবার SET পরীক্ষায় পাশ করলে রাজ্যের যে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে পারবে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই স্নাতকোত্তরে ন্যূনতম ৫৫% (জেনারেল ক্যাটিগোরি) ও ৫০% (তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি) নম্বর থাকতে হবে। কেউ যদি IAS (Indian Administrative Service), IPS (Indian Police Service)-এ যোগ দিতে চায় তারাও বিশেষ সুবিধা পাবে। কারণ মূল পরীক্ষার লিখিত বেশ কয়েকটি পেপার শুধু ইতিহাসের উপর থাকে।

সময় পালটে যাচ্ছে, নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে পছন্দমতো পড়তে হবে। সাফল্য আসবেই। শুধু নেগেটিভ চিন্তা না করে পদ্ধতি মেনে পড়তে হবে। সবক্ষেত্রেই প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারো। এখন বেশ কিছু শুল্কমুক্ত অনলাইন সরকারি নির্ভরযোগ্য সাইট রয়েছে যেখান থেকে তোমরা সমস্ত বিষয়ের বই ও স্টাডি মেটিরিয়াল পেতে পারো। মনে রাখতে হবে এখন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আকাশছোঁয়া। তাই শুরু থেকেই পরিশ্রম করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বাদশ শ্রেণির পর শুধুমাত্র শিক্ষা অথবা দক্ষতা বিকাশ কোনওটিই এককভাবে যথেষ্ট নয়। শিক্ষা আমাদের জ্ঞান এবং চিন্তাভাবনার দিগন্ত প্রসারিত করে, আর দক্ষতা আমাদের সেই জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয়। তাই একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের উচিত জ্ঞান এবং দক্ষতা বিকাশের একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ বেছে নেওয়া।

ছোট্ট তারা

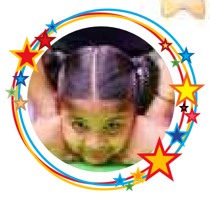

বেসরকারি স্কুলের আপার কিন্ডারগার্টেনের ছাত্রী দিতাশ্রী সরকার যোগাসন সেন্টারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছোটদের বিভাগে যোগাসনে প্রথম হয়েছে।

সুযোগ পেয়েও মুখে কুলুপ

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চাওয়ার কিছু নেই, দাবি চেয়ারপার্সন ও জনপ্রতিনিধিদের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২১ মে : উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে সুযোগ পেয়েও জলপাইগুড়ি শহরের চাওয়াপাওয়া নিয়ে মুখ খুললেন না জনপ্রতিনিধিরা। অথচ বুধবারের বৈঠকে বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মা থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

বর্ধিত শহর এলাকাকে পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করা, দিনবাজার সংস্কার থেকে শুরু শহরের লাইফলাইন করলা নদী সংস্কার এবং নাব্যতা বৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করা যেত বলে মনে করছেন শহরবাসী। তাছাড়া শুধু গ্রামীণ এলাকাকে পুরসভার সংযুক্তিকরণ নয়, শহরের লাইফলাইন করলা নদী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং দিনবাজার সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারত বলে মনে করছে ব্যবসায়ী মহল।

জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভ্র বসুর কথায়, 'যেখানে মুখ্যমন্ত্রী জেলা এবং পুরসভার জনপ্রতিনিধিদের কাছে তাঁদের বক্তব্য জানতে চাইছেন, সেই সুযোগ পাওয়ার পরেও কেন জনপ্রতিনিধিরা চুপ করে রইলেন বুঝতে পারছি না।'

যদিও চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'শহরের বর্ধিত অংশকে পুরসভার অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টি পরেও বলা যাবে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ, সার্কিট বেঞ্চ সহ জলপাইগুড়ির জন্য মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু দিয়েছেন। ফলে আমাদের আর নতুন করে ওঁর কাছে চাওয়ার কিছু নেই।'

চেয়ারপার্সনের কথায় সায় জানালেন জনপ্রতিনিধিও। সদর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক প্রদীপের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জেলা এবং শহরের উন্নয়নে অনেক কিছুই দিয়েছেন। ওঁর কাছে আর কী চাইব?'

অন্যদিকে, রবীন্দ্র ভবন সংস্কার এবং মুক্তমঞ্চের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করা যেত বলে মনে করছেন সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। কবি সাহিত্যিক গৌতম গুহ রায় বলেন, 'রবীন্দ্র ভবন সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া পুরসভাকে বহুবার মুক্তমঞ্চ তৈরির কথা বলতে শুনেছি। সেক্ষেত্রে এদিন যখন প্রশাসনিক বৈঠকে দুই জনপ্রতিনিধির কাছে সুযোগ ছিল, তখন অবশ্যই এইসব প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা উচিত ছিল।'

এবারে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব তাঁকে শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন এলাকাকে পুরনিগমে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা জানিয়েছিলেন। মেয়রের প্রস্তাবে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, বিষয়টি লিখিতভাবে রাজ্যকে জানাতে। একই অবস্থা জলপাইগুড়িরও। শহরের পরিধি ২৫টি ওয়ার্ড ছাড়িয়ে অনেকটাই চলে গিয়েছে। বর্ধিত শহর এলাকার বাসিন্দারাও তাঁদের পুরসভায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলেছেন। অথচ এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে চেয়ারপার্সনকে এই বিষয়ে কিছু বলতে শোনা যায়নি।

এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক রাজা রাউত বলেন, 'করলা নদী সংস্কার আমাদের সকলের দীর্ঘদিনের দাবি। এদিন যখন সুযোগ ছিল করলার বিষয়টি তুলে ধরতেই পারতেন চেয়ারপার্সন। কারণ মানুষের কথা জনপ্রতিনিধিরাই তো সরকারের কাছে তুলে ধরবেন।'

সুযোগ পেয়েও শহরের একাধিক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে না বলায় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শহরবাসী।

" শহরের বর্ধিত অংশকে পুরসভার অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টি পরেও বলা যাবে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ, সার্কিট বেঞ্চ সহ জলপাইগুড়ির জন্য মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু দিয়েছেন। ফলে আমাদের আর নতুন করে ওঁর কাছে চাওয়ার কিছু নেই।
– পাপিয়া পাল, *চেয়ারপার্সন*

যা চাওয়া যেত

- বর্ধিত শহর এলাকাকে পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করা
- দিনবাজার সংস্কার
- করলা নদী সংস্কার এবং নাব্যতা বৃদ্ধি
- রবীন্দ্র ভবন সংস্কার এবং মুক্তমঞ্চ

বাছাই করে লিচু কেনা। *বুধবার মালবাজারের ক্যালটেক্স মোড়ে অ্যানি মিত্রর তোলা ছবি।*

বর্ষায় হাল কী হবে, শঙ্কা শহরবাসীর

ধূপগুড়িতে একাধিক ওয়ার্ডে বেহাল রাস্তা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২১ মে : জায়গায় জায়গায় পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে, রাস্তাজুড়ে কোথাও আবার বড় বড় গর্ত। মাঝেমধ্যেই যানবাহন দুর্ঘটনায় পড়ছে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ধূপগুড়ি পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডের রাস্তাগুলি এমনই অবস্থা। শহরের ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১, ৪, ৯, ১৫, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু রাস্তার পরিস্থিতি খুবই খারপ। নতুন রাস্তা তৈরি কিংবা বেহাল রাস্তাগুলি সংস্কারে পুরসভা উদ্যোগী না হওয়ায় আসন্ন বর্ষায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে।

পুরসভা সূত্রের খবর, তহবিলের অভাবে নতুন রাস্তা তৈরি কিংবা বেহাল রাস্তাগুলি সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া যায়নি। এই অসুবিধার কথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরকে জানানো হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ হলেই কাজ শুরু হবে। পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বললেন, 'প্রায় পাঁচ বছর আগে রাস্তাগুলি তৈরি করা হয়। কয়েক বছর আগে শেষবার ওই রাস্তাগুলি সংস্কারের কাজ হয়েছে। রাস্তা বেহালের অভিযোগ পেয়েছি। খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বাসিন্দারা অবশ্য স্রেফ আশ্বাসে ভরসা রাখতে রাজি নন। দ্রুত ব্যবস্থার দাবিতে তাঁরা সরব হয়েছেন। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পাপ্পু রায় বললেন, 'কয়েক বছর ধরে রাস্তা বেহাল। বারবার জানানোর পরও নতুন রাস্তা তৈরি দূরঅস্ত, বেহাল রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। বৃষ্টি হলে রাস্তার গর্তে জল জমায় চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। আসন্ন বর্ষায় ভোগান্তি আরও বাড়বে।' ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রশান্ত দাসেরও একই দাবি। তাঁর কথায়, 'বাড়ির সামনের রাস্তার বাঁকে গর্ত তৈরি হয়েছে। মোটরবাইক কিংবা সাইকেল নিয়ে সেখান দিয়ে যাতায়াতে খুবই সমস্যা হচ্ছে।'

ধূপগুড়ি টাউন মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি পাপাই বসাক বললেন, 'একাধিক ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বেহাল থাকলেও পুর কর্তৃপক্ষ উদাসীন। কেবল রাস্তার সমস্যাই নয়, শহরে পানীয় জলের সমস্যাও প্রকট। যানবাহনের পার্কিংয়ের জন্যে পর্যাপ্ত জায়গা নেই। উন্নয়নমূলক কোনও কাজে পুরসভা হাত দিচ্ছে না।' সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

ধূপগুড়ি পুর এলাকায় বেহাল রাস্তা।

উদাসীন পুরসভা

- ধূপগুড়ির ১, ৪, ৯, ১৫, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু রাস্তার বেহাল দশা
- কয়েক বছর আগে ওই রাস্তাগুলি শেষবার সংস্কার হয়েছে
- সবকিছু জানা সত্ত্বেও সমস্যা মেটাতে পুরসভা উদাসীন বলে অভিযোগ
- সরকারিভাবে অর্থ বরাদ্দ হলেই রাস্তা সংস্কার করা হবে বলে পুরসভা জানিয়েছে

ময়নাগুড়িতে উদ্বিগ্ন ক্রীড়াবিদরা

খেলার মাঠে নেশার আসর

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২১ মে : খেলার মাঠে জমিয়ে নেশার আসর বসছে। সন্ধের পর থেকে অপরিচিতদের আনাগোনা শুরু হয়। কখনো-কখনো দিনেরবেলাতেও আড্ডা বসছে। ঘটনাটি ময়নাগুড়ি শহরের খেলার মাঠের। পাশেই পুরসভা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি হাইস্কুল। মাঠের ড্রেসিং রুমের কাছে গিয়ে দেখা গেল অসংখ্য খালি দেশি, বিদেশি মদের বোতল, জলের বোতল এবং প্যাকেটজাত ফাস্ট ফুডের ফাঁকা মোড়ক পড়ে রয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ সেখানে বেশ কয়েকজনকে জড়ো হতেও দেখা গিয়েছে। ক্যামেরা তাক করতে একে একে মোটরবাইক নিয়ে চম্পট দেয়। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ক্রীড়াবিদরা।

ময়নাগুড়ি শহরের খেলার মাঠে পড়ে খালি বোতল।

যদিও এবিষয়ে ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়ের বক্তব্য, 'বিষয়টি উদ্বেগজনক। পুরসভার তরফে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর জন্য আবেদন করা হবে।'

ময়নাগুড়ি আবগারি ওসি প্রবীর সান্যাল জানালেন, মাদকবিরোধী লাগাতার অভিযান চলছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

পুলিশ ইতিমধ্যে অভিযান চালিয়ে শহরের নতুন বাজার কিষান মান্ডি, দুর্গাবাড়ি মোড় এবং পুরোনো বাজারের ভেতর সহ নতুন বাজার মার্কেট কমপ্লেক্সে মদের আসর বন্ধ করে দিয়েছে। তাই পুলিশের চোখে ধুলো দিতে বেশ কিছুদিন ধরে খেলার মাঠটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। মাঠের পাশে এক কোণে ড্রেসিং রুম। পাশে শৌচাগার ও বড় বড় গাছ। এখানকার মূল গেটটি বন্ধ থাকে। তবে পাশের প্রবেশপথ দিয়ে মাঠের ভেতরে ড্রেসিং রুমের কাছে অবাধ বিচরণ নেশায় আসক্তদের। মাঝখানে পুলিশি অভিযানের পর বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এখন আবার রমরমিয়ে বসছে নেশার আসর। মাঠের সীমানা প্রাচীরের ভেতরে রয়েছে ওপেন জিম। ওইদিন ওপেন জিমে শরীরচর্চা করতে আসা গোপীনাথ দাস বললেন, 'ছেলেকে দেখাতে এসেছি ওপেন জিম। দেখলাম ড্রেসিং রুমের সামনে তরুণ ছেলেদের জটলা। সন্দেহ হওয়ায় এগিয়ে যেতে পালিয়ে গেল।'

প্রাক্তন ক্রীড়া শিক্ষক তথা প্রাক্তন ফুটবলার অসীম চট্টোপাধ্যায় জানালেন, খেলার মাঠের পরিবেশটাই বিষিয়ে গিয়েছে। দিনে-রাতে নেশার আসর বসে। একই বক্তব্য ময়নাগুড়ির প্রাক্তন ফুটবলার সন্তোষ ঘোষেরও।

ময়নাগুড়ি সুভাষনগর হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া সাগর মণ্ডল পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীনগরপাড়ার বাসিন্দা। সাগর বলল, 'অবসর সময়ে মাঠে খেলতে আসি। ফুটবল খেলতে খুব ভালো লাগে। ড্রেসিং রুমের ওখানে বেশিরভাগ সময় আড্ডা চলে।'

ধোঁয়ায় আতঙ্ক

জলপাইগুড়ি, ২১ মে : জলপাইগুড়ির স্টেশন রোড এলাকায় প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন প্রাচীন শিরীষ গাছের কোটর থেকে ধোঁয়া বেরোনোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন দুপুরে ওই এলাকার বাসিন্দারা গাছের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে জিআরপি ও রেলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। এরপর দমকলে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ-প্রশাসনও পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে।

রামু বাসফোর নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'গাছের নীচে বসে অনেকে ধূমপান করেন। কেউ বিড়ি বা সিগারেট না নিভিয়ে ওই গাছের কোটরে ফেলায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।' ৩ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে দমকলের ২টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করলেও, ধোঁয়া বেরোনো বন্ধ হয়নি। এরপর মোট ৪টি দমকলের ইঞ্জিন মিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও রাতে ফের আগুন দেখা যায়। দমকল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বৃক্ষরোপণ

মালবাজার, ২১ মে : মাল পুরসভার পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করা হবে। ইতিমধ্যেই মালবাজার শহরের পাঁচটি জায়গা বৃক্ষরোপণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। ২ নম্বর ওয়ার্ডের জনস্বাস্থ্য কারিগরি কম্পাউন্ড, মালবাজার শ্মশানঘাট, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনিকেতন শিশুশিক্ষাকেন্দ্র, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নজরুল শিশু উদ্যান ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন কলোনি উদ্যানে এই বৃক্ষরোপণ হবে।

বুধবার পুরসভার দুই কাউন্সিলার উমা দে দাস ও সুরজিৎ দেবনাথ চিহ্নিত স্থানগুলো পরিদর্শন করেন। সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। পুরসভা জানিয়েছে, শীঘ্রই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির করে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের আম্রুত প্রকল্পের আওতায় এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পরিকল্পনা হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'শীঘ্রই বড় আকারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আরম্ভ হবে। পাশাপাশি, চারাগাছের দেখভালের দায়িত্বও থাকবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর ওপর।'

পাড়ায় পাড়ায়

ময়নাগুড়ি

১৭টি ওয়ার্ডে অপর্যাপ্ত পথবাতি

ময়নাগুড়ি, ২১ মে : দীর্ঘদিন ধরে ময়নাগুড়ি পুরসভাজুড়ে পথবাতির সমস্যা প্রকট হয়েছে। শহরের ১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে অধিকাংশে পর্যাপ্ত পথবাতি নেই। শহরের সবচেয়ে বড় এলাকা ১ নম্বর ওয়ার্ডের পেটকাটি।

এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রিম্পা রায় বলেন, 'আমার ওয়ার্ডের জন্য ৫০০টি পথবাতি চেয়েছিলাম। মাত্র ৫০টি পেয়েছি। সমস্যা সমাধানের কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছি না।' স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুদিন ধরে এই ওয়ার্ডে পথবাতির সমস্যা তীব্র। টেন্ডারে ত্রুটি থাকায় এমইডি পথবাতি মেরামতির টেন্ডার বাতিল করেছে বলে পুর চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী জানিয়েছেন। তবে দ্রুতই সমস্যা মিটবে বলে তিনি আশ্বাসও দিয়েছেন।

মালবাজার

পালপাড়া যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড

মালবাজার, ২১ মে : মাল শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়া যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। দুর্গন্ধ, মশামাছি ও পোকামাকড়ের উপদ্রব যেমন বাড়ছে তেমনি অসুখ-বিসুখের আশঙ্কায় বাসিন্দারা ভুগছেন। এলাকায় কিছুদিন আগে একটি নর্দমা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনাগত ত্রুটির জন্য নর্দমার মধ্যে জল জমে থাকছে। পুরসভার পক্ষ থেকে এলাকায় কেরোসিন ছেটানো হলেও মূল সমস্যার সমাধান হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা নব্যেন্দু পাল বলেন, 'সন্ধের পর থেকে বাড়িতে মশার কামড়ে টেকা দায় হয়ে যায়।'

এলাকায় চিনা সমাধিক্ষেত্র, রাধাগোবিন্দ মন্দির ও ভারত সেবা আশ্রম রয়েছে। ফলে প্রচুর মানুষের আনাগোনা চলে এলাকায়। ভক্তদের দুর্গন্ধ পেরিয়ে মন্দিরে যেতে হয়। স্থানীয় কাউন্সিলার মণিকা সাহা বলেন, 'চিনা কবরের জায়গায় বর্ষাকালে জল জমে ডোবায় পরিণত হয়। কিছু অসচেতন নাগরিক ওই জায়গায় আবর্জনা ফেলছেন।' তিনি জানান, স্পেশাল টিম পুনরায় নর্দমার পর্যবেক্ষণ করেছে। তাঁদের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে আগামী পদক্ষেপ করা হবে।

তথ্য : বাণীব্রত চক্রবর্তী ও সুশান্ত ঘোষ।

জরুরি তথ্য

বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	৩
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	৩
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০

ওজন পরিমাপক যন্ত্র বাজেয়াপ্ত

জলপাইগুড়ি, ২১ মে : ওজন পরিমাপক যন্ত্রের নবীকরণের সময়সীমা বছর পাঁচেক আগে পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও সেই যন্ত্রগুলি ব্যবহার করে চাল, ডাল, ফল ইত্যাদির পরিমাপ চলছে। বুধবার জলপাইগুড়ি শহরজুড়ে লিগ্যাল মেট্রলজি দপ্তরের অভিযানের সময় এমনই ছবি ধরা পড়ে। এদিনের অভিযানে প্রায় ২০টি ওজন পরিমাপক যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। সকাল থেকে লিগ্যাল মেট্রলজি বিভাগের আধিকারিকরা শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় ওজন পরিমাপক যন্ত্রের পরীক্ষা শুরু করেন। ৭৩ মোড়, মোহিতনগর, দিনবাজার সহ মার্চেন্ট রোড এলাকার একাধিক দোকানে তাঁরা অভিযান চালান। শহরের একাংশ ব্যবসায়ী ওজন পরিমাপক যন্ত্রের নবীকরণ না করে বছরের পর বছর ধরে বেচাকেনা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে এই অভিযান থেকে তাঁরা জানতে পারেন।

লিগ্যাল মেট্রলজি বিভাগের উত্তরবঙ্গের ডেপুটি কন্ট্রোলার উৎপল বিশ্বাস বলেন, 'শহরজুড়ে অভিযানে কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা বেশ কিছু ওজন পরিমাপক যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছি। আমরা সেই যন্ত্রগুলি দপ্তরে নিয়ে এসেছি। ওই যন্ত্রগুলির ওজন পরিমাপণ ব্যবস্থা ঠিক রয়েছে কি না তা সেগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি বছর ওজন পরিমাপের ডিজিটাল মেশিন এবং বাটখারাগুলি ঠিকঠাক রয়েছে কি না তা পরীক্ষা করিয়ে শংসাপত্র নিতে হয়।

কমেছে চাহিদা, হতাশ বেতশিল্পীরা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২১ মে : আগুনে একটু ঝলসে বেত বাঁকিয়ে সোফা সেটের কাজ করছিলেন টোটন দাস। উলটো দিকে রাস্তার পাশে বসে ফিতে দিয়ে মাপ করে সঞ্জীব দাস বেত কাটছিলেন। বেতের আসবাবের চাহিদা আজও আছে? টোটন বললেন, 'আমাদের বেতের আসবাব দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানি হত একসময়। কিন্তু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ফাইবারের আসবাব আসার পর বেতের আসবাবের চাহিদা কমেছে। যে কারণে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই কুটিরশিল্প এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে না।'

জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুর এলাকায় জাতীয় সড়কের দুই ধারে অন্তত ১২-১৪টি পরিবার বংশানুক্রমে বেতের চেয়ার, ডাইনিং টেবিল, খাট, ঝাড়বাতি সহ বিভিন্ন সামগ্রী বানিয়ে আসছে। সেই সামগ্রী একসময় শহরের বিভিন্ন অভিজাত বাড়ি সহ রপ্তানি হত বেঙ্গালুরু, কেরল, মহারাষ্ট্র, দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। অসম এবং শহর লাগোয়া তিস্তাপাড় থেকে বেত এনে পাহাড়পুর মোড়ের দু'ধারে বসেই নানা আসবাব তৈরি করছেন টুকাই দাস, সত্য দাসরা। কিন্তু পরিশ্রম সাপেক্ষে বিক্রি কমে যাওয়ায় এই বেতশিল্পীদের মধ্যে হতাশা ছেয়ে গিয়েছে।

টোটন বলেন, 'আমরা আগে মাসে আট-দশ সেট সোফা, ঘরের ল্যাম্প, দোলনা সহ বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করতাম। কিন্তু এখন এগুলো আমাদের থেকে কেউ নেয় না। আগে বাবা যখন কাজ করতেন তখন মাসে ৩০ হাজার টাকা উপার্জন কোনও ব্যাপার ছিল না। এখন সেই বিক্রি কমেছে। এখন এই ৩০ হাজার টাকার বিক্রি করতে কালঘাম ছুটে যায়।'

তাঁদেরই মধ্যে এক বেতশিল্পী অসীম দাস জানালেন, একটি সোফা সেট তৈরি করতে অন্তত এক সপ্তাহ লেগে যায়। খুব বেশি হলে যার দাম পাই ১০-১২ হাজার টাকা। দাম কম হওয়ায় এখন অ্যালুমিনিয়াম, ফাইবারের সোফা কেনেন অনেকে। বাধ্য হয়ে বেতশিল্পীদেরও কম দামে জিনিস বিক্রি করতে হয়। এভাবে কতদিন জীবিকা টিকিয়ে রাখা যাবে, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন তাঁরা।

একসময়, এই বেতের শিল্পীদের তৈরি বিভিন্ন জিনিসের নাম দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লেও সেই কুটিরশিল্পীরা আজ ব্রাত্য। কিন্তু আগামী প্রজন্ম এই সামগ্রী তৈরি না করলে অচিরে কুটিরশিল্পটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন বেতশিল্পীদের একাংশ।

পাহাড়পুরে একটি দোকানে বেতের আসবাব।

সংবাদদাতা চাইছে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বানারহাট
এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।
যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ২৭ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com

ইস্তফা ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২১ মে : শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অমান্য করে বেআইনি পদ্ধতিতে তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সায় দেননি তিনি। অভিযোগ, সেকারণেই নানা পদ্ধতিতে তাঁর উপর লাগাতার চাপ সৃষ্টি করছিলেন তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতারা। কারণে-অকারণে দপ্তরে ঢুকে অপমানজনক কটূক্তি করা, অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল। এসবের মধ্যেই মঙ্গলবার দাবি আদায়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে ঘেরাও করে রাখেন শিক্ষাবন্ধু সমিতি সহ অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের অন্য একটি সংগঠন। সেখানে ফের কটূক্তি করা হয় বলেই অভিযোগ। তাই অপমানে ইস্তফা দিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নূপুর দাস। বুধবার সকালেই ই-মেল মারফত শিক্ষা দপ্তরের বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ দেখভালের দায়িত্বে থাকা বিশেষ সচিব চন্দ্রাণী টুডুর কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন নূপুর।

> যা হয়েছে তা দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারব না। কোনও অন্যায় কাজকেও সমর্থন করব না। তাই ইস্তফা দিয়েছি।
>
> **নূপুর দাস**
> রেজিস্ট্রার, এনবিইউ

এক বছরের বেশি সময় ধরে উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়। নেই স্থায়ী রেজিস্ট্রার, অর্থ আধিকারিক, পরীক্ষা নিয়ামক, কলেজ পরিদর্শক। প্রধান চার আধিকারিকের পদ দীর্ঘদিন থেকে ফাঁকা থাকায় এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ধুঁকছে। শিকেয় উঠেছে পড়াশোনা, গবেষণার কাজ। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ইস্তফা দেওয়ায় এবার প্রশাসন কার্যত অচল হয়ে পড়ল। এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্যের শাসকদলের শিক্ষাকর্মী সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সব মহলেই। নূপুরের কথা, 'যা হয়েছে তা দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারব না। কোনও অন্যায় কাজকেও সমর্থন করব না। তাই ইস্তফা দিয়েছি।'

নূপুর রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতো সমহারে ডিএ এবং বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি। এপ্রিল মাসে দফায় দফায় রেজিস্ট্রারের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার কর্মসমিতির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। শিক্ষা দপ্তর চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয় তাদের অনুমোদন ছাড়া ওই ধরনের কোনও বৈঠকের আইনি বৈধতা নেই। মঙ্গলবার সকালে যখন রেজিস্ট্রারের দপ্তরে ওই চিঠি পৌঁছায় ততক্ষণে বৈঠকের জন্য সব সদস্যরা উপস্থিত হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত বৈঠক হয়নি। অভিযোগ, শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশের তোয়াক্কা না করেই তাদের দাবি মেনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বৈঠকে ঢুকে চিৎকার শুরু করেন শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা, কর্মীরা। তারপর দরজা বন্ধ করে আধিকারিকদের সন্ধ্যা পর্যন্ত আটকে রাখা হয়।

যদিও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে অপমান বা গালিগালাজ করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রণজিৎ রায়। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুসারে আমাদের প্রাপ্য ও বকেয়া ১২ শতাংশ ডিএ, বেতন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবি পূরণের জন্য আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছি। যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে সব মিথ্যা ও সাজানো। উপাচার্য না থাকলেও এবং কর্মসমিতিতে সিদ্ধান্ত না হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ শুধু আমাদের দাবি মানার ক্ষেত্রেই উলটো কথা বলা হচ্ছে।' রেজিস্ট্রার না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন বা শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম যে বাস্তবে বন্ধ হয়ে যাবে সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন অন্য আধিকারিকরাও। কলা ও বিজ্ঞান দুই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়ের কথা, 'সত্যিই সংকট তৈরি হবে। শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিবের কাছে দ্রুত সমস্যা মেটানোর অনুরোধ করেছি।'

ভোটার তালিকায় দু'জায়গায় নাম সুকান্তের স্ত্রীর

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২১ মে : বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের স্ত্রীর দুই জায়গায় ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। তাঁর নাম রয়েছে জলপাইগুড়ি এবং বালুরঘাটে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে জলপাইগুড়ি থেকে বালুরঘাটে ভোটার কার্ড স্থানান্তরিত করেন সুকান্তর স্ত্রী কোয়েল চৌধুরী। কিন্তু তাঁর নাম থেকে গিয়েছে জলপাইগুড়ির ভোটার তালিকাতেও। সুকান্তের দাবি, সপ্তাহখানেক আগে বিষয়টি নজরে আসতেই কোয়েল নিজে জলপাইগুড়িতে থাকা নাম বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছেন। অন্যদিকে, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন। দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসককে তদন্ত করে সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছেন সিইও।

ভূত ভোটার নিয়ে কম শোরগোল হয়নি রাজ্য রাজনীতিতে। ভিনরাজ্যের ভোটারদের এরাজ্যে ঢুকিয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জেলায় জেলায় ভূতুড়ে ভোটার ধরতে অভিযানে নেমেছিল তৃণমূল। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্তর স্ত্রীর দুই জায়গায় নাম থাকার বিষয়টি সামনে আসতেই, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এবিষয়ে সুকান্তর দাবি, 'আমার স্ত্রী বিয়ের আগে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ছিলেন। বিয়ের পর নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে নাম ট্রান্সফার করা হয় বালুরঘাটে। স্ত্রীর নাম যদি আগের জায়গায় কাটা না হয়, তার দায় প্রশাসনের। কারণ, কাজটি প্রশাসন করে থাকে। তবে তৃণমূল প্যাঁচে ফেলতে পারে বুঝতে পেরে আমি নিজেই আমার স্ত্রীকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনে আগের জায়গার নাম কাটার জন্য আবেদন করিয়েছি।'

> আমার স্ত্রী বিয়ের আগে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ছিলেন। বিয়ের পর নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে নাম ট্রান্সফার করা হয় বালুরঘাটে। স্ত্রীর নাম যদি আগের জায়গায় কাটা না হয়, তার দায় প্রশাসনের।
>
> **- সুকান্ত মজুমদার**
> রাজ্য সভাপতি, বিজেপি

তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে দাবি করুক, সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। দলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সহকারী সভাপতি সুভাষ চাকি বলেন, 'সুকান্ত মজুমদার মিথ্যা কথা বলছেন। আজ যখন বিষয়টি সামনে এসেছে, তখন তিনি তড়িঘড়ি বলছেন যে নাম কাটানোর আবেদন করেছেন। এমন তো নয়, বিষয়টি নজরে আসতে তড়িঘড়ি নাম কাটানোর বিষয়টি ফলাও করে বলছেন। তিনি দলের প্রভাব খাটিয়েই বালুরঘাটে স্ত্রীর ভোটার কার্ডে নাম তুলেছেন। এটা অস্বীকার করতে পারবেন না।'

এব্যাপারে জানতে চাইলে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক ও রিটার্নিং অফিসার বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখব।'

ভোটের প্রস্তুতিতে নেতাদের নির্দেশ মমতার

হাতে হাত মিলিয়ে চলার বার্তা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ মে : উত্তরবঙ্গের প্রতিটা জেলায় জোড়াফুল শিবিরের অন্দরে চোরাস্রোতের মতো বইছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কোনও জেলায় বিধায়ক-প্রাক্তন বিধায়ক, কোথাও একই দপ্তরের বর্তমান আর প্রাক্তন মন্ত্রী। এমনকি শহর-গ্রামীণ নেতৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক 'সু' নয় একেবারে।

অতীতে একাধিক নির্বাচনে দলের হারের নেপথ্যে রেষারেষি অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। পরিস্থিতি অজানা নয় দলনেত্রীর। বছর ঘুরলে বিধানসভা ভোট। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে উত্তরের আটটি জেলার ৫৪টি আসনের গুরুত্ব বিলক্ষণ জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই জনপ্রতিনিধিদের হাত মিলিয়ে চলার বার্তা দিলেন তিনি।

বুধবার কলকাতায় ফেরার আগে উত্তরকন্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে চায়ের টেবিলে এই পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি আগামী কয়েকমাস সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালানো, অজানা-অচেনা লোককে এলাকায় দেখলে স্থানীয় থানাকে জানানো এবং চোখ-কান খোলা রাখার নির্দেশও দিয়েছেন। কে আসছেন, কতদিন থাকছেন ইত্যাদি নজরে রাখার পরামর্শ দেন তিনি। তিনদিনের সফরের শেষদিনে দুপুরে উত্তরবঙ্গের আট জেলাকে নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা সরাসরি উত্তরকন্যায় উপস্থিত ছিলেন। তারপর দলের জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ মন্ত্রী, সাংসদ,

> শুধু প্রশাসন সব করবে, তা হয় না। আপনাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সবাই ভোটার তালিকা নিয়ে ভালোভাবে কাজ করুন। বাইরের কেউ এসে এখানে ভোটার তালিকায় নাম তুলছেন কি না, সেদিকে নজর রাখতে হবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

বিধায়ক, সভাধিপতি, শিলিগুড়ির মেয়র, বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের আলাদাভাবে ঘরে ডেকে নেন নেত্রী। সেখানে তিনি সকলের সঙ্গে বসে চা পান করেন, প্রত্যেকের শারীরিক খোঁজখবরও নিয়েছেন।

কোচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি- সর্বত্র দলের কোন্দল নিয়ে চিন্তিত তৃণমূল। প্রতিটি জেলায় তিন-চারটে করে গোষ্ঠী সক্রিয়। তারা নিজেদের মতো করে দলীয় কাজকর্ম পরিচালনা করে বলে অভিযোগ। এতে অতীতেও ভোটবাক্সে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, আবারও পড়ার আশঙ্কায় শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই এদিন সবাইকে একসঙ্গে ভোটের প্রস্তুতিতে নামার নির্দেশ দিলেন মমতা।

'চায়ে পে চর্চা'-তে মমতা সীমান্ত নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা জানান। বলেন, 'শুধু প্রশাসন সব করবে, তা হয় না। আপনাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সবাই ভোটার তালিকা নিয়ে ভালোভাবে কাজ করুন। বাইরের কেউ এসে এখানে ভোটার তালিকায় নাম তুলছেন কি না, সেদিকে নজর রাখতে হবে।'

মমতা এ-ও বলেন, 'অনেক পরিযায়ী শ্রমিক এখানে একবার ভোট দেন, আবার অন্য রাজ্যেও দিচ্ছেন। এমন ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে হবে।' সূত্রের খবর, ভোট প্রক্রিয়ায় জড়িত সরকারি কর্মচারীদের ওপর কিছুক্ষেত্রে নজরদারি প্রয়োজন, মমতা তেমনটাই এদিন বলেছেন জনপ্রতিনিধিদের।

তাঁর বক্তব্য, 'সবাই নয়, দু'একজন ভোটার তালিকায় কিছু করলেও করতে পারে। কোথাও কোনও অভিযোগ পেলে পুলিশ-প্রশাসনকে জানাতে হবে।'

চা দিবস

নাগরাকাটা, ২১ মে : ডুয়ার্সে আসা পর্যটকদের সঙ্গে 'চায়ে পে চর্চা' কর্মসূচির আয়োজন করা হল বুধবার। প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হল নানা স্বাদের চা। সঙ্গে ছিল লোকনৃত্যের আসর। বুধবার সন্ধ্যায় লাটাগুড়ির ম্যালে এমন কর্মসূচির মাধ্যমে ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চা দিবস উদযাপন করল জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি। সহযোগিতায় ছিল লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। পর্যটকরা যাতে ক্ষুদ্র চা চাষিদের হাতে তৈরি গ্রিন, ব্ল্যাক, পার্পল, হোয়াইট টি-র মতো নানা কিসিমের চা কিনে নিয়ে যেতে পারেন সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়।

পারদ চড়ছে

প্রথম পাতার পর

এদিন শিলিগুড়ির কিছু আইনজীবীর জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি দুই বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য থাকা নিয়েও চর্চা হয় বৈঠকে। গৌতম দাস পরে বলেন, 'আমরা জলপাইগুড়ি বার এই বিষয়ে অভ্যন্তরীণ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

শিলিগুড়ির আইনজীবীরা আইনমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে থাকা জলপাইগুড়ি জেলার অংশের মামলাগুলি জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালত থেকে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরের দাবি জানিয়েছিলেন। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদল শিলিগুড়িতে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে। বুধবার দুপুরে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। রাজ্য বার কাউন্সিল সদস্য গৌতম দাস বলেন, 'মামলা যাতে জলপাইগুড়ি থেকে হস্তান্তর না করা হয়, মন্ত্রীকে সেই দাবি জানিয়ে আমরা সন্তুষ্ট। মন্ত্রী কাউকেই মামলা হস্তান্তর নিয়ে কোনও আশ্বাস দেননি। তাই এখন কৌশলগত আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।'

এদিনের সভায় আইনজীবী প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এসটিএফ সংক্রান্ত মামলাগুলি হঠাৎ করে কেন শিলিগুড়ির মতো এসিজেএম আদালতে স্থানান্তরিত করা হল? এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত।' আর এক আইনজীবী সুদীপ্ত ভৌমিক বলেন, এসটিএফ মামলার বিষয়ে আমাদের দ্রুত রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরে প্রতিবাদ জানানো উচিত। জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভিজিৎ সরকার জানান, এসটিএফ মামলা উত্তরবঙ্গের সংশ্লিষ্ট জেলার আদালতেই হবে, এটাই আমরা চাইছি। উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার বার অ্যাসোসিয়েশনকে সংগঠিত করে সম্মিলিতভাবে আমরা রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরে গিয়ে লিখিত দাবি পেশ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছি।'

মামলা হস্তান্তর এবং এসটিএফ মামলা শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কৌশলগত আন্দোলন শুরু করতে চাইছে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন। এদিন দুই আইনজীবী সুদীপ্ত ভৌমিক এবং গৌতম পালকে মাথা করে তদারকি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আঁকাবাঁকা পথ ধরেই সান্দাকফু।। নেপালের ইলম জেলার তুমলিংয়ে। বুধবার সুদীপ্ত ভৌমিকের ছবি।

মোদির সফরে হতভম্ব পদ্মই

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২১ মে : বিধানসভা নির্বাচনের বাকি এখনও প্রায় এক বছর। রাজ্যে আপাতত বিজেপির কোনও বড় কর্মসূচিও নেই। এরই মধ্যে হঠাৎ প্যারেড গ্রাউন্ডে মোদির সভা ও প্রশাসনিক বৈঠক, রাজনৈতিক মহলে হইচই ফেলে দিয়েছে। আগামী ২৯ মে প্রধানমন্ত্রী আসবেন আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে। শহরে এই প্রথমবার। এই খবর যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না বিজেপি নেতারাই। বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর ব্যস্ততার জন্য তাঁকে তো বড় বড় নির্বাচনের আগে আলিপুরদুয়ারে প্রচারে চেয়েও অনুমোদন পাওয়া যায়নি। আর এবার না চাইতেই সভা!

এই মুহূর্তে আলিপুরদুয়ারে সভা চাই, এই আবদার করা তো দূর, কল্পনাও করতে পারেননি বিজেপির নেতারা। তাহলে হঠাৎ এই কর্মসূচি কেন? বিজেপির নেতারাও ধোঁয়াশায়। বলছেন, কেন্দ্র থেকে এই কর্মসূচি ঠিক করা হয়েছে। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মনের কথায়, 'অপরেশন সিঁদুরে ভারত যে পরাক্রম দেখিয়েছে সেটা জানাতেই প্রধানমন্ত্রী আসবেন। আমার সবাই তাঁর কথা শুনব।'

বিজেপির অন্দরমহলের খবর, প্রধানমন্ত্রীর সভা যে রাজ্যে হবে তা নিয়ে গত তিন-চারদিন ধরে আলোচনা চলছিল। তবে তাতে সিলমোহর যে পড়বে সেটা রাজ্যের হাতেগোনা কয়েকজন নেতারই জানা ছিল। রাজনৈতিক মহলে এখন জোর আলোচনা চলছে, অপরেশন সিঁদুরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে শক্তি প্রদর্শন করেছে, সেটাকে মাথায় রেখেই একদিকে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি, আরেকদিকে ভুটান সীমান্ত, আরেকদিকে চিনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বড় প্রশাসনিক সভার মাধ্যমে বার্তা দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী।

আগামী বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর জনসভা যেমন হবে, তেমনই হবে প্রশাসনিক সভাও। তার উদ্যোক্তা আবার প্রধানমন্ত্রীর অফিস (পিএমও)। এই প্রশাসনিক সভা নিয়েও জোর জল্পনা চলছে।

প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শনে গিয়ে ক্রিকেটার দীপক বর্মন। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

পর্যটক প্রবেশে 'না'

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম

শিলিগুড়ি, ২১ মে : প্রাক বর্ষাতেই নতুন করে বিপর্যস্ত হল উত্তর সিকিম। টানা বৃষ্টির জেরে ফের ধস নামল একাধিক জায়গায়। যার জেরে লাচেন তো বটেই, লাচুংয়েও পারমিট দেওয়া বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মংগন জেলা প্রশাসন। তবে মঙ্গলবার আটকে পড়া পর্যটকদের বুধবার সকালে গ্যাংটক পৌঁছে দেওয়ায়, এবারের বিপর্যয়ে তেমন পর্যটক আটকে নেই উত্তর সিকিমে। বেড়াতে এসে যাতে পর্যটকরা দুর্যোগের জেরে সমস্যায় না পড়েন, তার জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য পারমিট দেওয়া বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মংগন জেলা প্রশাসন। জেলা শাসক অনন্ত জৈনের উপস্থিতিতে বুধবার উচ্চপর্যায়ের একটি বৈঠক হয়েছে। এই বৈঠকেই বর্তমান পরিস্থিতিতে আপাতত পারমিট ইস্যু না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

টানা কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে নতুন করে মুন্সিথাংয়ে ধস নামায় বন্ধ হয়ে যায় চুংথাং-লাচেনের রাস্তা। ধস নামে মংগন-চুংথাং সড়কের শিবগেলেও। ফলে লাচুং যাওয়ার পথও বন্ধ হয়ে যায়। ফিডং ও সাংকালানের মাঝে একটি জায়গায় জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে রাস্তার অনেকটা অংশ। যার জেরে বিপর্যস্ত এই এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। বুধবার কাদা ও ধসের মাটির কিছুটা সরিয়ে গাড়িগুলিকে গ্যাংটক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে নতুন করে বৃষ্টি শুরুর পাশাপাশি ধস নামায় বন্ধ হয়ে যায় লাচেন ও লাচুং যাওয়ার রাস্তা। পারমিট ইস্যু না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কাশ্মীরে গিয়ে নিখোঁজ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২১ মে : কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলার রেশ, অপারেশন সিঁদুর ইত্যাদি নিয়ে দেশজুড়ে শোরগোল। এসবের মধ্যেই সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাটিওন গ্রামে আশফাকের বাড়িতে দুশ্চিন্তার মাত্রাটা অনেকখানি বেশি। কারণ কাশ্মীরে অস্থিরতার মধ্যেই সেখানে কাজে গিয়ে নিখোঁজ বছর সতেরোর পরিযায়ী শ্রমিক আশফাক হক। বাড়ির সঙ্গে তার শেষ কথা হয়েছিল বারোদিন আগে। তারপর আর কোনও পাত্তা নেই। ভেঙে পড়েছেন মা রেহেনা বিবি। প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন, ছেলেকে ফেরানোর জন্য। হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তাজমুল হোসেন পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

উদ্বেগ

রাজগঞ্জ, ২১ মে : সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকরমারি গ্রামে মাছি নিয়ে কয়েকদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে এলাকার একটি হ্যাচারির কর্মচারীদের দফায় দফায় গোলমাল বেধেছে। বুধবার সেখানে পরিদর্শনে গিয়েছিল ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদল। চেকরমারি গ্রামের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জিতেন সরকার বলেন, 'বুধবার ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের কয়েকজন আধিকারিক সরেজমিনে তদন্ত করতে ওই হ্যাচারিতে যান। সেখানে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক সবার সামনে আমাকে জানান, মাছির পরিস্থিতি ভয়াবহ। তিনি হ্যাচারি কর্তৃপক্ষকে ডাবল লেয়ার মশারি দিয়ে ঘিরে দেওয়ার কথা বলেছেন। বিডিওকে বলে আশপাশের কয়েকটি গ্রামে ফগিং করার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য আধিকারিক।

তিস্তার বাঁধ

প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইদানীং আবার একাধিক জায়গায় বাঁধ কেটে রীতিমতো র‍্যাম্প তৈরি করে নিয়েছে ডাম্পার মালিকদের একাংশ। জাতীয় সড়কের আন্দাঝোরা সেতু থেকে বাঁধ ধরে কয়েকশো মিটার এগোতেই এই দৃশ্য দেখে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করেই একই চিত্র দেখা গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাফ্লাক্স বাঁধের একাধিক জায়গায়। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন বাঁধের ধারের বাসিন্দারা। ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষপল্লি, রায়পাড়া, খোঁচাবস্তির সুলতান মহম্মদ, রেজিনা বিবি, মহেশ রায় প্রমুখ জানান, এভাবে চলতে থাকলে আগামীদিনে ওই বাঁধের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। বাসিন্দাদের আশঙ্কা, ভরা বর্ষায় ফুলেফেঁপে ওঠা তিস্তা ও ঘিস নদীর তীব্র জলস্রোত যে কোনও মুহূর্তে গতিপথ পরিবর্তন করে বাঁদিকে সরে এসে গ্রামে ঢুকে যেতে পারে।

দিনরাত বাঁধের ওপর দিয়ে ভারী ডাম্পার চলাচল করলেও কোনও নজরদারি নেই বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

র‍্যাংক জাম্পে পরীক্ষার সুযোগ নয়

প্রথম পাতার পর

বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মৌখিক নির্দেশে জানিয়ে দেন, হাজিরা দিতেই হবে এবং সেটা বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার মধ্যে। তবে তাঁদের একমাত্র স্বস্তি যে, পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। শিক্ষকদের আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র আদালতে অভিযোগ করেন, শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানে রাজনৈতিক ব্যক্তি ও তাঁর অনুগামীরা হামলা চালায়। রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা বলেন, 'এঁদের আচরণ দেখুন। দুষ্কৃতীমূলক আচরণ করা হয়েছে। আন্দোলনে বহিরাগতরা জড়িত। এরা শিক্ষক?' আন্দোলনকারীরা অবশ্য ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁদের একাংশ আবার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবি নিয়ে সল্টলেকে বিজেপির কার্যালয়ে যান। দেখা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গেও।

ছত্তিশগড়ে নিকেশ ৩০ মাওবাদী

প্রথম পাতার পর

কমিশনের প্রধান ছিলেন এবং পরে সাধারণ সম্পাদক হন, যা সংগঠনের সর্বোচ্চ পদ। তাঁর খোঁজে ছিল জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা পুলিশ। তাঁর মৃত্যু এই অঞ্চলে মাওবাদী আন্দোলনের ওপর বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন আধিকারিকরা।

বাহিনীর সাফল্যের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'নকশালবাদকে সম্পূর্ণ নির্মূল করাই আমাদের লক্ষ্য। আমি আমাদের নিরাপত্তাবাহিনীর সাফল্যে গর্বিত। আমরা দেশের মানুষকে শান্তি ও উন্নত জীবন দিতে বদ্ধপরিকর।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা একে 'ঐতিহাসিক সাফল্য' বলেছেন। তিনি বলেন, 'তিন দশকের মধ্যে এই প্রথম কোনও সাধারণ সম্পাদক স্তরের মাওবাদী নেতাকে খতম করা সম্ভব হয়েছে। বাসবরাজু ছিলেন নকশাল আন্দোলনের মেরুদণ্ড।' তিনি আরও জানান, 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট'-এর অংশ হিসাবে শুধু ছত্তিশগড় নয়, তেলেঙ্গানা ও মহারাষ্ট্রেও অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে এখন পর্যন্ত ৫৪ জন নকশালকে গ্রেপ্তার এবং ৮৪ জনকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, ২০২৬ সালে ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদী-মুক্ত করা হবে।

তারপর থেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাওবাদী দমন ও হত্যা অভিযান চলছে। সেই অভিযানের অংশ হিসাবেই বুধবার সকালে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরের আবুজমাড়ে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের গুলির লড়াই শুরু হয়। এই দুর্গম পাহাড়ি এলাকা মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত।

পুলিশের কাছে খবর ছিল, আবুজমাড়ে লুকিয়ে রয়েছেন এক শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী কমান্ডার। প্রথমে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। পরে জানা যায়, ওই কমান্ডারই হলেন বাসবরাজু।

ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও এই অভিযানের সাফল্য ঘোষণা করে জানান, ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে রাজ্যকে সম্পূর্ণ মাওবাদীমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, '৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যেও আমাদের বাহিনী যেভাবে অভিযান চালাচ্ছে, তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা ও সব বাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই। বস্তারের মানুষ এখন শান্তি ও উন্নয়ন চায়।'

গত ২১ এপ্রিল থেকে কারেগুট্টা পাহাড় এলাকায় শুরু হয়েছে মাওবাদী দমন অভিযান। সিআরপিএফের জঙ্গলযুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো বাহিনী 'কোবরা'র পাশাপাশি ছত্তিশগড়ের সশস্ত্র পুলিশ ও ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড বাহিনী, মহারাষ্ট্র পুলিশের সি-৬০, তেলেঙ্গানা পুলিশের মাওবাদী দমন বাহিনী রয়েছে ওই দলে। মাঝে একদিনের জন্য অভিযান বন্ধ রাখা হয়েছিল। যৌথবাহিনীর দাবি অনুযায়ী, ধাপে ধাপে প্রায় শেষপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে 'বৃহত্তম' মাওবাদী নির্মূল অভিযান।

সীমান্তে নজর দিতে নির্দেশ

প্রথম পাতার পর

আমাদের রাজ্যে ঢুকে সাধারণ মানুষ, এমনকি আমাদের সমর্থকদের কাছ থেকে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, মোবাইল নম্বর, জীবিকার বিস্তারিত নিয়ে চলে যাচ্ছে।'

মালদার জেলা শাসককে তিনি বলেন, 'মালদাতেই দাঙ্গা হচ্ছে কেন? অপারেশন দাঙ্গা থেকে সতর্ক থাকুন।' সার্বিকভাবে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'কোথাও যেন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা না হয়। আইবি-কে সক্রিয় হতে হবে। ভিলেজ পুলিশ এজন্যই তৈরি করা হয়েছিল।' পুলিশের ভূমিকাতে অনেকবারই অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনিই পুলিশমন্ত্রী।

কিন্তু কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ রায় বসুনিয়া ভারী যানবাহন চলাচলে গ্রামের রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করায় রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকেই কার্যত তাঁর ধমক খেতে হয়েছে। তিনি কড়া ভাষায় বলেছেন, 'বলতে বলতে আমার জিভ ক্ষয়ে গেল, আর কতবার বলব। কেন্দ্র টাকা দেয় না। তবুও আমরা গ্রামে রাস্তা বানাচ্ছি। আর ভারী ট্রাক ঢুকে সেই রাস্তা খারাপ করে দেবে! পুলিশ কী করছে? আর কবে ব্যবস্থা নেবে?'

অস্বস্তিতে পড়ে রাজীব কুমার 'আমি এটা দেখছি ম্যাম' বললেও তাঁর রাগ পড়েনি। ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম নিয়েও সরব ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'ভোটার তালিকা নিয়ে কাজ করা সবাই খারাপ নয়, কিন্তু কম্পিউটারে যাঁরা নাম তুলছেন তাঁদের ওপরে নজর রাখা প্রয়োজন। সর্ষের মধ্যে ভূত রয়েছে।'

প্রশাসনিক বৈঠকে তাঁর আরেকটি কড়া বার্তা ছিল ভেজাল ওষুধ নিয়ে। তিনি বলেন, 'গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ থেকে ভেজাল ওষুধ এসেছে। সেগুলি যাতে ব্যবহার না হয়, সেটা দেখতে হবে।' এই সমস্যা ঠেকাতে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের আচমকা হাসপাতাল ও ওষুধের দোকান পরিদর্শন করতে নির্দেশ দেন।

ভারী বৃষ্টি হলেই উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি, নদীভাঙনের বিপদ বাড়ে বলে আগাম পদক্ষেপ করতেও নির্দেশ দিয়ে গেলেন মমতা।

বৈঠকের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এবার আগেই বর্ষা শুরু হয়েছে। তাই সব জেলাকে বর্ষা মোকাবিলায় নামতে হবে। ব্লকগুলিকে আরও সক্রিয় হতে হবে। সবসময় জেলা শাসকের নির্দেশের জন্য বসে থাকলে হবে না।' ভুটান থেকে হঠাৎ জল ছেড়ে দেওয়ায় আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি বন্যায় ভেসে যায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা কেন্দ্রকে বলেছি, ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গড়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিও রাখা হোক। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং গঙ্গা ভাঙন-দুটোই কেন্দ্রের হাতে। কিন্তু কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না।'

মাহিকে হারিয়ে গুরু-প্রণাম বৈভবের

নিজের দক্ষতার ১০০ ভাগ প্রতিফলন ঘটাতে হলে ধারাবাহিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল স্ট্রাইক রেটের পিছনে ছোটার প্রবণতা। ম্যাচের যে কোনও সময়ে ছক্কা হাঁকানোর ক্ষমতা রাখে এই তরুণরা। কিন্তু সবসময় লক্ষ্য দুইশো প্লাস স্ট্রাইক রেট থাকলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন। -মহেন্দ্র সিং ধোনি

নয়াদিল্লি, ২১ মে : শুধু ব্যাটিং নয়, সিনিয়ারদের প্রতি তাঁর আচরণও মন জিতছে সবার।

বাইশ গজের লড়াইয়ে গতকাল মহেন্দ্র সিং ধোনির দলকে হারালেন। ১৮৭ রান তাড়া করতে নেমে যশস্বী জয়সওয়াল (৩৬), বৈভব সূর্যবংশীদের (৫৭) ঝোড়ো শুরু রাজস্থান রয়্যালসের জয়ের ভিত তৈরি করে দেয়। যার হাত ধরে শেষপর্যন্ত শেষ ম্যাচ জেতার সান্ত্বনা পুরস্কার রাজস্থানের। ৩৩ বলে ৫৭ রানের আগ্রাসী ইনিংসে বৈভবও বুঝিয়ে দেন সে হারিয়ে যেতে আসেননি।

চেন্নাই বনাম রাজস্থানের নিয়মরক্ষার ম্যাচকে বলা হচ্ছিল 'প্রজন্মের লড়াই'। পরিষ্কার করে বললে তেতাল্লিশের ধোনি বনাম চোদ্দোর বৈভব। যে যুদ্ধে জেতার খুশি থাকলেও সিনিয়ারকে শ্রদ্ধা জানাতে ভুল করেনি বিহার তথা বর্তমান প্রজন্মের নয়া মুখ। ম্যাচ শেষে সৌজন্য বিনিময়ের সময়ে নিজের আদর্শ মাহিকে প্রণাম করে বৈভব। শ্রদ্ধা জানিয়ে স্পর্শ করে কিংবদন্তির পা।

'বাচ্চা' বৈভবের যে আচরণে মুগ্ধ ধোনিও। বুকে টেনে নেন প্রতিপক্ষের তরুণ তুর্কিকে। পরে বৈভব সহ ভারতীয় তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে সাফল্যের গুরুমন্ত্রও শোনান মাহি। জোর দিলেন চাপের মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রাখা এবং ধারাবাহিকতায়। দুশো প্লাস স্ট্রাইক রেটের পিছনে ছোটার প্রবণতা নিয়েও সাবধান করলেন ক্যাপ্টেন কুল।

মাহির মন্ত্র শেখার ইচ্ছেটাকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সতীর্থ থেকে সিনিয়ার, প্রত্যেকের থেকে শিখতে হবে। ভবিষ্যতের লক্ষ্যে যা এগিয়ে দেবে। ভারতীয় ক্রিকেটের সফলতম অধিনায়কের মতে, প্রত্যাশার চাপকে মাথায় চেপে বসতে দিলে হবে না। কোচিং স্টাফ, সিনিয়ার প্লেয়ারদের দেখে শিখতে হবে, কীভাবে তারা সেই চাপ সামলায়। গেম-

তরুণদের সাফল্যের মন্ত্র ধোনির

তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে ধোনি বলেছেন, 'নিজের দক্ষতার ১০০ ভাগ প্রতিফলন ঘটাতে হলে ধারাবাহিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল স্ট্রাইক রেটের পিছনে ছোটার প্রবণতা। ম্যাচের যে কোনও সময়ে ছক্কা হাঁকানোর ক্ষমতা রাখে এই তরুণরা। কিন্তু সবসময় লক্ষ্য দুশো প্লাস স্ট্রাইক রেট থাকলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন।'

রিডিং গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ প্রজন্মকে বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে, পরামর্শ মাহির।

দুই দল লিগের মাঝপথেই প্লে-অফ থেকে ছিটকে যায়। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের ম্যাচ ছিল দুই দলের জন্য মুখরক্ষার। তরুণ এবং রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নেওয়ার। হতাশ করেনি দুই শিবিরের তরুণ প্রজন্ম। প্রথমে ব্যাটিং করে ১৮৭ করে চেন্নাই।

সিনিয়ারদের ব্যর্থতার মাঝে উজ্জ্বল তরুণ আয়ুষ মাত্রে (৪৩), ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (৪২), শিবম দুবেরা (৩৯)।

ম্যাচের সেরা আকাশ মাধওয়াল ৩ উইকেট নেন। বাকি কাজটা সেরে দেয় রাজস্থানের ব্যাটাররা। পরে অধিনায়ক সঞ্জু বলেছেন, 'বৈভবকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। একশোয় একশো। স্লোয়ার বলকেও কভারের ওপর দিকে ছক্কা হাঁকাল। মাঝের ওভারে দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাল, যা ওর পরিণত ক্রিকেট বোধের পরিচয় রাখে।'

অভিষেক আইপিএলে অন্যতম চমক বৈভব সাফল্যের কৃতিত্ব দিচ্ছেন দ্রাবিড় স্যারকে। জানান, সহজাত ক্রিকেট খেলার ছাড় পেয়েছিলেন। যা কাজে লাগিয়েছেন। পাশাপাশি পরিস্থিতি বুঝে ব্যাটিং স্টাইল বদলে ফেলার কথাও বৈভবের মুখে। নিজের খেলার ওপরই সবসময় ফোকাস রেখেছেন। দলের প্রয়োজন, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে বদলেছে। সাফল্যের রহস্য সেটাই।

এবার তো অবসর নাও, ধোনিকে বাঙ্গার

নয়াদিল্লি, ২১ মে : অনেক হয়েছে। এবার থামো।

আইপিএলকে আলবিদা জানিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলো। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে পরামর্শ ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের। চেন্নাই সুপার কিংসের আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ মরশুম ২০২৫। ১৩ ম্যাচে ১০টিতেই হার। ধোনির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাঙ্গারের মতে, বাস্তব মেনে নিয়ে ধোনি এবং সিএসকে-র উচিত সামনের দিকে তাকানো।

সেই রাস্তা বাতলে দিয়ে প্রাক্তন টেস্ট অলরাউন্ডার বাঙ্গারের দাবি, '৪৩ বছর বয়সে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলা কঠিন। যদি ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে, তাহলে মহেন্দ্র সিং ধোনি স্থানীয় ক্রিকেট খেলুক। এই বয়সে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। শরীরের পক্ষে যা চ্যালেঞ্জ। আমি যদি এমএস হতাম, তাহলে নিজেকে বলতাম অনেক হয়েছে।'

বাঙ্গারের মতে, মাহির নতুন করে কিছু পাওয়ার নেই। ফ্র্যাঞ্চাইজির স্বার্থ রক্ষার্থে খেলা চালিয়ে যাওয়া মূল কারণ হলেও সবকিছুর একটা শেষ আছে। ব্যর্থতা ঝেড়ে ঘুরে দাঁড়াতে চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরেরও উচিত পালাবদলের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা। এটাই সঠিক সময়। আর মাহির প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের চাপ ঝেড়ে আগামীর জন্য অন্য রাস্তা বেছে নেওয়া।

৪৩ বছর বয়সে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলা কঠিন। যদি ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে, তাহলে মহেন্দ্র সিং ধোনি স্থানীয় ক্রিকেট খেলুক। এই বয়সে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। শরীরের পক্ষে যা চ্যালেঞ্জ।

সঞ্জয় বাঙ্গার

তবে আরও এক মরশুম ধোনি টেনে দিতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও ঘুরপাক খাচ্ছে। বাঙ্গার যদি মনে করেন, মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্যাপ্টেন কুল যে জায়গায় রয়েছেন, এটাই উপযুক্ত সময় প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর। ধোনি অবশ্য অবসর নিয়ে পরিষ্কার কিছু বলেননি। উলটে হেয়ালি বাড়িয়েছেন। তবে চেন্নাই ব্রিগেডে পরিবর্তন দরকার, তা স্বীকার করে নিয়েছেন।

'ইচ্ছে হলে স্থানীয় ক্রিকেট খেলো'

হলুদ ব্রিগেডের অন্দরমহলের খবর, প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর পালাবদল, ভবিষ্যতের ভাবনায় তরুণ প্রজন্মের দিকে বাড়তি নজর দেওয়ার কথা বলেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের। ২০২৭ সালের আইপিএলের পর পরবর্তী মেগা নিলামেই হয়তো পুরোদস্তুর সেই উদ্যোগ দেখা যাবে। তার আগে দলের ফাঁকফোকর মেরামত করতে মিনি নিলাম, আইপিএলের উইন্ডোকে কাজে লাগানো ছাড়া রাস্তা নেই। ধোনি-সর্বস্ব মাহি-ব্রিগেডে শেষপর্যন্ত কী ঘটবে, উত্তর সময়ের হাতে।

ফোকাস নষ্টের ভয়ে ফোন বন্ধ বৈভবের

চোদ্দোতেই আইপিএলে ঝড় তুলেছেন বৈভব সূর্যবংশী।

নয়াদিল্লি, ২১ মে : এবারের মতো অভিযান শেষ।

১৪ ম্যাচে মাত্র ৪টিতে জয়। হতাশা কাটাতে আরও এক বছরের প্রতীক্ষা। চোখ ২০২৬ সালের আইপিএলে। তার আগে দলে বড়সড়ো পরিবর্তনের সম্ভাবনা। আর সেই ইঙ্গিতই কার্যত দিয়ে রাখলেন স্বয়ং হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়। চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের পর কিছুটা অবাক করে রিয়ান পরাগের অধিনায়কত্বকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন।

রাজস্থান রয়্যালসের নিয়মিত অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। চোটের জন্য প্রথম কয়েকটা ম্যাচে খেলতে পারেননি। পরে একাধিক ম্যাচে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে শুধু ব্যাটিং করেছেন। রিয়ান নেতৃত্ব দিলেও প্রাক্তনদের সমালোচনার মুখে পড়েন। যদিও উলটো দাবি দ্রাবিড়ের।

অভিযান শেষে রিয়ানকে যেভাবে দ্রাবিড় প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন, দুয়ে দুয়ে চার দেখছেন অনেকে। মজার কথা, চেন্নাই ম্যাচে গতকাল নেতৃত্ব দেন সঞ্জুই। কিছুটা অবাক করেই ম্যাচের পর দ্রাবিড় বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে রিয়ান যথেষ্ট ভালো করেছে। ব্যাটার সঞ্জুকে আমরা মিস করেছি শুরুর দিকে। তবে নেতৃত্বের গুরুভার পরাগ দারুণভাবে সামলেছে।'

দ্রাবিড়ের মতে, সঞ্জুর চোট তাদের পরিকল্পনা গুলিয়ে দিয়েছে। টপ অর্ডারের কম্বিনেশন তৈরি করতে অনেকগুলি ম্যাচ চলে যায়। প্রভাব পড়েছে পারফরমেন্সে। টানা হারে প্রথম থেকেই ব্যাকফুটে চলে যায় রাজস্থান। তারপরও রিয়ানের নেতৃত্বের কারণেই নাকি বেশ কিছু ম্যাচে জেতার সুযোগ তৈরি হয়েছিল! চাপের মুখে অধিনায়ক হিসেবে খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে দ্রাবিড় কি জেনেবুঝেই অধিনায়ক রিয়ানের প্রশংসা করলেন। আগামীর পরিকল্পনার অধিনায়ক হিসেবে রিয়ানের নাম ভাসিয়ে দিলেন। উত্তর সময়ের হাতে।

রিয়ানের নেতৃত্বের প্রশংসায় বদলের ইঙ্গিত দ্রাবিড়ের

দ্রাবিড়ের সহকারী ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরের মুখে আবার বৈভব সূর্যবংশীর বন্দনা। তরুণ বৈভবের দুরন্ত অভিষেক, ব্যর্থ লিগ অভিযানে রাজস্থানের প্রাপ্তি। বৈভবকে ১.৩ কোটি টাকায় নেওয়ার পর অনেকে ভ্রু কুঁচকেছিলেন। কিন্তু হতাশ করেনি বৈভব (৭ ম্যাচে ২৫২ রান)। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে শতরানের পর ফোনের বন্যা। মনঃসংযোগ ঠিক রাখতে কারওর ফোন ধরেনি। দিনের পর দিন ফোন বন্ধ পর্যন্ত রেখেছিলেন। ৫০০-র বেশি মিসড কল, ভরে যায় মেসেজ বক্স। কিন্তু ফোনে হাত দেননি!

বৈভবের যে অনুশাসনে মুগ্ধ ব্যাটিং কোচ রাঠোরও বলছিলেন, 'ওর সঙ্গে বেশ কিছুদিন হল কাজ করছি। প্রায় তিন-চার মাস হবে। ওর মধ্যে সাফল্যের সব রসদ দেখেছি। পাওয়ার প্লে-তে আগ্রাসী ব্যাটিং হোক বা চাপের মুখে নিজেকে মেলে ধরা। প্রভাবিত করেছে আমাদের। এদিনও (চেন্নাই ম্যাচে) অত্যন্ত পরিণত ব্যাটিং করল। আমি নিশ্চিত এবারের অভিজ্ঞতা, সাফল্য এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে বৈভবকে।'

শ্রী অনুষ্কার সঙ্গে পিকলবলে মেতে বিরাট কোহলি। বেঙ্গালুরুতে বুধবার।

রোকো ছাড়াও শক্তিশালী ভারতীয় ব্যাটিং : স্টোকস

লন্ডন, ২১ মে : শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে আইপিএল। একইসঙ্গে কাউন্টডাউন শুরু হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের।

তার আগে আগামী শুক্র বা শনিবারের মধ্যে ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে যাবে। হবু অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া কেমন হবে, তা নিয়ে চলছে জল্পনা। সঙ্গে বিলেত সফরে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স নিয়েও আলোচনার শেষ নেই।

এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই সামনে আসছে আরও একটি দিক। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির অবসরের পর বিলেতের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং শক্তি কতটা কমল, তা নিয়ে প্রবল আগ্রহ

নম্র হওয়ার বার্তা বাজের

রয়েছে দুনিয়ার। ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ শুরুর আগে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড। বৃহস্পতিবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে বুধবার সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির হয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস ২০ জুন থেকে শুরু হতে চলা ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ নিয়ে মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, কোহলি-রোহিতরা না থাকলেও ভারতীয় ব্যাটিং যথেষ্ট শক্তিশালী। তাছাড়া ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতিভার ব্যাপ্তি এতই বিশাল যে, কখনও বিপক্ষ হিসেবে ভারতকে হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। স্টোকসের কথায়, 'ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট-রোহিতদের বিশাল অবদান রয়েছে। সম্প্রতি ওরা টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছে। তার জন্য ভারতের ব্যাটিং শক্তি কমে গিয়েছে বলে মনে হয় না আমার।'

অতীতে আইপিএলের সুবাদে ভারতে এসেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। কাছ থেকে দেখেছেন ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার ভাণ্ডার। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ইংল্যান্ড অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'আইপিএলের সুবাদে ভারতীয় ক্রিকেটকে খুব কাছ থেকে দেখেছি আমি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে, ভারতীয় দলকে কখনই হালকাভাবে নেওয়া যায় না। আর ভারতে ব্যাটিং প্রতিভার কোনও অভাব নেই। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ভারতকে হালকাভাবে নিলে সমস্যা হবেই।' একদিকে ইংল্যান্ড অধিনায়ক যখন জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে টিম ইন্ডিয়া নিয়ে ভাবনা, পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন। তখন ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম ইংরেজ ক্রিকেটারদের আরও নম্র হওয়ার পাশে বাইশ গজের লড়াইয়ে পরিণতবোধ দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

ইংলিশ সামারের আগে সম্প্রতি সমর্থকদের সঙ্গে এক খোলামেলা আড্ডায় দেখা গিয়েছিল স্টোকসদের। সেখানে সমর্থকদের নানা প্রশ্নের জবাবও দিয়েছিলেন ইংরেজ ক্রিকেটাররা। সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাজ (ম্যাককুলামের ডাকনাম) আজ তাঁর দলকে নয়া বার্তা দিয়েছেন। বলেছেন, 'বাইশ গজের লড়াইয়ে দল হিসেবে যেমন আমাদের নম্র হতে হবে, আরও পরিণতবোধ দেখাতে হবে। ঠিক তেমনই আরও স্মার্ট ক্রিকেট খেলতে হবে।' বিলেতের ক্রিকেটে বাজবলের জন্ম দেওয়া স্টোকস-ম্যাককুলামের জুটি 'নয়া' টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজে কেমন করেন, সেদিকে ক্রিকেটমহলের নজর থাকবেই।

প্রথম দুইয়ে থাকার ম্যাচ শুভমানদের

ফের ঋষভের দিকে চোখ

আহমেদাবাদ, ২১ মে : প্রথম লক্ষ্যপূরণ।

চলতি লিগে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফের টিকিট প্রাপ্তি। অবশ্য কাজ এখনও শেষ হয়নি। দ্বিতীয় আইপিএল খেতাবের স্বপ্নপূরণের রাস্তাকে মসৃণ করতে টার্গেট আপাতত গ্রুপ লিগে প্রথম দুইয়ে থাকা। অর্থাৎ, ফাইনালে ওঠার জোড়া সুযোগ। যা নিশ্চিত করতে আর একটা জয় দরকার গুজরাট টাইটান্সের।

আইপিএলে আজ
গুজরাট টাইটান্স
বনাম
লখনউ সুপার জায়েন্টস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

আগামীকাল যে লক্ষ্যপূরণে চলতি লিগে নিজেদের ১৩ নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছে শুভমান গিলের দল (১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট)। প্রতিপক্ষ লখনউ সুপার জায়েন্টস (১২ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট)। শেষ চার ম্যাচ হেরে প্লে-অফের দৌড় থেকে যারা ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছে।

ব্যাটে-বলে চলতি লিগে সবচেয়ে ধারাবাহিক গুজরাট। হেডকোচ আশিস নেহেরার বিন্দাস মেজাজের প্রতিফলনে চাপমুক্ত ক্রিকেটের নমুনা তুলে ধরছেন বি সাই সুদর্শন, শুভমান গিলরা। বিদেশি শেরফানে রাদারফোর্ড ভরসা জোগাচ্ছেন। তবে মিডল অর্ডারে 'মূল অস্ত্র' জস বাটলার। সুদর্শন-গিলের ভালো শুরুর ওপর দাঁড়িয়ে দারুণ ফিনিশ করছেন।

তবে গ্রুপ লিগের পরই দেশে ফিরবেন বাটলার (ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ)। একইভাবে কাগিসো রাবাদোকে পাওয়া যাবে না বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য। ফলে প্রথম দুইয়ে থাকার পাশাপাশি বাটলার-রাবাদাদের বিকল্প বেছে নেওয়ার চ্যালেঞ্জও থাকবে গুজরাট থিংকট্যাংকের ওপর।

মিডল অর্ডারের অন্যতম মুখ শাহরুখ খান আশ্বস্ত করছেন। গুজরাট সমর্থকদের উদ্দেশ্যে জানান, টপঅর্ডার ভালো খেলছে। মিডল অর্ডারও তৈরি বাকি দায়িত্ব পালনে। সুদর্শন-শুভমানরা ১৫-১৬ ওভার পর্যন্ত ইনিংসকে টেনে দিচ্ছেন। দলের জন্য বড় প্রাপ্তি। যা বজায় থাকার প্রার্থনা থাকলেও প্রয়োজনে মিডল অর্ডারও তৈরি যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে।

আশিস নেহেরার দলের বড় অ্যাডভান্টেজ দেশীয় ক্রিকেটারদের ধারাবাহিকতা। বোলিং ব্রিগেডে দাপট দেখাচ্ছেন মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর, আর্শাদ খানরা। রাবাদা দেশে ফিরলে খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ব্যাটিংয়ে সেখানে তুরুপের তাস সুদর্শন-শুভমান। অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে সেরা দুই ব্যাটার (মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের আগে পর্যন্ত)।

বৃহস্পতিবার বিশেষ ল্যাভেন্ডার জার্সিতে নামবেন শুভমান গিলরা।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে সুদর্শন-গিলের ২০৫ রানের অবিচ্ছিন্ন পার্টনারশিপের সামনে রীতিমতো অসহায় দেখাচ্ছিল মুস্তাফিজুর রহমান, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, দুষ্মন্ত চামিরার মতো আন্তর্জাতিক বোলারদের। আগামীকাল সেখানে আবেশ খান, রবি বিষ্ণোই, আকাশ দীপদের নিয়ে গড়া লখনউয়ের বোলিংকে সামলানোর ভার। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলের নড়বড়ে বোলিং আরও কমজোরি স্পিনার দ্বিগবেশ রাঠির নির্বাসনে (অভিষেক শর্মার সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে)।

তুলনায় লখনউ ব্যাটিং চাপে রাখতে পারে গুজরাটকে। আইডেন মার্করাম, মিচেল মার্শরা পরীক্ষার সামনে ফেলতে পারেন শুভমানের বোলিং ব্রিগেডকে। প্রসিধ, সিরাজ, সাই কিশোররা কীভাবে তা সামলানো চোখ থাকবে। নজর থাকবে রশিদ খানের স্পিন ঘূর্ণির ওপরও। দলগত টক্করের মধ্যে ফের আতশকাচের নীচে ঋষভ পন্থ।

আবার ব্যর্থ নাকি অবশেষে রানে ফিরবেন? প্রশ্নটাকে ঘিরে পারদ চড়ছে। খরা না কাটলে লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেদিকে চোখ থাকবে। উলটোটা হলেই বা কী? তবে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঋষভের রানে ফেরা জরুরি। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভক্তদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় কিনা, সেটাই দেখার।

মর্যাদা রক্ষার ম্যাচেও ঋষভ পন্থের ভরসা নিকোলাস পুরান।

মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন

প্রণয়-শ্রীকান্তরা দ্বিতীয় রাউন্ডে, হার সিন্ধুর

কুয়ালা লামপুর, ২১ মে : মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন ওপেনে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে উড়িয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে গেলেন এইচএস প্রণয়, কিদাম্বি শ্রীকান্তরা। অন্যদিকে খারাপ ফর্ম অব্যাহত রইল পিভি সিন্ধুর। হেরে প্রথম রাউন্ডেই তিনি বিদায় নিলেন। প্রথম গেম হেরেও এক ঘণ্টা বাইশ মিনিটের লড়াইয়ে প্রণয় জিতেছেন পঞ্চম বাছাই জাপানের কেনতা নিশিমোতোর বিরুদ্ধে। তাঁর পক্ষে ম্যাচের স্কোর ১৯-২১, ২১-১৭, ২১-১৬ পয়েন্টে। দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রণয়ের প্রতিপক্ষ জাপানেরই ইয়ুশি তানাকা।

সতীশ করুণাকরণও বুধবার অঘটন ঘটালেন তৃতীয় বাছাই চিনা তাইপেইয়ের চৌউ তিয়েন চেং-কে হারিয়ে। স্ট্রেট সেটে মাত্র ৩৯ মিনিটে সতীশ ম্যাচ পকেটে পোরেন ২১-১৩, ২১-১৪ ব্যবধানে। পরবর্তী রাউন্ডে করুণাকরণ লড়বেন ফ্রান্সের ক্রিস্তো পোপোভের বিরুদ্ধে।

বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর শ্রীকান্ত হারিয়েছেন চিনের ষষ্ঠ বাছাই লু গুয়াং জু-কে। দ্বিতীয় গেম হারলেও তৃতীয় গেম জিতে ম্যাচ ৫৭ মিনিটে শেষ করে দেন শ্রীকান্ত। তাঁর পক্ষে ম্যাচের স্কোর ২৩-২১, ১৩-২১, ২১-১১।

সিন্ধু প্রথম রাউন্ডেই ১১-২১, ২১-১৪, ১৫-২১ পয়েন্টে হারলেন ভিয়েতনামের নগুয়েন থুয়ু লিনের কাছে। অন্যদিকে, মিক্সড ডাবলসে ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টো পৌঁছে গিয়েছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে। তারা ২১-১৮, ১৫-২১, ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার আদনান মৌলানা-ইনদাহ কাহয়া সারি জামিলকে।

একইসঙ্গে পুরুষদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন আয়ুষ শেট্টিও। তিনি ২০-২২, ২১-১০, ২১-৮ পয়েন্টে হারিয়েছেন কানাডার ব্রিয়ান ইয়ংকে।

নগুয়েন থুয়ু লিনের কাছে হারের পর পিভি সিন্ধু। বুধবার।

ভারত সফরে ম্যাগুয়েররা

লন্ডন, ২১ মে : ভারত সফরে আসছেন তিন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তারকা হ্যারি ম্যাগুয়ের, দিয়েগো ডালোট ও আন্দ্রে ওনানা। ২৯ মে মুম্বইতে 'ইউনাইটেড উই প্লে'-নামক একটা ফুটবল অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তারা। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের প্রথম দলের খেলোয়াড়রা ভারতে আসছেন। এর আগে ২০২২ সালে ডিসেম্বরে ডেভিড ডে গিয়া, অ্যান্থনি এলাঙ্গা ও ডনি ভ্যান ডি বিক ভারতে এসেছিলেন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ স্নেহের প্রতীক (রসগোল্লা) -আজ ২২শে মে, তোমার ১৩তম শুভ জন্মদিন পালন করলে, কেক, পায়েস, মিষ্টি খেয়ে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও দীর্ঘায়ু হও এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের নিকট। আশীর্বাদ ও ভালোবাসাসহ-**দাদু (সুবোধ রায়), দিদা (পপি), ঠাম্মি (গীতা), বাবা (প্রকাশ), মা (তানিয়া), মামা, মামি ও আপনজনেরা।** ময়নাগুড়ি, জটেশ্বর।

প্লে-অফে মুম্বই, রেকর্ড সূর্যের

অর্ধশতরানের পথে সূর্যকুমার যাদব। বুধবার মুম্বইয়ে।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১৮০/৫
দিল্লি ক্যাপিটালস-১২১
(১৮.২ ওভারে)

মুম্বই, ২১ মে : বিরাট কোহলিকে সম্মান জানাতে ১৭ মে তাঁর ১৮ নম্বর টেস্টের জার্সিতে সমর্থকরা মাঠ ভরিয়েছিলেন। কিন্তু বেয়ারা বৃষ্টিতে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল। হতাশা নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন ভক্তরা।

৭ মে লাল বলের ক্রিকেটকে অলবিদা জানিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। অবসর-গ্রহের বাসিন্দা হওয়ার পর বুধবার প্রথমবার মাঠে নামলেন হিটম্যান। প্রিয় তারকাকে সম্মান জানাতে এদিন রোহিতের ৪৫ নম্বর জার্সিতে সেজেছিলেন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দর্শকরা। জার্সির সামনে লেখা ছিল, 'মুম্বই চা রাজা।' রোহিত ৫ রানে ফিরলেও তাঁদের নিরাশ করেননি 'মুম্বই চা ভাউ' সূর্যকুমার যাদব। ৫৯ রানে জিতে প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলল মুম্বইও।

অক্ষর প্যাটেলের জ্বর থাকায় এদিন দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়কত্ব সামলান ফাফ ডুপ্লেসি। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের শুরুটা ভালো হয়নি। মুস্তাফিজুর রহমানের (৩০/১) বাইরের বল অহেতুক তাড়া করতে গিয়ে জঘন্য শটে উইকেট দিয়ে এসেছেন রোহিত। রায়ান রিকেলটন (২৫), উইল জ্যাকস (২১) সেট হয়েও ইনিংস লম্বা করতে না পারায় মুম্বই ৫৮/৩ হয়ে যায়। রিকেলটনকে ফিরিয়ে আইপিএলে একশো উইকেটের মাইলস্টোনে পা রাখেন কুলদীপ যাদব (২২/১)।

এখান থেকেই শুরু হয় 'স্কাই শো'। তিলক ভার্মাকে (২৭) নিয়ে ইনিংস গড়ায় মন দেন সূর্য (৪৩ বলে অপরাজিত ৭৩)। সেইসঙ্গে টি২০-তে সর্বাধিক টানা ১৩টি ২৫ প্লাস স্কোর করে টেম্বা বাভুমার সঙ্গে যুগ্মভাবে রেকর্ড গড়ে ফেলেন তিনি। সাতটি চার ও চারটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে চেনা শটের সঙ্গে ঘুচরো রানেও জোর দেন সূর্য। সূর্যের তেজের সঙ্গে শেষবেলায় মুকেশ কুমারের (৪৮/২) থেকে ২৭ রান নিয়ে আসর জমিয়ে দেন নমন ধীরও (৮ বলে অপরাজিত ২৪)। মুম্বই থামে ১৮০/৫ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতেই প্রধান ভরসা লোকেশ রাহুলকে (১১) হারিয়ে দিল্লি চাপে পড়ে যায়। ব্যর্থ অভিষেক পোড়েল (৬) ও ডুপ্লেসি (৬)। সমীর রিজভি ৩৯ রান করলেও সেখান থেকে দলকে টেনে তুলতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ১৮.২ ওভারে দিল্লি অল আউট হয় ১২১ রানে। জসপ্রীত বুমরাহ (১২/৩), মিচেল স্যান্টনারদের (১১/৩) নিখুঁত বোলিংয়ের সামনে তাদের এর বেশি কিছু করার সুযোগও ছিল না।

নিয়ম বদল নিয়ে প্রশ্ন

'ক্ষিপ্ত' কেকেআরের চিঠি বিসিসিআই-কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে : গতকাল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারিভাবে প্রতিযোগিতার ফাইনালের কেন্দ্র ঘোষণা যেমন হয়েছে, তেমনি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে 'কাটঅফ' টাইম এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে আইপিএলের ম্যাচে বৃষ্টি হলে রাত ১০.৫৬ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করা হত। গতকাল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সময় আরও এক ঘণ্টা বাড়িয়ে রাত ১১.৫৬ করার।

প্রতিযোগিতার একেবারে শেষ পর্বে পৌঁছে যাওয়ার পর কেন এমন সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন তুলে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। শাহরুখ খানের দলের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে 'ক্ষোভপ্রকাশ' করে চিঠি দিয়েছেন। যেখানে বলা হয়েছে, একই প্রতিযোগিতার মাঝে কেন এমন নিয়ম বদল হল? এই নিয়ম পরিবর্তন আগে করা হলে কেকেআর হয়তো এখনও প্লে-অফের দৌড়ে থাকত। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে যখন স্থগিত হয়েছিল আইপিএল, তখন

> ফের আইপিএল শুরুর সময় আমরা সবাই জানতাম বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা। সেদিন যদি এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, তাহলে হয়তো পাঁচ ওভারের ম্যাচ সম্ভব ছিল। অথচ, সেটা হয়নি। এখন যখন নিয়ম বদল হল, আমরা প্লে-অফ থেকে ছিটকে গিয়েছি খেলার সুযোগ না পেয়েই।
>
> **ভেঙ্কি মাইসোর**
> কলকাতা নাইট রাইডার্সের সিইও

বাকি থাকা দুই ম্যাচে জিততেই হত নাইটদের। গত ১৭ মে ফের আইপিএল শুরুর দিনই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল নাইটদের। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। খেলা হয়নি এক বলও। ফলে আজিঙ্কা রাহানেদের প্লে-অফ স্বপ্নও বৃষ্টিতে ভেসে যায়। সম্প্রতি বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে অপেক্ষার সময় বোর্ডের তরফে এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের পর আজ কেকেআরের তরফে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, 'মরশুমের মাঝপথে অনেক সময় নিয়ম বদলের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝলাম। তবে এমন নিয়ম পরিবর্তনের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা থাকলে ভালো হত।'

কেন এমন কথা বলেছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন নাইট সিইও। তাঁর যুক্তি হল, 'ফের আইপিএল শুরুর সময় আমরা সবাই জানতাম বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা। সেদিন যদি এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, তাহলে হয়তো পাঁচ ওভারের ম্যাচ সম্ভব ছিল। অথচ, সেটা হয়নি। এখন যখন নিয়ম বদল হল, আমরা প্লে-অফ থেকে ছিটকে গিয়েছি খেলার সুযোগ না পেয়েই।' বিসিসিআইয়ের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। উল্লেখ্য, ২৫ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য গতরাতেই নয়াদিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন রাহানেরা।

অভিষেককে নিতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে : অভিষেক সিংয়ের জন্য ঝাঁপাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল।

মেহতাব সিংকে দলে নেওয়ার জন্য সবদিক থেকে চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত হাত গুটিয়ে নিতে হচ্ছে তাদের। কারণ, তাঁর জন্য বিশাল অঙ্কের ট্রান্সফার ফি চেয়ে বসে মুম্বই সিটি এফসি। তাছাড়া যা খবর তাতে শুরুতে আগ্রহী হলেও এখন মেহতাব নিজে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে আসতে বেশি আগ্রহী। ফলে তাদের সঙ্গেই কথাবার্তা চলছে এই পাঞ্জাবি ডিফেন্ডারের। যদিও মোহনবাগানের সঙ্গেও চুক্তি হয়নি এখনও। এই সব কারণেই অভিষেককে পেতে আগ্রহী ইস্টবেঙ্গল। সুযোগ বুঝে অবশ্য পাঞ্জাব এফসি-ও ট্রান্সফার ফি বাড়াচ্ছে অভিষেকের। ট্রান্সফার ফি দিতে না পারলে হয়তো তৃতীয় পছন্দের রাহুল ভেকের দিকে হাত বাড়াবে ইস্টবেঙ্গল। তবে হরমিপাম রুইভাকে ছাড়লে বেঙ্গালুরু এফসি রাহুলকে ছাড়বে কিনা প্রশ্ন সেখানেও। তবু ডিফেন্সে একজন ভারতীয় সেন্টার ব্যাক চাইছেন অস্কার ব্রুজোঁ। ইস্টবেঙ্গল সম্ভবত ছেড়ে দিচ্ছে নীশু কুমার ও নন্দকুমার শেখরকে। এখনও বিদেশি হিসাবে মিগুয়েল ফিগুয়েরা ও মহম্মদ রশিদকে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

জাতীয় স্তরের বিচারক সুশান্ত

মালবাজার, ২১ মে : জাতীয় স্তরের তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় বিচারক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন ডামডিমের সুশান্ত দে। ডুয়ার্স থেকে সুশান্তই প্রথম যিনি জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় বিচারক হওয়ার সুযোগ পেলেন।

জেতালেন নিশান্ত

জলপাইগুড়ি, ২১ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার নেতাজি মডার্ন ক্লাব ১-০ গোলে হারিয়েছে মালবাজার এটিও-কে। টাউন ক্লাবের মাঠে গোল করেন নিশান্ত লোহার। ম্যাচের সেরা নেতাজির বিশাল রায়।

কোচ ছাড়াই ফরাসি ওপেনে জকোভিচ

জেনেভা, ২১ মে : ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম আর শততম খেতাবের অপেক্ষা বেড়েই চলেছে নোভাক জকোভিচের।

২০২৩ ইউএস ওপেনের পর আর কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারেননি জোকার। চেনা ছন্দেও নেই সার্বিয়ান তারকা। ২৫ মে ফরাসি ওপেন শুরু। তারই প্রস্তুতি হিসাবে এই মুহূর্তে জেনেভা ওপেনে খেলছেন জকোভিচ। সেখানেই সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, কোচ ছাড়াই রোলাঁ গাঁরোয় নামবেন তিনি।

২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের প্রস্তুতিতে নোভাক জকোভিচ। জেনেভায় বুধবার।

সদ্য অ্যান্ডি মারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। এবার নতুন কোচ নির্বাচনের বিষয়ে কোনওরকম তাড়াহুড়ো করতে নারাজ সার্বিয়ান টেনিস তারকা। বলেছেন, 'এখনই আমার কোনও কোচ প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে চাইছি না। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। আগামী কয়েকটা প্রতিযোগিতায় দেখি কী হয়।' অর্থাৎ কোচকে ছাড়াই যে তিনি ফরাসি ওপেনে নামবেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। গত ছয় মাস মারের অধীনে খেলেছেন জকোভিচ। কেন এত তাড়াতাড়ি একসঙ্গে পথচলা শেষ হয়ে গেল? নোভাকের স্পষ্ট জবাব, 'কোর্ট থেকে ওর সঙ্গে তেমন কিছু অর্জন করতে পারব বলে মনে হচ্ছিল না। তবে মারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আগের মতোই থাকবে।'

এদিকে রোম ওপেন জিতে রোলাঁ গাঁরোয় পা রাখছেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। জানিক সিনারের বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই আরও আত্মবিশ্বাসী স্প্যানিশ তারকা। বলেছেন, 'বিশ্বের সেরা প্লেয়ার এই মুহূর্তে সিনার। ও কোর্টে নামা মানেই জেতা। আমি আমার সেরা খেলাটা খেলতে না পারলে ওকে হারানো সম্ভব ছিল না।' তাঁর সংযোজন, 'সিনারের বিরুদ্ধে খেলার জন্য বাড়তি মনঃসংযোগ প্রয়োজন হয়। মেজাজটাই আলাদা। বলব না সেটা রাফায়েল নাদাল বা রজার ফেডেরারের মতো। তবে ওর বিরুদ্ধে খেললে আমি বাড়তি শক্তি পাই।'

আন্তর্জাতিক চা দিবসে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে শচীন ইনস্টাগ্রামে লিখলেন, 'চা মানেই আরও এক কাপ হয়ে যাক।'

ফের বাদ বাবর, রিজওয়ানরা

লাহোর, ২১ মে : চলতি মাসে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। সেই জন্য বুধবার ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। দল থেকে বাদ পড়েছেন তিন তারকা বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন শা আফ্রিদি।

গত নিউজিল্যান্ড সিরিজেও পাক দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ানকে। তবে শাহিন কিউয়িদের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। যদিও সেই সিরিজে পাকিস্তান হেরেছিল। পিসিবি-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পিএসএলের পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করেই দল ঘোষণা করা হয়েছে।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কোচ হিসেবে মাইক হেসনের এটাই প্রথম সিরিজ হতে চলেছে। কয়েকদিন আগেই তিনি আকিব জাভেদের জায়গায় পাক দলের দায়িত্ব নিয়েছেন। বাংলাদেশ সিরিজে পাক দলকে নেতৃত্ব দেবেন সলমন আলি আঘা। দীর্ঘদিন পরে প্রত্যাবর্তন করেছেন পেস বোলার হাসান আলি। এছাড়াও চোট সারিয়ে ফখর জামান ও সাইম আয়ুব দলে ফিরেছেন। পাক বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ সিরিজের ক্রীড়াসূচি ঘোষণা করা হবে। তবে সিরিজের তিনটি ম্যাচই লাহোরে হবে বলে পিসিবি জানিয়েছে।

টি২০ স্কোয়াড : সলমন আলি আঘা (অধিনায়ক), শাদাব খান, আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হ্যারিস রউফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, হুসেন তালাত, খুশদিল শা, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ ওয়াসিম, মহম্মদ ইরফান খান, নাসিম শা, সাহিবজাদা খান ও সাইম আয়ুব।

জাতীয় শিবিরে ফিট আশিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে : জাতীয় শিবিরে যোগ দিলেন আশিক কুরুনিয়ান।

দিন তিনেকেটে যাওয়ায় হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। বাকিরা আগে শিবিরে যোগ দিলেও আশিক ও রাহুল ভেকে অসুস্থতা ও পারিবারিক কারণে যোগ দেননি শুরু থেকে। তবে গত রাতে কলকাতায় এসে এদিন থেকে প্রস্তুতিতে নেমে পড়লেন আশিকও। আপাতত তিনি সুস্থ বলেই শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন দলের সঙ্গে বল নিয়ে অনুশীলন না করলেও জিম এবং ফিজিক্যাল ট্রেনিং করেছেন। রাহুল অবশ্য আসবেন আগামী শুক্রবার। ২৯ মে প্রীতি ম্যাচ খেলতে ব্যাংকক উড়ে যাওয়ার আগে অবশ্য এখানে

একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে দলকে দেখে নিতে চান কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের বিপক্ষে খেলবে ভারতীয় দল। আসলে বাংলাদেশের বিপক্ষে দলের পারফরমেন্সে খুশি নন তিনি। তাই বলেছেন, 'প্রতিটি ফিফা উইন্ডোতেই দল উন্নতি করেছে। বাংলাদেশ ম্যাচ ছাড়া। তবে এটাও ঘটনা ওই ম্যাচে আমরা বেশ কয়েকজন প্রথম একাদশের ফুটবলারকে পাইনি। তবে সেটা কোনও অজুহাত হতে পারে না খারাপ খেলার জন্য। হংকং ম্যাচটা কঠিন হবে। তাই তার আগে ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়া দরকার।' বাংলাদেশ কোচ জাভি কাব্রেরার সঙ্গে হওয়া কথার ভিত্তিতে তিনি আরও বলেছেন, 'কাব্রেরার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। উনিও বলছিলেন, এই গ্রুপে শেষপর্যন্ত কী হবে তা বলা মুশকিল। সব দলই জিততে পারে। এখন বাকি পাঁচ ম্যাচই আমাদের কাছে ফাইনাল।'

বাংলা দলের বিপক্ষে ম্যাচ কোথায় খেলবে তাঁর দল সেটা এখনও ঠিক হয়নি।

এদিকে, মঙ্গলবার মাঠে গোটা দলকে উৎসাহ দেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

শূন্যে তুলে কেভিন ডি ব্রুয়েনকে নিয়ে উচ্ছ্বাস ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সতীর্থদের।

উষ্ণ অভ্যর্থনায় বিদায় ব্রুয়েনকে

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ মে : মঙ্গলবার রাতে এতিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সবটা ঘিরে শুধুই কেভিন ডি ব্রুয়েন।

গত এক দশকে নীল ম্যাঞ্চেস্টারকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাওয়ার কারিগর যদি হন পেপ গুয়ার্দিওলা, তবে সেই দলের প্রাণভোমরা নিঃসন্দেহে ডি ব্রুয়েন। উলফসবার্গ ছেড়ে ২০১৫ সালে সিটিতে যোগ দেন বেলজিয়ান ফুটবলার। এই জার্সিই তাঁর নামের সঙ্গে তারকার তকমাটা জুড়ে দিয়েছে। ম্যান সিটির হয়ে ক্লাব ফুটবলে প্রায় সব সাফল্যই ছুঁয়েছেন। মঙ্গল রাতেই 'প্রিয় জার্সিতে' শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললেন তিনি। ডি ব্রুয়েনের বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজনে কোনও খামতি রাখেনি তাঁর ক্লাবও।

এতিহাদের গ্যালারির অনেকটা জায়গাজুড়ে বিশাল টিফোয় ব্রুয়েনের ছবি। পাশে লেখা, 'কিং কেভ'। জায়েন্ট স্ক্রিনে ভেসে উঠল সিটি জার্সিতে তাঁর স্মরণীয় মুহূর্তগুলি। এর মাঝেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে মাঠে ঢুকলেন বেলজিয়ান তারকা। ডি ব্রুয়েনকে অভিবাদন জানালেন তাঁর সতীর্থ ও ক্লাব কর্তারা। সেই সঙ্গে বিশেষ সংবর্ধনা। সিটি কর্তৃপক্ষের ঘোষণা, স্টেডিয়ামের বাইরে তৈরি হবে ব্রুয়েনের মূর্তি।

জিতে তিনে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

বিদায়বেলায় অনুভূতি জানাতে গিয়ে স্বভাবতই ব্রুয়েনের আবেগের বিস্ফোরণ। বলেছেন, 'ম্যাঞ্চেস্টারই আমার ঘর। আমার সন্তানরা এখানেই বড় হয়েছে। অনেকটা সময় কাটানোর পরিকল্পনা নিয়ে এখানে এসেছিলাম। সেটা যে দশ বছর হয়ে যাবে কখনও ভাবিনি। সবসময় চেষ্টা করেছি ফুটবল উপভোগ করতে। তবে এই জার্সিই আমার সেরাটা বের করে এনেছে। ক্লাব হিসাবে আমরা প্রায় সবকিছু জিতেছি। তার চেয়েও বড়, অনেক বন্ধু পেয়েছি। কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আবারও এখানে ফিরে আসব।' প্রিয় শিষ্যের বিদায়ে চোখে জল গুয়ার্দিওলার। বলেছেন, 'দশ বছর খেলার পর এমন বিদায়, ওর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। তবে আমাদের জন্য দিনটা কষ্টের।'

এদিকে মঙ্গলবার এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ওমর মারমৌশ, বার্নার্ডো সিলভা ও নিকো গঞ্জালেজ সিটির হয়ে গোলগুলি করেন। এই জয়ের সুবাদে পয়েন্ট টেবিলে ছয় নম্বর থেকে সরাসরি তিনে উঠে আসে গুয়ার্দিওলার দল।

মনোনয়নপত্র তোলার সম্ভাব্য দিন ঘোষণা নির্বাচনী কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে : মোহনবাগান নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যে দুই শিবিরই নিজেদের মতো প্রচার শুরু করে দিয়েছে। এরই মাঝে বুধবার মনোনয়নপত্র তোলা ও জমা দেওয়ার সম্ভাব্য দিনক্ষণ ঘোষণা করল মোহনবাগানের নির্বাচনি কমিটি।

এদিন নির্বাচনি কমিটির কাছে ক্লাবের পক্ষ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তুলে দেওয়া হয়। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা একই রয়েছে। নির্বাচনি কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায় জানিয়েছেন, সম্ভবত আগামী সোমবার থেকে মনোনয়নপত্র তোলা ও ভোটার তালিকা বিক্রি শুরু

মোহনবাগান নির্বাচন

হয়ে যাবে। চলবে ২ জুন পর্যন্ত। প্রাথমিকভাবে ৩ জুন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন হিসেবে ঠিক করেছে মোহনবাগানের নির্বাচনি কমিটি। ওইদিন থেকেই মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনি শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে নির্বাচনি কমিটির। স্ক্রুটিনি শেষ হওয়ার পর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য দুইদিন সময় দেওয়া হবে। তবে এগুলি সবই সম্ভাব্য দিনক্ষণ। শনিবার চূড়ান্ত দিনক্ষণ ঠিক করবে নির্বাচনি কমিটি। আপাতত যা পরিস্থিতি, মোহনবাগান নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হতে জুনের তৃতীয় সপ্তাহ হয়ে যেতে পারে।

দাবা অ্যাকাডেমির সূচনা করছেন দিব্যেন্দু বড়ুয়া। ছবি : সপ্তর্ষি সরকার

দাবা অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে দিব্যেন্দু

ধূপগুড়ি, ২১ মে : এসটিএস ক্লাবের ডুয়ার্স দাবা অ্যাকাডেমি বুধবার উদ্বোধন হল। ক্লাব ভবনে এই সাপ্তাহিক দাবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া। প্রাথমিকভাবে ৬০ জন বিভিন্ন বয়সি দাবাড়ু নিয়ে এই অ্যাকাডেমির পথ চলা শুরু হল বলে জানান প্রধান প্রশিক্ষক তথা জেলা দাবা সংস্থার যুগ্ম সচিব কল্যাণ রায়। এসটিএস ক্লাবের সচিব রাজেশ কুমার সিং বলেছেন, 'ধূপগুড়ি সহ জেলার বিভিন্ন এলাকার দাবাপ্রেমীদের আধুনিক প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতেই এই অ্যাকাডেমি।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

17.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 42L 49202 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বলেলেন "আমার জীবন উন্নত করার জন্য আমাকে একটি দুর্দান্ত সুযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং এখন থেকে আমি নিশ্চিত করব আমার পরিবারের জন্য সর্বোত্তম করার। আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা বাপন কোলে - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শিলিগুড়ির প্রতিনিধি কমে এবার পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মে : দুইদিন আগে ধুমধাম করে কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ক্রিকেটারদের ড্রাফটিং হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে শিলিগুড়ি ক্রিকেটের জন্য নতুন কোনও আলোর সন্ধান মেলেনি। আট দলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে পুরুষ ও মহিলা বিভাগ মিলিয়ে শিলিগুড়ি থেকে সুযোগ পেয়েছেন মাত্র পাঁচজন। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্সে সুযোগ পেয়েছেন মিথিলেশ দাস, পূজা অধিকারী ও রত্না বর্মন। এছাড়াও 'স্ম্যাশার্স মালদায় অরুণা বর্মন এবং কলকাতা টাইগার্সে অঙ্কিতা মহন্ত সুযোগ পেয়েছেন।

অথচ এই প্রতিযোগিতায় গতবছর দল পেয়েছিলেন শিলিগুড়ির সাতজন। একজনকে রাখা হয় স্ট্যান্ড বাই তালিকায়। মাঝের সময়টাতে পুরুষদের টি২০ টুর্নামেন্টে শিলিগুড়ি রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছে মহিলা বিভাগে। তারপরও কেন এই উপেক্ষা শিলিগুড়ির ক্রিকেটারদের?

কুন্তল বলেছেন, 'হয়তো গতবার ওদের পারফরমেন্সে ফ্র্যাঞ্চাইজি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তবে এখনই সম্পূর্ণ হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আকাশ দীপ সহ প্রথমসারির অনেককেই হয়তো ওদের ফ্র্যাঞ্চাইজি পাবে না। তখন শিলিগুড়ি থেকে কেউ সেই জায়গায় সুযোগ পেয়ে যেতে পারে।

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ

অঙ্কিতা মহন্ত	মিথিলেশ দাস, পূজা অধিকারী ও রত্না বর্মন	অরুণা বর্মন

> হয়তো গতবার ওদের পারফরমেন্সে ফ্র্যাঞ্চাইজি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আকাশ দীপ সহ প্রথমসারির অনেককেই হয়তো ওদের ফ্র্যাঞ্চাইজি পাবে না। তখন শিলিগুড়ি থেকে কেউ সেই জায়গায় সুযোগ পেয়ে যেতে পারে।
>
> **কুন্তল গোস্বামী, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব**

মহিলা বিভাগে একজন ও পুরুষ বিভাগে শিলিগুড়ির আরও এক-দুইজনের বেশি সম্ভাবনা দেখছি না।'

মার্চ মাসে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের শিলিগুড়ি সফরের সময় মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তৎকালীন ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা আবেদন রেখেছিলেন প্রো টি২০ লিগে শিলিগুড়ির প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানোর। কিন্তু সেই সংখ্যা তো বাড়েনি, বরং কমে গিয়েছে। যা দেখে হতাশা নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'সব জেলা সিএবি সংযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে নিচ্ছে। শিলিগুড়ির সিএবি প্রতিনিধি কী করছেন? শিলিগুড়ির ক্রিকেটাররা সুযোগ না পেলে এই শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজি রেখে কী লাভ?' কুন্তল অবশ্য কলকাতা নাইট রাইডার্সের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'সিএবি শুধু টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। দলগঠন ফ্র্যাঞ্চাইজিরা নিজেদের চাহিদামতো করে থাকে।'